বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গবেষক

মোহাঃ মশিয়ার রহমান

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৬০

শিক্ষাবর্ষ : ২০০১-২০০

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ খাতাউর রহমান

অধ্যাপক

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ

ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জানুয়ারি-২০০৫

M.

448580

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গবেষক

মোহাঃ মশিয়ার রহমান
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ৩৬০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০১-২০০২

448580

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক

Dhaka University Library
448580

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জানুয়ারি-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের দপ্তরের ০৮-০৫-২০০৪ তারিখের ১৯৮৭৪ সি নং পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুমতিতে গবেষণাকৃত এবং এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক

মোহাঃ মশিয়ার রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৬০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০১-২০০২

448580

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জানুয়ারি-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুমতি প্রদান পত্র

"বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি"- বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব মোহা: মশিয়ার রহমানকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। গবেষকের সমগ্র গবেষণাকর্মটি আমি নিবিড়ভাবে তদারক করেছি। আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় গবেষণার প্রতিটি স্তরে কাজ করেছেন। গবেষণা পত্রে উল্লেখিত, সংযোজিত প্রতিটি বিষয় আমি যথাযথভাবে দেখেছি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। গবেষক উক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফল এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য থিসিস আকারে উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো।

448580

27.1.09

অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক
Dr. Ataur Rahman
Professor
Department of Management
University of Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে হুবহু এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপকের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছি। গবেষণাকালে যে সব দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল, পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে; সেগুলোর তথ্য সূত্র বা উৎস যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

Rahman
27.1.09
Dr. M. Ataur Rahman
Professor
Department of Management
University of Dhaka

২৭.০১.০৯
(মোহাঃ মশিয়ার রহমান)
এম.ফিল গবেষক
রেজি : নং- ৩৬০
সেশন-২০০১-২০০২
ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হতে পেয়েছি বলে আমি প্রথমেই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান এর দক্ষ পরিচালনা, দিকনির্দেশনা, অনুপ্রেরণা, উপদেশ, পরামর্শ এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি এ কঠিন কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এজন্য তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ।

গবেষণা সহায়ক তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট বিনীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে জনাব এস.এম. আশরাফ হোসেন, উপ পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফরিদপুর এবং জনাব সৈয়দ আবু হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক (সহকারী পরিচালক) সরকারী শিশু পরিবার, ফরিদপুর এবং মোছাঃ নাজনীন নাহার, ব্যবস্থাপক, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ফরিদপুরকে বিশেষভাবে এ মুহূর্তে স্মরণ করছি।

বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর মুসলিম মিশন এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও ফরিদপুর মুসলিম মিশন কলেজ এর মাননীয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ এবং ফরিদপুর মুসলিম মিশন কলেজের মাননীয় রেক্টর এবং ফরিদপুর মুসলিম মিশনের সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ খান এবং আমার সহকর্মী সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র (বশিপুক) গাজীপুরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল ও সমন্বয়কারী জনাব মোঃ রইচউদ্দিন, আরামবাগ ইয়াতিমখানা, ফরিদপুরের সভাপতি, সম্পাদক, তত্ত্বাবধায়ক সহ আরো যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল উত্তরদাতা প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে আমার থিসিসের কাজে সাহায্য করেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরাই ছিল আমার গবেষণার মধ্যমণি এবং তাদের দেয়া উত্তর পত্রই আমার গবেষণার চালিকা শক্তি। এ থিসিসটি রচনা করতে আমাকে দেশী-বিদেশী বহু লেখকের বই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী, ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়েছে। এ সব বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী হতে আহরিত জ্ঞানের আলোকে আমার গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি বলে আমি সংশ্লিষ্টদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

গভীর দুঃখের সাথে আজ মনে পড়ছে আমার সকল ভালো কাজের উৎসাহের উৎস আমার জান্নাতবাসী আব্বাকে। একইভাবে কৃতজ্ঞ আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্নেহময়ী মা, বড় আপা জাহানারা ইসলাম, ও অন্যান্য ভাই বোনদের প্রতি। এ থিসিসটি সম্পন্ন করতে সময়, সুযোগ ও উৎসাহ দেবার জন্য আমার পরমবন্ধু ও একনিষ্ঠ সহযোগী আমার সহধর্মিনী জান্নাতুল ফেরদৌস (ফেরদৌসি রহমানের) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার বন্ধু বান্ধব সহপাঠিদের মধ্যে শহীদুল ইসলাম,হেদায়েত, হেমায়েত, হিরো, রাজা, মনির, সাঈদ, নীলা, নাজমুন, রনি সহ অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উৎসাহ দেয়ার জন্য। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই কম্পিউটার কম্পোজে সহযোগিতার জন্য মো: আলী আকবর কে।

জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বিশেষ করে সমগ্র গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে আরো যারা আমাকে সাহায্য, সহযোগিতা, দোয়া ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সকলকে মহান রাব্বুল আল-আমীন সুখী ও সুন্দর জীবন দান করুন। আমীন ।

মোহাঃ মশিয়ার রহমান
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

"বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" শিরোনামের এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থাপনার বিষয় উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনার নীতি পদ্ধতির কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে তা জানার এবং জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কিভাবে আরও সুষ্ঠু সুন্দর ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায় তার দিক নির্দেশনা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত উপকার ভোগীরা কিভাবে সর্বোচ্চ সেবা পেতে পারে তার উপর অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ তথা সমাজসেবা কর্মকান্ডের উপর পরিচালিত গবেষণাকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায় । এ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মোট ছয় (০৬) টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা। এ অধ্যায়ে সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা সমীক্ষা । এ অধ্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে পঠিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ, পত্র, পত্রিকা সাময়িকী, গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট অংশের পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় সে সব প্রকাশনার বিভিন্নদিক সমালোচনামূলক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি । এ অধ্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার আওতা, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, গবেষণার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : মডেল উপস্থাপন । এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের উপযোগী সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি মডেল উপস্থাপন ও তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মডেল কার্যকর করার জন্য প্রক্রিয়াগত মডেল ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল। এ অধ্যায়ে গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ও সংগৃহীত তথ্যাবলী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ও সুপারিশমালা । সবশেষ অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহারসহ ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য ও সেবামূলক তৎপরতার জন্য সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতা আর বিশেষজ্ঞতার যুগ; বাস্তব অনুশীলন ব্যতীত কোন তত্ত্বীয় শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনা। এই পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন তত্ত্বীয় শিক্ষা ও বাস্তব অনুশীলন। এ দু'য়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গবেষণা কর্মের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তত্ত্বের সাথে বাস্তবের সংযোগ সাধন করা। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হলে সেটি পরবর্তী কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের নির্দেশনায় সমাজকল্যাণমূলক সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের পরিদর্শনকৃত, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দিকটি ছিল গবেষকের বিবেচ্য বিষয়। তারপরও সে সব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা গবেষণা পত্রে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকের ধারণা এ গবেষণা পত্রের পাঠকগণ বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

ইফাবা	- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সা.	- সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম
আ.	- আলায়হিস সালাম
রা.	- রাদিয়াল্লাহু আনহু
র.	- রহমতুল্লাহি আলায়হি
ড.	- ডক্টর
পৃ	- পৃষ্ঠা
হি	- হিজরী
বাং	- বাংলা
ইং	- ইংরেজী
খৃ	- খ্রীষ্টাব্দ, খৃষ্টাব্দে, ঈসাঈ সন
বি.দ্র.	- বিশেষ দ্রষ্টব্য
অনূ	- অনূদিত
অনু	- অনুবাদ
ঢা.বি	- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বশিপুক	- বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র
P	- Page
PKSF	- Palli Karmo Shahayak Foundation

Dhaka University Institutional Repository

BRDB	- Bangladesh Rural Development Board
SDF	- Social Development Foundation.
ADD	- Action on Disability and Development.
BRDB	-Bangladesh Rural Development Board.
ILO	-International Labour Organization.
PD	-Project Director.
EPZ	- Export Processing Zone.
FY	- Financial Year.
BBS	- Bangladesh Bureau of Statistics.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন .. ..
সারসংক্ষেপ .. ..
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা .. ..

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা		**১-৬৬**
১.১	সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন	৩
১.২	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজকল্যাণ ও মানবসেবা	১৬
১.৩	বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা	১৯
১.৪	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান	২৭
১.৫	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা	৩৩
১.৬	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের ভূমিকা	৫১
১.৭	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবলের বিবরণ ও সাংগঠনিক কাঠামো	৫৬
১.৮	সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	৫৯
১.৯	সামজসেবা অধিদপ্তরের বর্তমান কর্মসূচী/কার্যক্রম(২০০৭-০৮)	৬০
দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা সমীক্ষা		**৬৭-৯২**
২.১	গবেষণা সমীক্ষার সংজ্ঞা	৬৮
২.২	গবেষণা সমীক্ষার গুরুত্ব	৬৯
২.৩	গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্য	৭১
২.৪	নির্বাচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ সমীক্ষা	৭২
২.৫	প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা সমীক্ষা	৭৮
২.৬	পত্র-পত্রিকা সমীক্ষা	৮৮
তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি		**৯৩-১০৯**
৩.১	গবেষণা পদ্ধতি	৯৪
৩.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৯৪
৩.৩	গবেষণার আওতা	৯৫
৩.৪	গবেষণার নমুনা কাকে বলে?	৯৬
৩.৫	বর্তমান গবেষণার নমুনা	৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬	গবেষণার যৌক্তিকতা	১০০
৩.৭	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	১০১
৩.৮	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১০৬
চতুর্থ অধ্যায় : মডেল উপস্থাপন		**১১০-১৪৩**
৪.১	মডেল অর্থ কি?	১১১
৪.২	মডেলের উপাদান	১১২
৪.৩	প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল	১১৪
৪.৪	প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল উপস্থাপন	১১৬
৪.৫	প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল উপস্থাপন	১১৭
৪.৬	প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলের ব্যাখ্যা	১১৮
৪.৭	প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের ব্যাখ্যা	১৩৭
পঞ্চম অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল		**১৪৪-২১৬**
৫.১	তথ্য বিশ্লেষণ অর্থ	১৪৫
৫.২	প্রাথমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ	১৪৫
৫.২.১	উপকার ভোগীদের তথ্য বিশ্লেষণ	১৪৬
৫.২.২	সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ	১৬৪
৫.২.৩	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ	১৮৫
৫.৩	মাধ্যমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ	১৯২
৫.৪	সামাজিক কল্যাণে বাংলাদেশের এনজিও : প্রেক্ষিত সিডর	২০৪
৫.৫	গবেষণালব্ধ ফলাফল	২১২
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ও সুপারিশমালা		**২১৯-২৩৭**
৬.১	উপসংহার	২২০
৬.২	সুপারিশমালা	২২৫
৬.২.১	সেবামূলক তৎপরতার জন্য সুপারিশমালা	২২৫
৬.২.২	পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশমালা	২৩৫
পরিশিষ্ট		
১. পরিশিষ্ট		২৩৮-২৫২
২.গ্রন্থপঞ্জি		২৫৩-২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার সকল ভালো কাজের উৎসাহের উৎস

আব্বা এবং স্নেহময়ী মায়ের করকমলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন ।

১.২ ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজকল্যাণ ও মানবসেবা ।

১.৩ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা ।

১.৪ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান।

১.৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা ।

১.৬ বাংলাদেশের আর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের ভূমিকা ।

১.৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবলের বিবরণ ও সংগঠনিক কাঠামো।

১.৮ সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো।

১.৯ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রম/ কর্মসূচীসমূহ (২০০৭-০৮) ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল অথচ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। স্বভাবত:ই এ দেশের সব ধরনের জনগোষ্ঠীর সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারন দারিদ্র-পীড়িত, পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা: অতিবৃষ্টি, খরা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। দেশের অবহেলিত এতিম, দুঃস্থ, ভবঘুরে, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অসহায় ও হতদরিদ্র, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সংখ্যা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। দেশের সব জনগোষ্ঠীর সুষম, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অভাবে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ অর্জন হচ্ছে না। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই পারে কর্মসূচী সমূহের সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করতে।

দেশের দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সার্বিক সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মূখী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এমনকি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগেও বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারী পর্যায়ে রয়েছে বিপুল সংখ্যক সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। তারাও স্ব স্ব অবস্থান থেকে সামাজিককল্যাণ সাধনে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১ সমাজসেবার ঐতিহাসিক বিবর্তন

এক বৈচিত্রময় অঞ্চলের নাম ভারতীয় উপমহাদেশ (বর্তমান পাক-ভারত বাংলাদেশ)। প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা সব দিক দিয়ে এ বৈচিত্র লক্ষ্যণীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে যেমন প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এ তিন যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কর্মের ইতিহাসকেও তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যদিও এ ধরণের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া মুশকিল।

প্রাচীন যুগে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম

(ঈসায়ী পূর্ব ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দী বা ৬৪৭ সাল পর্যন্ত)

প্রাচীন ভারতের তথ্যনির্ভর ও ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে কি ধরনের সমাজসেবা কার্যক্রম বিদ্যমান ছিল তার সঠিক বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও সমাজসেবার মূল ভিত্তি ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি । প্রাচীন ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের উপস্থিতির ফলে জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতো।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক যুগে সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কাজ করতো। পরিবারই শিশু, প্রবীণ বিধবা, প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য নির্ভরশীলদের সামাজিক নিরাপত্তাদানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো। বৈদিক যুগে রাজাকে প্রজাদের মঙ্গল সাধনে সভা ও সমিতি নামে দু'টি পরিষদ সাহায্য করতো। এ যুগে 'বিশপতি' গ্রামীণ জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের দায়িত্ব পালন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৌর্য সাম্রাজ্যে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সম্রাট অশোকের অনুশাসনলিপি প্রভৃতি হতে প্রাচীন ভারতে সমাজসেবার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। এযুগে ন্যায় পরায়ণ এবং প্রজাহিতৈষী রাজাগণ সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক প্রজাদের কল্যাণে অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে জানা যায় এ যুগে পথিকদের সুবিধার জন্য রাজ পথের পাশে সরাইখানা স্থাপন করা হয়েছিল । পাটলিপুত্র নগরে দরিদ্র ও দুঃস্থ রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু অনাথ আশ্রম স্থাপন করা হয়। পাটলিপত্রে দু'টি বৃহদাকার বৌদ্ধ মঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করত।[১]

সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনামলে পরিভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর "প্রয়াগের মেলা" বসত। এটি তিনমাস ধরে চলত। এ মেলায় জাতি ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ধনরত্ন, খাদ্য, বস্ত্র, ও অর্থ বিতরণ করা হত। এভাবে তিন মাসের মধ্যে একমাত্র অশ্ব, হস্তী ও সামরিক উপকরণ ব্যতিত রাজকোষ ও রাজার পাঁচ বছরের সঞ্চিত অর্থাদি নিঃশেষ হয়ে যেতো। ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্য যুগের সূত্রপাত হয়।

মধ্যযুগে সামজসেবা কার্যক্রম

(৬৪৭ ঈসায়ী সন হতে ১৭৫৭ ঈসায়ী সন পর্যন্ত)

মধ্যযুগের সূচনালগ্নে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানগণ ন্যায় নীতি, উদারতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গঠনে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে। মধ্য যুগকে সুলতানী আমল ও

Dhaka University Institutional Repository

মোঘল আমল এ দু'টি পর্যায়ে শাসন ধারা বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এ সময় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রচলন হয়।

মধ্যযুগে সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা

ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসন মধ্যযুগে মুসলিম রাজা বাদশা ও সম্রাটগণকে সমাজসেবায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগের সুলতানী আমলে যে সব শাসক সমাজসেবার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জল অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক অন্যতম। তিনি মাত্র চার বছর শাসনকালের মধ্যে দানশীলতার জন্য 'লাখ-বখস' উপাধি লাভ করেন। দরিদ্র, অসহায়দের কল্যাণে তিনি লাখ লাখ টাকা দান করতেন।

সুলতান শামস্ উদ্দীন ইলতুত্মিশ সমাজসেবার একটি সুপরিকল্পিত ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দিল্লীতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করেন। এছাড়া বহু মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ ইলতুত্মিশের সমাজসেবার স্বাক্ষর বহন করে।[২]

মধ্যযুগে সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে ছিল ভূমি জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বিক্রেতাদের লভ্যাংশ নির্ধারন, খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের সময় ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন সমাজসেবার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির এক অভিনব কীর্তি। মদ্যপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং আইন ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গনিকাবৃত্তি আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং গনিকাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ করার আদেশ দেয়া হয়। [৩]

সুলতানী আমলে মধ্যযুগে সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণে ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন অন্যতম সম্রাট। প্রজা সাধারণের কল্যাণে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল যাকাত আদায় এবং ধর্মীয় বিধান মোতাবেক তা ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ; দরিদ্র কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা-মাতা এবং অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যের জন্যে 'দেওয়ানই খয়রাত' নামক বিভাগ স্থাপন; দুঃস্থ দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য 'দার-উলসাফা' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি । ১৩৮৮ ঈসায়ী সনে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে সমাজসেবার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কোন সম্রাটই রেখে যেতে পারেননি।

মোঘল আমলে সমাজসেবা কার্যক্রম

মোঘল সম্রাটগণের ব্যক্তিগত চরিত্র, মানসিকতা, রাজনৈতিক প্রয়োজন প্রভৃতির কারণে মুঘল শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি উদারতা এবং প্রজাকল্যাণমূলক ছিল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে মুঘল সম্রাটগণ সমাজসেবার ক্ষেত্রে সব সময় মনোযোগ দিতে পারেননি। অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে বিব্রত থাকার ফলে মুঘল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুন সমাজসেবার ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেননি।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে পাঠান সম্রাট শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছরের ভারত শাসন কালে মধ্যযুগে ভারতের সমাজসেবার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। প্রজাকল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও শাসন সংস্কার তাঁর রাজত্বকে অনন্যত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দান করেছে। শেরশাহের আমলে গৃহীত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজপথ নির্মাণ এবং ঘোড়ার ডাক প্রচলন। তাঁর নির্মিত 'গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড' বাংলাদেশের সোনারগাঁও হতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায়দের রক্ষার্থে লঙ্গরে ফুকারা স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, স্কুল মাদ্রাসা স্থাপন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, সরাইখানাগুলোকে ডাক চৌকিরুপে ব্যবহার করা ইত্যাদি তাঁর সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পরিচয় বহন করে।

মুঘল সম্রাট আকবর সমাজসেবার ক্ষেত্রে কতকগুলো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- হিন্দু প্রজাদের তীর্থকর তুলে দেয়া, হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কৃত্রিম প্রভেদ দূর করার লক্ষ্যে জিজিয়া কর উঠিয়ে দেয়া, হিন্দু সমাজে প্রচলিত অমানবিক নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আদেশ জারী, যুদ্ধ বন্দীদের ক্রীতদাস করার রীতি নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য সর্বজন বিদিত ছিল। তাঁর পত্নী অসহায় শিশু ও নারীদের কল্যাণে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, তা মুঘল ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। সম্রাট শাহজাহান শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে দার-উল-বাকা মাদ্রাসা এবং দিল্লীর রাজ কলেজ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ব পুরুষদের কল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

মধ্যযুগে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা কার্যক্রম

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগে বণিকদের সঙ্গে বহু ফকীর, দরবেশ, পীর, আওলিয়া এবং ধর্ম প্রচারক এদেশে আগমন করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তারা ভারত বর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কঠোর বর্ণভেদ প্রথা, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানবিক নির্যাতন ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী তাদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মধ্যযুগের বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবার অগ্রদূত ছিলেন এসব ধর্মপ্রচারকগণ। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগণের সেবায় ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের সুমহান আদর্শ, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের উদারনীতি, ধর্মপ্রচারকদের সহজ সরল জীবন-যাপন, দুঃস্থ, অসহায়, নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতি, মানবপ্রেম ইত্যাদি বর্ণ প্রথায় জর্জরিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। ধর্মান্তরিত অসহায়, দরিদ্র ও অত্যাচারিতদের নিরাপত্তা বিধানে ধর্মপ্রচারকগণ আত্মনিয়োগ করেন। ফলে সমাজসেবার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার উদ্ভব হয়।

সূফী, সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের খানকা ও আবাসস্থলের নিকটবর্তী সরাইখানা ও লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। এসব সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত ও অত্যাচারীদের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পানীয় জলের জন্য দীঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং মনুষ্য বাসের অনুপযোগী স্থানসমূহ মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম মধ্যযুগীয় সমাজসেবার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । মুসলিম শাসক এবং সম্পদশালী শিষ্যদের আর্থিক সহায়তায় ধর্মপ্রচারকগণ এসব কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন। অনেক সময় নবদীক্ষিত সম্পদশালী মুসলমানগণ এসব কাজে স্বেচ্ছায় সহায়তা করত। যেসব পীর, দরবেশ ও আওলিয়া মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনীষীদের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ জালাল উদ্দিন তিবরিজী (র:) সর্বপ্রথম পান্ডুয়ায় একটি স্কুল ও একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। তার খানকা দরিদ্র ও নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হযরত শাহজালাল (র:) সিলেটে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং অত্যাচারী হিন্দু জমিদারের অত্যাচার ও নির্যাতন হতে মুসলমানদের রক্ষা করেন। হযরত খান জাহান আলী (র:) সুন্দরবনকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করে বাগেরহাটে 'খেলাফতবাদ' নামক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি মসজিদ নির্মাণ, পুকুর ও দিঘী খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী সম্পন্ন করেন।

হযরত আলাউল হক (র:) পান্ডুয়াতে একটি লঙ্গরখানা এবং তাঁর পুত্র হযরত কুতুব-উল-আলম (র:) একটি কলেজ ও একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। সোনারগাঁয়ের আবু তাওয়ামা (র:) শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শান্তাহারে শাহ আদম (র:) তাঁর বিখ্যাত লঙ্গরখানার জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। লঙ্গরখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহুবিধ সমাজসেবা কার্যাবলীর জন্য উপমহাদেশের বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র:) এবং নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (র:) দুঃস্থ মানবতার সেবায় আজও স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। এসব পীর, দরবেশ ও সূফী সাধকদের পূর্ণ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁদের অনুসারীগণ বহু এতিমখানা, মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। যেগুলো অদ্যাবধি সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মধ্যযুগে বেসরকারী সমাজসেবার ক্ষেত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিদর্শনও পাওয়া যায়। মন্দির, মঠ, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দীঘি খনন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কার্যাবলী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানব দরদী ব্যক্তিদের দ্বারাও সম্পাদিত হত।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজসেবা (১৭৫৭-২০০৮)

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যদিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। বৃটিশরা নিজেদের স্বার্থে যেমন জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে; তেমনি বৃটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এদেশের জনসাধারনের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। বৃটিশ আমলেই এদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজসেবার ক্ষেত্রে আইনগত ভিত্তি রচিত হয় এবং আধুনিক সমাজকল্যাণ ধারা প্রবর্তনের শুভ সূচনা হয়।

আধুনিক যুগে সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা

বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন বহু আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেমনি সমাজ জীবন থেকে নানাবিধ কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর হয়। বৃটিশ শাসিত ভারতে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত জনকল্যাণ মুখী কার্যক্রমের বিশেষ দিকগুলো উপস্থাপন করা হল।

শিক্ষাবিস্তার ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয় বৃটিশ আমলে। এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। ১৭৮১ সালে মুসলমানদের আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বিখ্যাত কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা শিক্ষা বিস্তারে হেষ্টিংস এর অন্যতম অবদান। ১৮১৬ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড হেষ্টিংস। ১৮৩৬ সালে বোম্বাইয়ে টাটা গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ সরকার প্রত্যক্ষ সহায়তা দান করে। লর্ড ক্যানিং- এর শাসনামলে কলকাতা, বোম্বই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্কার ঃ বৃটিশ শাসনামলে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন তাদের মধ্যে লর্ড বেন্টিংক অন্যতম। তার প্রবর্তিত সমাজ সংস্কারমূলক কার্যবলীর মধ্যে ১৮২৯ সালের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন, প্রথম সন্তানকে দেবসন্তুষ্টির জন্য গুহায় নিক্ষেপ বন্ধকরণ, শিশু-কন্যা হত্যা রোধ ইত্যাদি প্রধান। ১৮৯৫ সালে শিশু হত্যা ও নরবলি প্রথা রহিত করে লর্ড হার্ডিঞ্জ সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

সামাজিক নিরাপত্তা ঃ বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অদ্যাবধি পাক-ভারত বাংলাদেশে সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে ১৯২৩ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯২৮ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯৩৪ সালের ভারতীয় কারখানা আইন ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন প্রধান।

নারী ও শিশু কল্যাণ ঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণে বৃটিশ শাসন আমলে প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে ১৮২৯ সালের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন, ১৮৫৬ সালের হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন, ১৯৩৩ সালের পাপ ব্যবসা নিরোধ আইন প্রভৃতি প্রধান। এসব আইনগুলো বর্তমানেও ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে।

আধুনিক যুগে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা

বৃটিশ আমলে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান সমাজসেবা এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৭৯৩ সালে বৃটিশ সরকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তণ করে তার ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কূপ ও দীঘি খনন, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদির মাধ্যমে জনকল্যাণে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসিত ভারতের হিন্দু মুসলমানদের কল্যাণে যে সব মনীষী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ, রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতীফ, দানবীর হাজী মোহাম্মদ মুহসীন, সুরাটের দানবীর ইব্রাহীম মোহম্মদ ডুপ্লে, বেগম রোকেয়া, স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখ অন্যতম। এসব মনীষীদের মাধ্যমে যেসব সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবামূলক আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, মুসলিম নারী জাগরণ, আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম প্রধান। এসব সমাজ সংস্কার ও সমাজকল্যাণমূলক আন্দোলনসমূহ যেমন সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি সমাজ থেকে কুপ্রথা, অনাচার, ধর্মান্ধতা দূর করে স্বাধীকার আদায়ে ভারতীয়দের আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। বৃটিশ শাসনের প্রভাবেই ভারতবর্ষে আধুনিক সমাজসেবা কার্যক্রমের সূচনা হয়। বৃটিশ আমলে গৃহীত সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ গুলো আজও পাক-ভারত বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের পথ নির্দেশক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পাকিস্তান আমলে সমাজসেবা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারত থেকে মহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটে এবং নূতন সাংস্কৃতিক বলয়ে সম্পৃক্ততা লাভের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা। বাসস্থানসহ তাদের পুনর্বাসন একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা কর্মসূচীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সরকারের এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ মিস লাকি এবং মিঃ ডামসান বাংলাদেশে আগমন করেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং বস্তি সমস্যাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করে গোষ্ঠীভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে সমাজকল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো না থাকায় তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ মাসের এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে ৯ মাসের জব ট্রেনিং কোর্স চালু করেন। তৎকালীন বর্ধমান হাউজ (বর্তমান বাংলা একাডিমীতে) এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় আরও ২ জন জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ এ দেশে আগমন করেন। তারা হলেন মিঃ সাউটি এবং মিসেস আনামা টোল। তাদেরকে সহায়তা করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সমাজকর্মী জনাব এনামূল হক চৌধুরী এবং বেগম রোকসানা রেজা। তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে গোপীবাগ এবং ঢাকার মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়।[৫]

১৯৫৭ সালে বর্ধমান হাউজ থেকে ৪১ হাটখোলা রোডে অফিস স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫৬ সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৯ সালে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আরও ১৫টি ইউনিট স্থাপন করে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৬১ সালে স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে গঠন করা হয় পূর্ব পাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ। সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সুসংহত রূপদানের জন্য শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে এতিমখানা সমূহ এবং ত্রাণ পরিদপ্তর থেকে দুটি ভবঘুরে কেন্দ্রকে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরে স্থানান্তর করা হয়।[৬]

পাকিস্তান আমলে সরকারীভাবে সমাজসেবা কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচীর পাশাপাশি সমাজকর্ম শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মী এবং শহর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীদের জন্য নয় মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৮ সালের

Dhaka University Institutional Repository

২০ ফেব্রুয়ারী College of social welfare and Research প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ প্রতিষ্ঠানটি পনের জন ছাত্র নিয়ে এম.এ. ডিগ্রী শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব, করাচি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম হিসেবে স্নাতক সম্মানসহ সমাজকল্যাণে তিনবছর মেয়াদী কোর্স প্রবর্তন করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ হতে সমাজকর্ম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বি.এ (সম্মান) ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ১৯৬৭ সালে এম.এ. কোর্স প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে এটি সমাজকর্ম বিভাগ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্মীকরণ করা হয়।

বেসরকারী পর্যায়ে বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান আমলে ও সেবাদান অব্যাহত রাখে। যেমন স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা আজিমপুর, ঢাকা। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সমূহ ইত্যাদি। এর সাথে নতুন ভাবে যোগ হয় বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ১৯০৫ সালে ভারতের সুরাটে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ১৯৪৭ সালে ঢাকায় নতুনভাবে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৫০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। [৭]

বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে সমাজকর্মের বিকাশের ধারাকে তিনটি প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যায়। এগুলো হলো- সমাজকর্ম বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সমাজ ভিত্তিক কর্মসূচী চালু তথা সমাজকর্ম অনুশীলন। [৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। এর অনেক আগে থেকেই এই ভূখন্ডে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম প্রয়োগ হয়ে আসছিল। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম আরো ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক সমাজকল্যাণ পরিষদের স্থলে ১৯৭২ সালের ৪ঠা মে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ নামে পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে "সমাজসেবা অধিদপ্তর" নামে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত শহর সমষ্টি উন্নয়ন এবং চিকিৎসা সমাজকর্ম এ দুটি প্রকল্পের মধ্যেই বাস্তব প্রয়োগ সীমিত ছিল। ১৯৭৪ সালে "গ্রামীণ সমাজসেবা" নামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক সমাজকল্যাণের বাস্তব প্রয়োগ গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে শিশুকল্যাণ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ প্রায় চল্লিশের অধিক কার্যক্রমের আওতায় দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ উপকৃত হচ্ছে। বেসরকারী পর্যায়েও সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় বায়ান্ন হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেবা দান করে যাচ্ছে । জাতীয় পর্যায়ে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হলো- বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, আহসানিয়া মিশন, ফরিদপুর মুসলিম মিশন, পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) সভার, ঢাকা, শিশু ও বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর উল্লেখযোগ্য। সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ শিক্ষাও ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের অনেক কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এবং ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজকল্যাণ ও মানবসেবা

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম"[৯]। যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্ববাদ এবং বিশ্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। আর এ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মূল উৎস হলো মানব প্রেম। ফলে ইসলাম মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ-ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্নতা থেকে মুক্ত করে তাকে ভালোবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ধর্ম ইসলাম। ইসলাম শুধু ধর্মই নয় বরং সামগ্রিক জীবন দর্শন ও একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা । মানব জীবনের সামগ্রিক দিকই ইসলামী জীবন দর্শনের তথা ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধসমূহের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম মানব কল্যাণে বিশ্বাসী বিধায় অন্যান্য সকল কাজের মধ্যে সমাজসেবা শ্রেষ্ঠতম কাজ বলে ইসলাম ঘোষনা করেছে। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন ও নীতিমালার সঙ্গে পেশাদার সমাজকর্মের নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত: ইসলামের জীবন দর্শন সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব । পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে "হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহ জগৎ এবং পরবর্তী জগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দাও"[১০]। ইহলৌকিক পাপমোচন এবং পরলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের আশায় মানুষ আর্তমানবতার সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে আসছে। ইসলামের এরূপ সর্বজনীন শিক্ষা সমাজকল্যাণের বিকাশে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ইসলাম মানুষের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

এবং আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী। ইসলামের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকল্যাণের ব্যবহারিক নীতি এবং নৈতিক মানদন্ড বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজকল্যাণে মানুষকে স্বীয় ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন "সাদা মানুষ কালো মানুষের উচ্চে নয়, আর কালো মানুষও সাদা মানুষের উচ্চে নয়"[১১]। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। তিনি আরো বলেছেন-"সকল মানুষই পানি,ঘাস,আগুন ও উত্তাপের ব্যবহারের অধিকারে সমানভাবে অংশীদার" ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর সকলের সম-অধিকার নিশ্চিত করেছে। যাতে প্রতিটি মানুষ স্বীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। ইসলামের এই দৃষ্টি ভঙ্গি আধুনিক সমাজকল্যাণে সফল ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে।

ইসলাম মানব সেবাকে সবচেয়ে পূণ্যময় বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজের দুঃস্থ অসহায়দের প্রতি সম্পদশালীদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে। যাকাত ধনীদের জন্য কর্তব্য এবং দরিদ্রদের জন্য অধিকার। এছাড়া সদকাহ, দান, ইত্যাদির প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- "হে নবী!জানিয়ে দিন মুসলমানগণ যেন তাদের পিতামাতা, নিকট আত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে।" [১২]।

মানব সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র হাদীসে মহানবী (সঃ) ঘোষনা করেছেন-"তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে।" তিনি আরো বলেছে- " যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভূক্ত রেখে নিজে পেট পুরে আহার করে, সে প্রকৃত মুসলমান নয়"।[১৩] এভাবে মানব সেবাকে ইসলাম মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হিসেবে ঘোষনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সমাজ ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। ধর্ম,বর্ণ,নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা এতে দেয়া আছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর শাসনামলে বৃদ্ধ,অক্ষম, আকস্মিক, বিপদগ্রস্ত, ভিক্ষুক, হঠাৎ দরিদ্রদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার এবং তাদের সন্তানদের ভরণ পোষণ রাষ্ট্রের বাইতুলমাল হতে করা হতো। আধুনিক সমাজকল্যাণে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় যা ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামের অনুশাসন এবং অনুপ্রেরণায়ই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে দুঃস্থ, অসহায়দের কল্যাণে সংগঠিত কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়। বায়তুলমাল স্থাপনের মাধ্যমে মানব সেবায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি-বিধান অনুসরন করেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাকে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়। আধুনিক সমাজকল্যাণের সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠানিক রূপদানে ইসলামী রাষ্ট্রের বিধি বিধান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্বকেই নির্দেশ করে। মহানবী (সঃ) এক দল দরিদ্র লোকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, " পূণ্য অর্জনের উপকরণ শুধু ধন-সম্পদ নয়, মানুষের উপকার হয় এমন প্রত্যেকটা কাজই জনকল্যাণমূলক কাজ ও সৎ কাজ" ।[১৪]

বস্তুতঃ মানুষের জন্য আল্লাহর অবারিত অনুগ্রহের এই ফলশ্রুতি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকল্যাণে ও সমাজের উন্নতি সাধনে শ্রেনী বৈষম্যকে ইসলাম অস্বীকার করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির আত্মবিকাশের অধিকারকে জোরালো ভাবে সমর্থন জানায়। তাই অভাব-অনটন, দারিদ্র, অভাবজনিত বিপদ-আপদ ও কোনরূপ অবাঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় শুধু শুধু সাধারণ মানুষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তাদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনের যাবতীয় অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ দিয়েই তাদের দোষারোপ করা যেতে পারে [১৫]।

নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন কোন দাক্ষিণ্যমূলক কাজ নয়, বরং দৈনন্দিন দায়িত্বের ব্যাপার, যা পালন না করা পাপ এবং অপরাধের শামিল। ইসলামে দাক্ষিণ্য বলে কিছু নেই। দাক্ষিণ্য ধনিকের পুঁজি বিলাস। "ইসলামে হক্কুল ইবাদ" তথা অপরের প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব সমাজ জীবন যাপনের অপরিহার্য শর্ত।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের অনুপ্রেরণা অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ, অনুশাসন, মানবীয় দর্শন এবং মানবকল্যাণের সার্বজনীন নীতি ইসলামের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তবমূখী ব্যবস্থাবলী সামাজিক কল্যাণের মূল্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সমসুযোগ, ন্যায়-বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবন বোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

১.৩ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়তন অথচ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের বর্তমান জন সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। মাথাপিছু আয় মাত্র ৫২০ ডলার। যা দিয়ে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন, তার উপর রয়েছে মাথা পিছু বিরাট অংকের বৈদেশিক ঋণের বোঝা। বেড়ে চলেছে মুদ্রাস্ফীতি। যার বর্তমান হার ৬.৫ শতাংশ । প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা তো রয়েছেই। উপরন্তু দ্রুত ফুরিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসছে প্রাকৃতিক গ্যাসের মওজুদ। বিকল্প জ্বালানী হিসেবে কয়লা সম্পদ আহরণ নিয়ে ও চলছে নানান বিতর্ক। সাথে আছে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা । সামুদ্রিক সম্পদ আহরনের ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। অমিত সম্ভাবনাময় দু'টি সমুদ্র বন্দরের মধ্যে মংলা সমুদ্র বন্দরটির পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হারাচ্ছে। অনতিবিলম্বে এ বন্দরটি সচল করতে হবে।

এছাড়াও রয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি । স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন, দখল, আত্মসাৎ সাধারন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক কর্মহীন বেকার অবস্থায় রয়েছে। কর্মমুখী শিক্ষার অভাব এ অবস্থার জন্য কিছুটা হলেও দায়ী। বৈদেশিক বিনিয়োগ যেমন কমছে, তেমনি অভ্যন্তরীণ তথা দেশীয় বিনিয়োগ ও কমছে ক্রমাগতভাবে । মানব সৃষ্ট এতসব কারণ ছাড়াও বিরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। খরা, উজান থেকে নেমে আসা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, দীর্ঘমেয়াদী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি আকস্মিক দুর্যোগ দূর্ঘটনার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ প্রতি বছর চরম সমস্যায় নিপতিত হয়। প্রাকৃতিক এবং আকস্মিক দুর্যোগে সর্বশান্ত হয়ে এরা কর্মহীন বেকার, পরনির্ভরশীল এবং সমাজের বোঝা হয়ে, ক্ষুধা, অবহেলা ও অযত্নে মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দূর্ঘটনার কারণে আকস্মিকভাবে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। এ ধরনের অসহায় লোকগুলো একদিকে বেকারত্বের গ্লানি নিয়ে আত্মমর্যাদাহীন জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমানে মিশ্র অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান। এখানে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ অবস্থা অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। সরকার অলাভজনক ও লোকসানী রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর অব্যাহত রেখেছে। বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রচলনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ ও অনুসরণ করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আরো যে সব বিষয় এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় তা আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করা হলো।

সরকারী বিনিয়োগ ঃ দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত এমন সব খাতে সরকার শিল্পও ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে সরকারী বিনিয়োগে জিডিপি এর ৫.৬ শতাংশ ধরা হয়।[১৬]

বেসরকারী বিনিয়োগ ঃ জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগসহ স্থানীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২-২০০৩ সালে বেসরকারী বিনিয়োগ জিডিপি এর ১৭.২ শতাংশ ছিল যা ২০০৬-২০০৭ সালে ১৮.৭৩ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে। এ সময় সরকারী বিনিয়োগ ছিল মাত্র ৫.৬০ শতাংশ এবং মোট জিডিপি ছিল ২৪.৩৩ শতাংশ ।[১৭]

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ সরকারী ও বেসরকারী খাতের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কোন খাতে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে এবং কোন খাতে কিরূপ কাজ হবে, তার নির্দেশনা প্রদান করে এ পরিকল্পনা। কিন্তু সেই

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কতটুকু সুষম তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দীর্ঘ দিনেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তথা উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

সামাজিক নিরাপত্তা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নসহ বেকার যুবকদের জন্য বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সরকার দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বয়স্কভাতা, গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন; দেশে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে মূলধন প্রদান । দুঃস্থমহিলা ভাতা, আশ্রয়ণ ও আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ভূমিহীন জনগণের জন্য গৃহায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান । সামাজিক সুরক্ষার আওতায় গর্ভধারিনী হতদরিদ্র মাকে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

বেকারত্ব ঃ বেকারত্ব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রকট একটা সমস্যা। কর্মক্ষম, জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক বেকার। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই কর্মসংস্থান তথা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির ধীরগতি এর মূল কারণ। বিরাট এই বেকার জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনীতিতে কোন অবদান রাখতে পারেনা। বরং তারা জাতীয় বোঝা হিসেবে পরিগনিত হয়।

সামাজিক বৈষম্য ঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও দারিদ্রতর হচ্ছে। সুবিধা বঞ্চিতরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কারণে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব ঃ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধের খুব অভাব রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি যাকাত ব্যবস্থা বাংলাদেশে চরমভাবে অকার্যকর । এদেশের অধিকাংশ বিত্তবান ব্যক্তি যথাযথ নিয়মে গরীবের হক যাকাত আদায় করে না। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। যাকাত, ফেৎরা, দান খয়রাত ইত্যাদি যথাযথভাবে কার্যকর হলে দেশে দারিদ্রের হার দ্রুত কমে আসবে। একই সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে দেশের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমাহীন দূর্নীতি বিরাজমান । যা দেশে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে দারুন ভাবে।

ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ঃ ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে একটি নির্মম বাস্তবতা। ধনীদের সম্পদের আয় থেকে আয় বেড়ে সম্পদের পাহাড়ে পরিণত হয়। অন্যদিকে দরিদ্রদের আয় সেভাবে বাড়ে না। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ঘোচাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত কর্মসূচী প্রয়োজনের তুলায় অপ্রতুল । ফলে ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে মারাত্মক বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, অবরোধ, ধংসাত্মক রাজনৈতিক কর্মসূচী, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি জাতীয় উৎপাদনকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। ফলে জাতীয় আয় কমে গিয়ে দারিদ্র্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ঃ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় দিক হলো রপ্তানীর চেয়ে আমদানীর পরিমাণ বেশি। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০২৭ কোটি টাকা অন্য দিকে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১১১৮৮ কোটি টাকা। বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৫১৬১ কোটি টাকা। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫৩২৮৩ কোটি টাকা এবং আমদানীর পরিমাণ ৭৬৯৯৫ কোটি টাকা। উক্ত অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২৩৭১২ কোটি টাকা।[১৮]

প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা ঃ বাংলাদেশের এখনও পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই অপর্যাপ্ত। প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর শিল্পায়নও বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে এ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাপ্ত কয়লা ব্যাপকভাবে উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যয়বহুল হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অতি মুনাফাভোগী বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই অসম প্রতীয়মান হয় । এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক ।

সম্পদের অপচয় ঃ বিভিন্ন সময়ে নীতি নির্ধারকদের হটকারি সিদ্ধান্তের ফলে সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার হয়ে থাকে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সম্পদের অপচয়রোধ করে সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ের দাবী।

দাতা গোষ্ঠীর শর্ত পূরণ ঃ দাতাগোষ্ঠীর প্রকাশ্য শর্ত আরোপ বাংলাদেশে দারিদ্র বিস্তারে সহায়তা করছে। দাতাদের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে সরকার গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, সার ও ট্যাক্সসহ অন্যান্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া তাদের পরামর্শে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক কর্মচারীকে ছাটাই করছে যা দারিদ্র্যকে আরও সম্প্রসারিত করছে। অপরিকল্পিত, অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল খাতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে । বৈদেশিক ঋণের অধিকাংশই কঠিন শর্ত যুক্ত হয়ে থাকে। ঋণদাতাদের নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞদের উচ্চ বেতন ও অন্যান্য খাতে প্রাপ্ত ঋণের বড় একটা অংশ ব্যয় হয়ে যায়। অথচ ঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে উন্নয়নের চাকা থেমে যায় । এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

কৃষিতে সরকারী বেসরকারী গুরুত্বের অভাব ঃ বরাবরই কৃষি ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা ও সরকারী গুরুত্বের অভাব রয়েছে। অপরিকল্পিত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। সাথে সাথে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক চাষ পদ্ধতির ব্যবহার তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী খাদ্য শষ্যের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকার কৃষি ক্ষেত্র নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। তবে বেসরকারী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান বা এনজিও কৃষি উন্নয়নমূলক বিশেষ কোন কার্যক্রম বা কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে না বললেই চলে। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কর্মসূচীতে যতটা গুরুত্ব দেয় কৃষি ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না।

শ্রম ব্যবস্থাপনা সুসম্পর্কের অভাব ঃ বাংলাদেশের শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রীতিকর নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তিক শ্রমিক সংগঠন রয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে । বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে ব্যাপক শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হয়। এ কারণে অর্থনীতির চাকা কিছুটা হলেও থমকে দাঁড়ায়। বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যায়। শ্রম-ব্যবস্থাপনার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অভাবেই এমনটা হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঃ বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী না থাকায় প্রতিবছর দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন আছে।

পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর অপ্রতুলতা ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নানাবিধ শারীরিক মানসিক বা অন্যকোন ভাবে সমস্যা গ্রস্থ। এদের পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীও পর্যাপ্ত নয়। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, এতিম, বিধবা, প্রভৃতি শ্রেণীর নির্ভরশীলদের জন্য পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে সামাজিক জরিপের মাধ্যমে পুনর্বাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে।

এতসব প্রতিকূলতার পরও বাংলাদেশ দরিদ্রতম দেশ হতে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। মাথা পিছু জাতীয় আয়ও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। দেশীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্সের পরিমাণও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বর্তমান সরকার ব্যাপকভাবে দূর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। প্রতিবছর অভ্যন্তরীণ আয় ও বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের উপর ভিত্তি করে বিশাল অংকের উচ্চাভিলাষী বাজেট প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলানো হয়। বিশাল বাজেটের বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ থেকে বলা যায় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও ব্যবহার, দূর্নীতি সমূলে উৎপাটন, রপ্তানী বৃদ্ধি, রাষ্ট্র যন্ত্রের জনকল্যাণমূলক ব্যবহার, বিদেশে দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানী বৃদ্ধি, কর্মমূখী শিক্ষার সম্প্রসারণ, সমাজিক নিরাপত্তা ও সমাজ উন্নয়নমূলক বাস্তবমূখী কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও তার সামাধান

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদেশের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি মূলত অর্থনৈতিক । কারণ অধিকাংশ জনগণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্যই বিভিন্ন সমস্যার শিকারে পরিণত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা বাংলাদেশে অধিকাংশ সমস্যার জন্য দায়ী। এছাড়া অশিক্ষা, কুসংস্কার, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, সম্পদের অসমবন্টন ইত্যাদিও এর জন্য কমদায়ী নয়। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. দারিদ্র্য

২. জনসংখ্যাস্ফীতি

৩. নিরক্ষরতা

৪. বেকারত্ব

৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ

৬. মাদকাসক্তি

৭. বার্ধক্য

৮. পিতৃ-মাতৃহীন শিশু

৯. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী

১০. নারী নির্যাতন

সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায়

সামাজিক সমস্যা মূলত সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত এক জটিল অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি। কোন নির্দিষ্ট বা একক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন 'বহুমুখী কর্মসূচী'। কর্মসূচী প্রণয়নের প্রাথমিক উপায় হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, সমস্যা সম্পর্কে জনগণের চিন্ত-ভাবনা, সম্পদ (বস্তুগত ও মানব সম্পদ), সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা। সামাজিক জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে এ সব তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যা সমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো আশু গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন ।

ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকলে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কম থাকে। সমাজের বিত্তবানরা মানবসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দেশের সকল মুসলমান সম্পদশালী ব্যক্তি যাকাত আদায় করলে দারিদ্র্যের সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে ।

ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগ ঃ বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগ করলে অন্তত আর্থিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। সুষমবণ্টন, যাকাত, ফেৎরা, দান, কর্যে হাসানা, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থসামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধান করা সম্ভব। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। আর সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা গেলে সামাজিক অনাচারও দূর করা সম্ভব হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। এজন্যই বলা হয় 'দারিদ্র্য শুধু সমস্যাই নয় বরং অন্যান্য সমস্যার কারণও বটে'। সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতির আওতায় আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য

Dhaka University Institutional Repository

দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাশাপাশি দেশী-বিদেশী সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে যৌথভাবে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ন্ত

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ সমাজে এমন কোন সমস্যা নেই যার মূলে জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব না আছে। কাজেই সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জনশিক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা ঃ নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জনগণকে অধিকাংশ বিষয়ে অসচেতন করে রাখে। ফলে তারা সামাজিক সমস্যা, এর প্রভাব ও সমাধান সম্পর্কে তেমন সচেতন থাকে না। কাজেই বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ যেমন- শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী, সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, দলীয় আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

মানব সম্পদের উন্নয়ন ঃ নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে সমাজের শ্রমশক্তি সাধারণত অদক্ষ থাকে। এজন্য উৎপাদনসহ সকল ক্ষেত্রে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কাজেই জনগণের ইচ্ছা ও আগ্রহ মোতাবেক বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা অত্যাবশ্যক। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও নতুন নতুন কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে অমূল্য সম্পদ মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব ।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ঃ বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষণদানের পর তাদের জন্য কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন ধরণের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী যেমন- মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন, শাক-সব্জি চাষ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । পাশাপাশি দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা অর্জনেব মাধ্যমে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের দেশ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

কৃষি আধুনিকীকরণ ঃ কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ যেমন- যান্ত্রিক চাষাবাদ, পানি সেচ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রভৃতির ব্যবহার এবং জনগণকে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দান করে কৃষির আধুনিকীকরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, উৎপাদন ও তার ব্যাপক ব্যবহার বাড়াতে হবে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ ঃ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন ধরণের কর্মসূচীই বাস্ত বায়ন করা সম্ভব নয়। কাজেই বিভিন্ন ধরণের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর (motivational programs) মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ এবং জনগণের মাঝে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম ঃ উন্নয়নশীল সমাজের অধিকাংশ মানুষ চরম স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে অকাল বার্ধক্য ও অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বহু ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই আধুনিক চিকিৎসার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিশিক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

অকালমৃত্যু রোধের চেষ্টা করা ঃ প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ সড়ক দুর্ঘটনা, লঞ্চ ও নৌকা ডুবি, বিমান দুর্ঘটনা, অগ্নুৎপাত, শিল্প দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া আইন শৃঙ্খলার অবনতি জনিত সন্ত্রাস, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদির কারণেও বেশ কিছু সংখ্যক নারী পুরুষ অকাল মৃত্যুর শিকার হয়। এর ফলে বিপুল সংখ্যক নারী বিধবা হয়, অনেক শিশু এতিমে পরিণত হয়। এর ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই এধরনের অকাল মৃত্যুরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ সব সমাজেই চাহিদার তুলনায় সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় না বলে সমাজে বহু ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই অপচয় রোধ এবং সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সম্পদের পাচার রোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

সম্পদের সুষম বণ্টন ঃ সম্পদের যথাযথ তথা সুষম বণ্টন ব্যতীত কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে সমাজে প্রচলিত সম্পদের অধিকাংশই ভোগ করে বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণী । ফলে দরিদ্র শ্রেণী বঞ্চিত হওয়ায় সমাজে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই আইনগত ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ঃ অদৃষ্টপূর্ব বিভিন্ন বিপর্যমূলক পরিস্থিতি যেমন- মৃত্যু, বার্ধক্য, হতদরিদ্র, বৈধব্য, এতিম, বেকারত্ব, নির্ভরশীলতা, দুর্ঘটনা ও শিল্পদুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সীমিত সামর্থের মধ্যেও সীমিত আকারে হলেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ যে কোন কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কাজেই সমাজের সকল শ্রেণী যেমন- রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতিসহ সকল শ্রেণীপেশার প্রতিনিধিদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা অপরিহার্য।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচীসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে বিদ্যমান অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা সম্পূর্ণরুপে মোকাবিলা করা না গেলেও এদের প্রকোপ বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে অন্যান্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সামাজিক সমস্যা জিইয়ে রেখে কোন দেশ উন্নতি করতে পারে না। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত যত্ন সহকারে গুরুত্ব দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমাজসেবা অধিদপ্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানসিক, সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলায় ও তেজগাঁও সার্কেলসহ দেশের সকল উপজেলায় বিস্তৃত। নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রধান মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৩ জন পরিচালকসহ সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচীতে রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ১,০১৭টি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার ২৩১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার ৫,৮৬৫টি তৃতীয় শ্রেণীর মাঠকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীর এবং ৩,৭৭৮টি চতুর্থ শ্রেণীর পদসহ মোট ১০,৮৮২টি পদ রয়েছে এবং এসব পদে নিয়োগকৃত জনবল অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচী পরিচালনায় কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন পদের বিভাজন দেওয়া হলো ঃ

এক নজরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি

বিবরণ	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
সাংগঠনিক পুনর্গঠন কমিটি (এনাম কমিটি) সৃষ্ট স্থায়ী পদ	৭০৮	৭৬	৩০৪৫	১০৯৫	৪৯২৪
পরবর্তীতে সৃষ্ট স্থায়ী পদ	১০৯	৮৪	২১৬১	৮৪৬	৩২০০
প্রকল্প হতে স্থানান্তরিত/ অস্থায়ী সৃজনকৃত পদ	২০০	৭১	৬৫০	১৮৩৭	২৭৫৮
মোট জনবল	১০১৭	২৩১	৫৮৫৬	৩৭৭৮	১০৮৮২
কর্মরত	৮৮২	১৫০	৫০৯৫	৩৪৯০	৯৬১৭
শূন্য পদ	১৩৫	৮১	৭৬১	২৮৮	১২৬৫

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃঃ-২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নতুন কাঠামোতে সদর কার্যালয়ে অতিরিক্ত পদ হিসেবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর ১টি, পরিচালক এর ৩টি, উপ-পরিচালক এর ৫টি, সহকারী পরিচালক ও সমমান ৮টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাজেট

* ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মূল রাজস্ব বাজেট ছিল ১৫৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১০% বেশি।

* উন্নয়ন খাতে এডিপিতে সংশোধিত বরাদ্দ ৫১.১৩ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে ১৫ টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

* রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ৮.৪৫ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে ৫টি উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

* সমাজসেবা অধিদপ্তরের গত পাঁচ বছরের রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক লেখ চিত্র (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

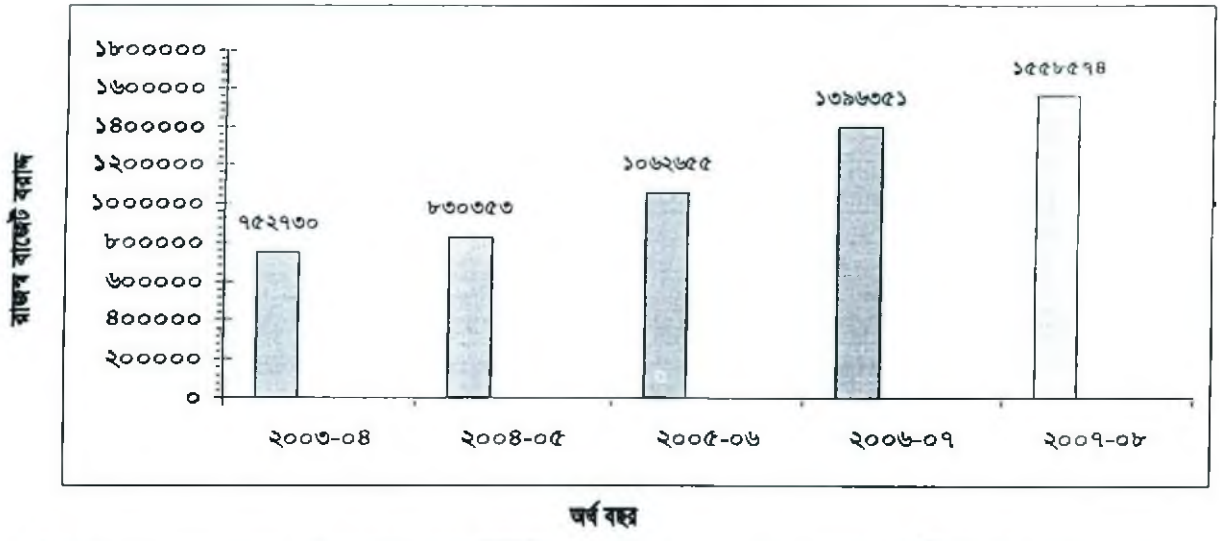

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃঃ-২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবা অধিদপ্তরের জন্য নিজস্ব বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সীমিত আকারে হলেও কার্যকর অবদান রাখছে। এই বাজেট বৃদ্ধি পেলে সমাজসেবা অধিদপ্তর এক্ষেত্রে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরে পরিচালিত কার্যক্রমের আওতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু কর্মসূচী রয়েছে। যেমন:-

- **দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম**

  ক. পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম (আর এস এস)

  খ. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

  গ. জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র সীমার উপরে নিতে পারলে এই দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হবে বলা যায়। নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সম্পদের অসম বন্টনের ফলে এই বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রর হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সমাজসেবা তথা সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের আওতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

ক. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর,এস.এস)

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সনে সর্বপ্রথম দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) চালু করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমের (আরএসএস) মাধ্যমে পল্লী এলাকার দু:স্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক, দু:স্থ মহিলা ও শিশু-কিশোর, এতিম, ভবঘুরে, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান পূর্বক তাদের দারিদ্র বিমোচন ও পারিবারিক উন্নয়ন সাধনসহ সাংগঠনিক তৎপরতার সাহায্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে।

পল্লী সমাজকর্ম প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি অন্যতম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনমূলক ও বৃহত্তম কর্মসূচী। আরএসএস কার্যক্রমের ফলে গ্রাম পর্যায়ে কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে, গরীবদের ক্রয় ক্ষমতা ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বোপরি মহাজনী চড়া সূদের দৌরাত্ম থেকে গরীব জনগণ রক্ষা পাচ্ছে। আরএসএস এর আওতাভূক্ত প্রতিটি সদস্য ৩/৪ দফায় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তা ব্যবসা বাণিজ্যে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পে খাটিয়ে আয় থেকে কিস্তি পরিশোধ করে ক্রমান্বয়ে তারা নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি করছে। মোট কথা আরএসএস অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুফল বয়ে আনছে। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়নেও এ কর্মসূচী অবদান রেখে চলেছে।

❐ কার্যক্রম

০১. আর্থ-সামাজিক জরীপের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে চিহ্নিত করে সমাজসেবা কর্মদল গঠন এবং সমাজসেবা গ্রাম কমিটি গঠন করা। দল গঠনকালে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান।

০২. সমাজসেবা কর্মদল ও গ্রাম কমিটির নিয়মিত সেবা এবং আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

০৩. লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের নিয়মিত সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা করা।

০৪. আয় বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে অনধিক ৫,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

০৫. বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কার্যক্রম যথা: দর্জি বিজ্ঞান, সূচী শিল্প, পাটের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, এমব্রয়ডারী, কাঠের কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, হাঁস-মুরগী পালন, টাইপের কাজ, সব্জী চাষ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান।

❒ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ক. গ্রাম জরিপ : প্রকল্পভূক্ত গ্রামে পরিবার ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত- ক, খ ও গ পরিবার সমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্প গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে ক, খ ও গ এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সমস্ত পরিবারের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ২৩০০.০০ টাকা পর্যন্ত তারা "ক" শ্রেণী (দরিদ্রতম), ২৩০১.০০ হতে ৩৪০০.০০ টাকা পর্যন্ত "খ" শ্রেণী (দরিদ্র) এবং ৩৪০১.০০ টাকার উর্দ্ধের পরিবারকে "গ" শ্রেণী (স্বচ্ছল) পরিবার চিহ্নিত করা হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক ও খ শ্রেণীভূক্ত পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত "ক" চিহ্নিত প্রতিটি পরিবারের একজন প্রতিনিধি নিয়ে ১৫-২০ সদস্য সমন্বয়ে একটি এবং প্রতিটি প্রকল্প গ্রামে অনধিক ১০ টি কর্মদল গঠন করা হয়। দল গঠনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রতিবন্ধীদের এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়।

❒ ঘূর্ণায়মান তহবিলের প্রতিবেদন (মার্চ'২০০১ পর্যন্ত)

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১ম হতে ৫ম পর্ব পর্যন্ত উন্নয়ন খাত এবং বাংলাদেশ সরকারের রাজস্বখাত ও দাতাসংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত মোট ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ মোট ১২৮১৫.৫১ টাকা। এ অর্থ বিত্তহীন ও দরিদ্র লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার খাত ওয়ারী বিবরণ নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল (ক্ষুদ্র ঋণ) জিওবি

(মার্চ-২০০১ পর্যন্ত)

ক. উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত

পর্ব	টাকা (লক্ষ)
পর্ব- ১	৪৩.০০
পর্ব - ২	২৬৭.৪০
পর্ব - ৩	৬৪০.৮০
পর্ব - ৪	১১৭৯.২০
পর্ব - ৫	৪৪২০.৫০
উপ মোট=	৬৫৫০.৯০

খ. রাজস্ব খাত হতে প্রাপ্ত

১। বিশেষ বরাদ্দ	৩৫০০.০০
২। রাজস্ব	২৬১.৬৫
৩। সেপী	১৬৭.৪৯
৪। পাওসী	২০.০০
৫। যুবসেবা	৯৮.০৭
উপমোট =	৪০৪৭.২১

২. দাতা সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত

ক. ইউনিসেফ	৫৪৭.১৫
খ. ইডিএম	৫৪৯.২৫
উপমোট =	১০৯৬.৪০

Dhaka University Institutional Repository

৩. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব গ্রামীণ মূলধন ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিতরণ করেছে

ক. সার্ভিস চার্জ	৭৬৬.০০
খ. দলীয় সঞ্চয়	৩৫৫.০০
উপমোট =	১১২১.০০

সর্বমোট ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (১+২+৩) = ১২৮১৫৩৫১ লক্ষ টাকা

(একশত আঠাশ কোটি পনের লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর,"জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড", ঢাকা, ২০০১, পৃ:৩৮ ।

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহারের অগ্রগতি, মার্চ-২০০১

ক্রমিক নং	হস্তান্তরে নাম	প্রাপ্ত তহবিল	বিনিয়োগকৃত তহবিল (লক্ষ টাকায়)	অবিনিয়োগ কৃত অর্থ	বিনিয়োগের শতকরা হার	ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা (টি)	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা
১.	১ম পর্ব	৪৩.০০	৪৩.০০	--	১০০%	২৩,৪৬৩	৩০,০০০ জন
২.	২য় পর্ব	২৬৭.৪০	২৬৭.৪০	--	১০০%	১,৮৭,১৮০	২,৪১,০০০জন
৩.	৩য় পর্ব	৬৪০.৮০	৬৪০.৮০	--	১০০%	৩,৪৫,১৭২	৩,৫০,০০০জন
৪.	৪র্থ পর্ব	১১৭৯.২০	১১৭৯.২০	--	১০০%	১,৬৩,০০০	২,২৭,০০০জন
৫.	৫ম পর্ব	৪৪২০.৪৯৭৫	৪৪২০.৪৯৭৫	--	৯৯.৯০%	৩৬৪০৫৪	৪,০১,৮৯৫জন
৬.	বিশেষ বরাদ্দ (বাজস্ব)	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	--	১০০%		
৭.	রাজস্ব	৩৬১.৪৯	৩৬১.৪৯	--	১০০%		
৮.	সেপী	১৬৭.৪৯	১৬৭.৪৯	--	১০০%		
৯.	পাওসী	২০.০০	২০.০০	--	১০০%		
১০.	যুবসেবা	৯৮.০৭	৯৮.০৭	--	১০০%		
১১.	ইউনিসেফ	৫৪৭.১৫	৫৪৭.১৫	--	১০০%		
১২.	ই,ডি,এম	৫৪৯.২৫	৫৪৯.২৫	--	১০০%	১২,৪৯,৮৩৫	১২,৪৯৮৩৫জন
১৩.	সার্ভিস চার্জ	৭৬৬.০০	৭৬৬.০০	---	১০০%		
১৪.	দলীয় সঞ্চয়	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	---	১০০%		
	মোট =	১২৮১৫.৫০৭৫	১২৮১১.৫০৭৫	--	৯৯.৯৫%	২৩৩২৭০৪	২৪,৯৯,৭৩০জন

সম্প্রসারিত পল্লী সমাজ কর্ম পর্ব-৫ প্রকল্পের ১৯৯৬-৯৭অর্থ বৎসরে মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৪.০০ লক্ষ টাকা প্রত্যার্পন হয়েছে।

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর,"জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড", ঢাকা, ২০০১, পৃ:৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম উৎসাহ ব্যঞ্জক অর্থনৈতিক, জনমিতি (Demographic) এবং সামাজিক সফলতা এনেছে। এ কার্যক্রমের অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী, যথা- গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ, ভূমিহীন, বেকার, অসহায় মহিলারা উপকৃত হয়েছে। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম প্রকল্পভূক্ত গ্রামের দরিদ্র জনসাধারনকে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করেছে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে। এ কার্যক্রমের ঋণ গ্রহীতার ঋণের ৯৫ শতাংশ নিয়মিত পরিশোধ করেছে। ৩ শতাংশ ঋণ গ্হীতা অনিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করেছে। শতকরা মাত্র ২ শতাংশ ঋণ খেলাপী। এ কার্যক্রমে লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে আয় বর্ধক প্রকল্পে অনধিক ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের উপর ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। যা গ্রাম তহবিলে জমা হয় এবং পরবর্তীতে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। সার্ভিস চার্জের টাকা সরকার বা সমাজসেবা অধিদপ্তর গ্রহণ করে না। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে আয়বর্ধক কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

খ. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটি অন্যতম এবং আদি কর্মসূচী। শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং বাস্তবমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে সর্ব প্রথম ঢাকার কায়েতটুলী এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই কার্যক্রম চালু করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রথম ও প্রধান কার্যক্রম ছিল শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। সমাজসেবা অধিদপ্তর এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমানে শহরের দরিদ্র শ্রেণীর বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

বস্তিবাসী, ছিন্নমূল, গৃহহীনদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ৪৩টি ইউনিটের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে "শহর সমাজসেবা কর্মসূচীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-১ম পর্যায়" এর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৭টি কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং তা ২০০০ সালে বাস্তবায়িত হয়। ফলে ৩৪ টি জেলা শহরে এ কার্যক্রম মোট ৫০টি ইউনিটে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে দেশের ৩০টি নুতন জেলা শহরে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে ২০০০-২০০৭ মেয়াদে আরো ৩০টি ইউনিট নিয়ে "শহর সমাজসেবা কর্মসূচীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-২য় পর্যায়" উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা শহরে ৮০ (আশি) টি ইউনিট এর মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের গৃহিত কার্যক্রম যেমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি কর্মসূচী শহর সমাজসেবা কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের অগ্রগতির তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ।

Dhaka University Institutional Repository

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের অগ্রগতির তুলনামূলক বিবরণ

কার্যক্রমের বিবরণ	২০০৬-০৭ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	২০০৭-০৮ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতি (হ্রাস/বৃদ্ধি)
১. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	৭,৬৬২টি পরিবার	৩৪,৬০৭ টি পরিবার	২৬,৯৪৫টি পরিবার (বৃদ্ধি)
২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা	২১,৮৪২ জন	৯০৭৪ জন	১২,৭৬৮ জন (হ্রাস)
৩. উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা			
* প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৩৩৩৪৬ জন	৪৩০৫৮ জন	৯৭১২ জন (বৃদ্ধি)
* শিক্ষা/ স্বাক্ষরতা	৩২৪০৪ জন	৫২৩৪১ জন	১৯৯৩৭ জন (বৃদ্ধি)
* বৃক্ষ রোপণ	৩৩৩১৩ টি	৪৮১৮২টি	১৪৮৬৯ জন (বৃদ্ধি)
* অন্যান্য (পরিবার পরিকল্পনা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন ইত্যাদি)	৬৬০৩০ জন	৩৫২৮০ জন	১৬৮৬৫ জন (হ্রাস)
৪.ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ পর্যায়			
* ক্রমঃ পুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ	৩,৭৭,০০,০০০	২,৮২,১৬,৩২২	৯৪,৮৩,৬৭৮ (হ্রাস)
* আদায় হার (%)	৯০%	৮৮%	২% (হ্রাস)

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃ:-৩১ ।

দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে সমাজসেবা অধিপ্তর উল্লেযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উপরোল্লিখিত জনবল পরিস্থিতিই এর প্রমাণ। সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও জনবলের বিবরণ

প্রতিটি রাজস্বভুক্ত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে ১ জন সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং ৭জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

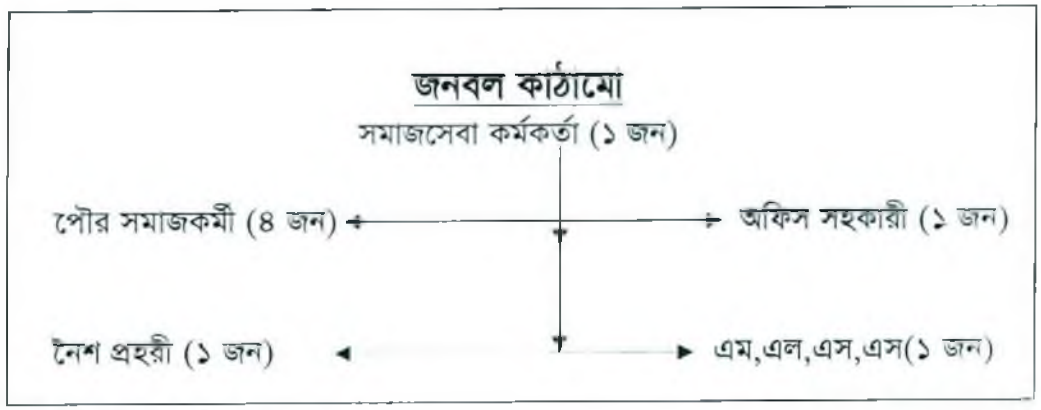

- **ঘূর্ণায়মান তহবিল**

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় ৫০ টি প্রকল্পে মোট ৩২৪.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থ লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৫০টি ইউনিটে ৩০শে এপ্রিল ২০০১ পর্যন্ত লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর "ক" শ্রেণীভুক্ত ৪১,৪৪১টি পরিবারের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ২,০৭,২০৫ জন উপকৃত হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ সর্মসূচী**

শহরাঞ্চলে বসবাসরত শিক্ষিত/ নিরক্ষর বেকার যুবতী/ যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। মূলতঃ সেলাই, টাইপ, উলবুনন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে শহর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় এপ্রিল/২০০১ মাস পর্যন্ত মোট ১,৮০,৫৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থায় মোট ২৮,২০০ জন নিয়োজিত আছেন এবং স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মোট ১,৫২,৩৬৩ জন উপকৃত হয়েছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাক্তন শহরগুলোর আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন নতুন অঞ্চল শহর হিসাবে বিকশিত হচ্ছে। পল্লী অঞ্চল থেকে ব্যাপকভাবে দরিদ্র ও ভাসমান মানুষ শহরে এসে উঠছে। শহরের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব শহরের পরিবেশকে সুস্থ রাখা সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্ব। সীমিত পরিসরে হলেও অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। দেশের সকল শহরে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

গ. পল্লী মাতৃকেন্দ্র

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। এদের অধিকাংশ গ্রামবাসী। শিক্ষা-দীক্ষায় এরা পশ্চাৎপদ। দারিদ্র্যতা, সামাজিক অবহেলা ও অর্থনৈতিক বঞ্চনায় এদের জীবন দুর্বিসহ । এ অবস্থা থেকে যদি এই জনগোষ্ঠীকে তুলে এনে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা না যায়, তাহলে এদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মোটেই সম্ভব নয়। ১৯৭৪-৭৫ সনে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিল এবং তৎকালীন সরকার প্রধানের দিকনির্দেশনায় মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৫ জুলাই মাসে পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পটি চালু করে। পল্লী মাতৃকেন্দ্র সুনির্দিষ্ট যে সব লক্ষ্য সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. গ্রামীণ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু যত্ন, স্বাক্ষরতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দান করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. ছোট পরিবার গঠনের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা,

৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং

৪. আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ মূলধন দিয়ে সহায়তা করা।

প্রকল্পের পর্বওয়ারী অগ্রগতি

১ম পর্ব (১৯৭৫-১৯৮০) দাতা সংস্থা ঃ বিশ্ব ব্যাংক

উপজেলার সংখ্যা	১৯ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	৭৬০ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা	৩৫০০০ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৩০০০০ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৩৫০০০ জন

২য় পর্ব (১৯৮০-১৯৮৫) দাতা সংস্থা ঃ সিডার (কানাডা)

উপজেলার সংখ্যা	৪০ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	১৬০০ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা	১,২৮,২০০ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১,২৮,২০০ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১,২৫,১১৯ জন

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পর্ব (১৯৮৫-১৯৯১) দাতা সংস্থা ঃ সিডার (কানাডা)

উপজেলার সংখ্যা	৮০ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	৫০৮৮ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা	৪,৭৬,৫৬০ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৩,৮৭,১৬০ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৪,৭৬,৫৬০ জন
বরাদ্দকৃত ঋণ মূলধন	১৫৩.৬০ লক্ষ টাকা
ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১,৮৫,৮৫০ জন
ঋণ হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ	৩২.২৫ লক্ষ টাকা
সদস্যাদের সঞ্চয়	৪০.০০ লক্ষ টাকা

৪র্থ পর্ব (১৯৯১-১৯৯৬) দাতা সংস্থা ঃ বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার

উপজেলার সংখ্যা	১০৫ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	৫৬১০ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা সংখ্যা	২,৫৯,৩০৫ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯০,৪০৭ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,৪৬,২৮৬ জন
স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১,৮৬,৬৯৯ জন
ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,২৫,৩৩৬ লক্ষ টাকা
বরাদ্দকৃত ঋণ মূলধন	১০৬৮.০০ লক্ষ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ	৬৬.০০ লক্ষ টাকা
সদস্যাদের সঞ্চয়	১৭৬.০০ লক্ষ টাকা

৫ম পর্ব (১৯৯৬-১৯৯৯) ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত দাতা সংস্থা ঃ বাংলাদেশ সরকার ।

উপজেলার সংখ্যা	১২৮ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	৫৬০৮ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা সংখ্যা	২,২৪,৩২০ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সংখ্যা	১,৯০,৬৭২ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,২৩,৩৩০ জন
স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	২,২৪,৩২০ জন
ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	২,০৬,৯১৭ জন
বরাদ্দকৃত ঋণ মূলধন	১১৮৩.৪৩ লক্ষ টাকা
ঋণ হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ	১৭৭.৭২ লক্ষ টাকা
সদস্যাদের সঞ্চয়	২২৪.২৯ লক্ষ টাকা

৬ষ্ঠ পর্ব (১৯৯৬-১৯৯৯) (মার্চ ১৯৯৯ পর্যন্ত)

থানার সংখ্যা	২২২ টি
মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	১১,৫১৬ টি
মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা সংখ্যা	১১,২৩,৩৮৩ জন
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭,৪৬,৯৮৭জন

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৭৭,৬৮০ জন
স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৩,৬৯,৯২৪ জন
বরাদ্দকৃত ঋণ মূলধন	২০৯১.৭৫ লক্ষ টাকা
ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৫,২৫৯২১ জন
ঋণ আদায়ের হার	৯৫%
ঋণ হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ	১,৫৭.৬০ লক্ষ টাকা
সদস্যাদের সঞ্চয়	৫২৭.০০ লক্ষ টাকা

উৎসঃ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্মরণিকা ,ঢাকা, :১ জুলাই ১৯৯৯ পৃ:২৮-২৯।

ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঘটনা সাম্প্রতিক কালে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্যা এখন জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত এবং সমস্যাটি নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কার্যক্রমটি গ্রহণ করেছে।

- **ঋণ সঞ্চয় ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও আদায়**
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের অন্য সদস্য ন্যূনতম ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা) ঋণ পেতে পারে। তবে স্কীমের প্রকৃতি অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ বিবেচনায় এই অর্থের পরিমাণ ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এই কার্যক্রমের ঋণ গ্রহীতা প্রথম বার ঋণের সাকুল্য অর্থ পরিশোধের পর পুনরায় প্রয়োজনে একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ গ্রহীতার নামে ব্যাংকে একটি "সঞ্চয়ী হিসাব" খুলে প্রতি মাসে ন্যূনতম ২৫.০০ টাকা হারে সঞ্চয় জমার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সঞ্চয়ের টাকা সঞ্চয়কারীকে নিজস্ব উদ্যোগে একাউন্টে জমা করতে হবে। ঋণ আদায়কারী সঞ্চয় জমার হিসাবটি মনিটর করবেন।

এই ঋণের টাকার উপর ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ধার্য্য করে মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে সমান কিস্তিতে (কিস্তি ও সার্ভিস চার্জ) আদায়ের শর্তে ঋণের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। স্কীমের প্রকৃতি অনুসারে এক হতে সর্বোচ্চ তিন বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। টাকা গ্রহণের ৬ (ছয়) মাস পর হতে কিস্তি আদায় শুরু হবে এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) মাসে নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। সমাজসেবা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী অফিসের ছাপানো পাকা রসিদ প্রদান করে কিস্তির এবং সার্ভিস চার্জের টাকা এক সাথে আদায় করবেন। আদায়কারীকে টাকা আদায় ও জমার হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

উপরোল্লিখিত ঋণ সহায়তা কার্যক্রম ছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি কর্মসূচীর মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও অসহায় নারী পুরুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরাসরি নগদ অর্থ বিতরণ করে থাকে। যেমন- ১. বয়স্কভাতা প্রদান কার্যক্রম ।

২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম ।

৩. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রম ।

৪. প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ।

৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা তথা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এমনই একটি উপজেলার সমাজসেবা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত এক মাসের আর্থিক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ফরিদপুর সদর উপজেলার ঋণ কার্যক্রম মে-২০০৮

উপজেলার নাম	তহবিলের উৎস	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ পুনঃ বিনিঃ সহ	মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ পুনঃ বিনিঃ সহ	মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ পুনঃ বিনিঃ সহ	আদায়ের হার	ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিস চার্জ	ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা (জন)
ফরিদপুর সদর	ঘূর্ণায়মান তহবিল	৪১টি	৩৪৬৫টি	৪৩৮৬৮৯৩/-	১২২৫০৩৯৩/-	১২৮৩৫২২০/-	১১৭৪৬৫৮০/-	৯২%	১০৬৭৮৭০/-	২৫২১১০/-	১৬৪৫০
,,	বিশেষ বরাদ্দ	১৪টি	১৫৪০টি	১৫০০০০০/-	৪৪২২০০০/-	৪৮৪৯৩৫০/-	৪৬৪২৪৮৯/-	৯৬%	৪২২০৪৫/-	১৩৩৮৬০/-	১৩৪২০
,,	মাতৃকেন্দ্র ও ষষ্ঠপর্ব	৩০টি	৩০০০টি	১১৩৫৭০০/-	৩৫৭৫০০০/-	৩৪২৩৯৮০/-	২৮৭৯৫৩০/-	৮৪%	২৬১৭৭৫/-	২০০৭২০/-	১৫০০০
,,	আরএসএস ষষ্ঠ পর্ব	০৯টি	১০০০টি	১১৪২৫০০/-	১১৩০০০০/-	৯০৬৫০০০/-	৭৫৯৬৫০/-	৮৩%	৬৯০৬০/-	১৪২৪০/-	৭০০০
,,	প্রতিবন্ধী ঋণ	১১টি ইউ.পি.	২০০টি	১৩৭৯৫৮৭/-	১৬৩৫২৮৭/-	১০০৩৮৬৮/-	৭৯৭৪৭৯/-	৭৯%	৩৭৯৭৫/-	১৩৭২৫/-	৭৬৫
			৯২০৫টি	৯৫,৪৪,৯৮০/-	২৩০১২৬৮০/-	২৩০১৫৯১৮/-	২০৮২৫৭২৮/-	৮৭%	১৭৯৬৬২৫/-	৬১৪৬৫৫/-	৫২৬৩৫

উৎসঃ ফরিদপুর সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিস।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবা অধিদপ্তর সরাসরি চারটি কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, জনগোষ্ঠীর জীবনমান তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্পসুদে, অথবা বিনাসুদে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এই ঋণের ঘূর্ণায়মান মোট তহবিলের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। বিরাট অংকের এই তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিময়তা পাচ্ছে। এ থেকে বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এনজিও সমূহের চড়া সুধের ঋণদান ও কখনো কখনো অমানবিক আদায় পদ্ধতির বিপরীতে সমাজসেবা অধিদপ্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহ প্রশংসার দাবী রাখে। দেশের এনজিও কর্মকান্ড যথাযথ ভাবে মনিটরিংয়ের পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরো বেশী সম্প্রসারন করা একান্ত প্রয়োজন যাতে প্রতিটি দরিদ্র অসহায় পরিবার এর মাধ্যমে সত্যিকার ভাবে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১. ৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এর অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই গ্রামে বসবাসরত, যাদের বেশীর ভাগই দারিদ্র সীমার নীচে জীবন-যাপন করে, অপুষ্টি, অশিক্ষা, আশ্রয়হীনতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকার কারণে আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত।

ক্রমবর্ধমান ব্যাপক দারিদ্র ও বেকারত্ব অদমনীয় জনসংখ্যাস্ফীতি এবং তীব্র সম্পদ স্বল্পতার প্রেক্ষাপটে বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের উন্নয়ন ও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা বেশ পূর্ব থেকেই অনুভূত। জাতীয় উন্নয়ন বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী যেহেতু সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সেহেতু সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার সময় এসেছে।

বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সদাশয় সরকারও বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ পূর্বক দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। শিক্ষা, বাণিজ্য, ভৌত-অবকাঠামো, কৃষি এবং সমর্থনকারী সেক্টর সমূহের পরিকল্পিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন-মান উন্নয়ন সহজপ্রাপ্য হবার নয়। তাই প্রয়োজন উপরোল্লিখিত কৌশল অবলম্বন। উন্নয়ন চক্রের বাইরের জনসমষ্টিকে সংগঠিত করে এ প্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী হওয়ার যে প্রক্রিয়া সমাজসেবা অধিদফতর শুরু করেছিল তাতে যোগ দিয়েছে অনেক দেশী ও বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় গুনগত তারতম্যের কারণে কিছু সংগঠনের কর্মসূচী খুবই ফলপ্রসু হয়েছে। সংগঠনের আকার ও প্রকার ভেদের কারণেও কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্যের তারতম্য ঘটেছে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রয়াস নিঃসন্দেহে বঞ্চিত অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ নারী, পুরুষ, শিশু, কিশোর তথা তাদের পরিবারকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে অবদান রাখলে এবং তার ফলভোগে সহায়তা করলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

মূলতঃ তিন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের দেশে বিরাজমান । এর বৃহত্তম সংখ্যা দেশীয় তথা স্থানীয় সংস্থা যেগুলো সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধীকৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা ৫২,৯৭২ (বায়ান্ন হাজার নয়শত বাহাত্তর)। এরপর ১০০০ টি দেশীয় সংস্থা যারা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য বিদেশী সহায়তার উপর নির্ভরশীল। এরপর রয়েছে বেশ কিছু বিদেশী সংস্থা যারা নিজেদের দেশ থেকে আনীত অর্থ ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধি/ পরিচালক দ্বারা নিজেদের কর্মসূচী পরিচালনা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকে। এনজিও বা বেসরকারী সংস্থা বলতে অনেকেই শেষোক্ত দুই শ্রেণী সংস্থাকেই মনে করেন। এই সকল সংস্থাসমূহ এনজিও ব্যুরোতে তালিকাভুক্ত।

দেশে সামাজকল্যাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা ও নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে দেশের সকল জেলার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কাজ করছে। দেশী সংস্থার সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকায় এ সকল সংস্থা সমূহ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে বার্ষিক সাহায্য বা অনুদান পেয়ে থাকে। এই অনুদানের অংক নিতান্তই কম বিধায় এ সকল সংস্থা সমূহ বস্তুতপক্ষে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারে না। দেশী ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট সংস্থাগুলো মূলতঃ দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বিগত বছরগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

১. দারিদ্র বিমোচনকল্পে দারিদ্র পীড়িত পশ্চাপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

২. লক্ষ্যভূক্ত ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নিজস্ব সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে তাদের (দলীয়) ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সামজিক ও অর্থকরী দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র আয়করী বা উৎপাদনশীল কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং তার জন্য স্বল্পমেয়াদী সুদবিহীন বা স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা।

৪. লক্ষ্যভূক্ত জনসমষ্টির ব্যবস্থাপনা, দক্ষতাবৃদ্ধি এবং কর্মসূচী পরিচালনা ও সংগঠনে আত্মনির্ভরশীল ও ধারাবাহিকতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

৫. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ কাজে সহায়তা।

৬. অনাথ, দুঃস্থ শিশু নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা।

৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং রোগ নিরাময় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি[১৯]।

উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ও বর্তমান পরিচালিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছেঃ কৃষি উন্নয়নে সহায়তা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পল্লী এলাকা উন্নয়ন, শিশু ও নারী কল্যাণ, ব্যাংক বা অন্যকোন সূত্র থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ও ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন করা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, কর্মসূচীর উদ্দেশ্যাবলী ও কর্তব্যাদি প্রণয়নে উন্নয়নমূখী সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর মূলধারা অনুসৃত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে সাধারনত সংস্থার নিজস্ব উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে বা দাতা কর্তৃপক্ষের পছন্দের ভিত্তিতেই কর্মসূচী প্রণীত হয়ে থাকে। এলাকা ও লক্ষ্যভূক্ত বা উপকার ভোগকারী জনসমষ্টি নির্বাচন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নির্ধারণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণে কৃষিক্ষেত্র ছাড়া দারিদ্র জর্জরিত জনগণই মূলত সব কর্মসূচীর আওতায় আসে। কৃষি ক্ষেত্রে দরিদ্রতর কৃষকরা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিছু কিছু সংস্থার বিশেষ বিশেষ এলাকা বা জনসমষ্টিকে সহায়তা প্রদানের বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

নিঃসন্দেহে বেশ কিছু সংস্থা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দারুন সফলকাম হয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মসূচী অন্য এলাকায় ভিন্ন ব্যবস্থাধীনে সমভাবে সফল হবে কিনা সে প্রশ্ন থেকে যায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সমূহের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংস্থা সমূহের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয় হলে এলাকাভিত্তিক কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করা যাবে। অপরপক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। একমাত্র সমন্বিত প্রচষ্টার মাধ্যমেই উন্নয়ন স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমস্যাগুলি সংক্ষেপে হলোঃ নিবন্ধন এবং প্রকল্প/বাজেট অনুমোদন সংক্রান্ত, কর্মসূচী নির্ধারণ ও প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা, অর্থ যোগান ও তার ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচী ও সংস্থার সাধারণ ব্যবস্থাপনা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমূহের মধ্যে ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন । স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জন্য দারিদ্র নিরসন ও উন্নয়ন কর্মসূচী নির্দিষ্ট না থাকায় সংস্থাসমূহ যার যার মতে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ফলে অনেক কর্মসূচী সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীর সম্পূরক বা পরিপূরক না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে।

দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি কর্মসূচী ব্যয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য। সংস্থা সমূহকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে নিঃসন্দেহে জনগণকে সংগঠিত ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সহজতর হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যকারিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নিচে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়-

ক. নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা একান্ত প্রয়োজন।

খ. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দেশীয় সংস্থার কমিটি যেমন বাতিল করতে পারে তেমনি নিবন্ধন বাতিল করার বিষয়ও সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশভূক্ত করার বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে।

গ. দেশীয় সংস্থাগুলোকে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কাজে আরও কার্যকরী করার লক্ষ্যে তদারকীর ক্ষেত্রে জোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঘ. ঋণদানকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় নতুন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ঋণ/ক্ষুদ্রঋণ দানের অনুমতি না দেয়া।

ঙ. বর্তমান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের শতকরা ৫০ ভাগ লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী পরিচালনায় ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে পৃথক করে দিতে হবে।

বিগত সরকারগুলো দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপ করছেন। কিন্তু পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমবন্টন ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থনৈতিক নীতিমালায় কর্মসংস্থানের উৎস একটি প্রধান বিষয়। জাতীয় উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচন বা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি কেবলমাত্র জাতীয় আন্দোলন বা সরকারের কার্যক্রম হিসাবে যথেষ্ট নয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় দেশের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরকারের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবলের বিবরণ ও সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন একজন স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট, প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সচিব মন্ত্রণালয়সহ অধঃস্তন/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/ বিধি/ নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে মন্ত্রলালয়/সংযুক্ত দপ্তর/ অধঃস্তন সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব সচিবের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী নিষ্পন্নের জন্য রয়েছে ৫টি অধিশাখা যথা ঃ (১) প্রশাসন-১ (২) প্রশাসন-২ (৩) কার্যক্রম (৪) প্রতিষ্ঠান ও (৫) পরিকল্পনা। এ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান জনবল ৭৪ জন।

১.	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ঃ	১।	সচিব-	০১
		২।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)-	০১
		৩।	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)-	০১
		৪।	উপ-সচিব-	০৪
		৫।	উপ-প্রধান-	০১
		৬।	সিঃ সহঃ সচিব/সহকারী সচিব	০৮
		৭।	সিঃ সহঃ প্রধান/সহকারী প্রধান-	০২
		৮।	সচিবের একান্ত সচিব-	০১
		৯।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
			মোট-	২০

Dhaka University Institutional Repository

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ঃ	১।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০
	২।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-	০৮
		মোট-	১৮
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ঃ	১।	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-	০৮
	২।	অফিস সহকারী যুক্ত মুদ্রাক্ষরিক	০৩
	৩।	হিসাব রক্ষক	০১
	৪।	সহকারী হিসাব রক্ষক-	০১
	৫।	ক্যাশিয়ার	০১
	৬।	ড্রাইভার-	০১
		মোট-	১৫
৪র্থ শ্রেণী	১।	ক্যাশ সরকার	০১
	২।	ডেসপাচ রাইডার	০১
	৩।	গেস্টেটনার অপারেটর	০১
	৪।	এম.এল.এস.এস	১৮
		মোট-	২১

মোট জনবল ঃ ১ম শ্রেণী ২০ জন + ২য় শ্রেণী ১৮ জন + ৩য় শ্রেণী ১৫ জন + ৪র্থ শ্রেণী ২১ জন = ৭৪ জন। বর্তমানে ১ম শ্রেণীর ১টি, ২য় শ্রেণীর ১টি, ৩য় শ্রেণীর ৮টি পদ শূন্য আছে।

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃঃ-৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংগঠনিক কাঠামো

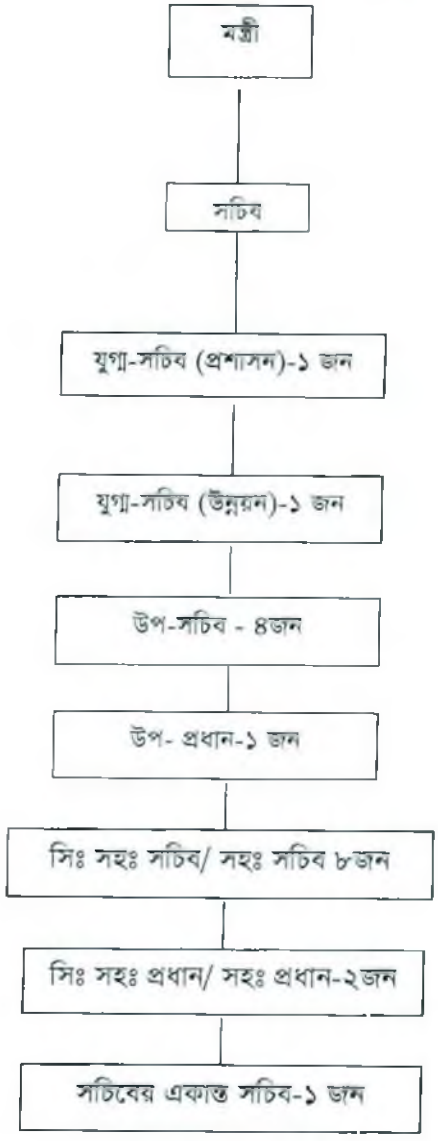

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮ এর পৃষ্ঠা ৪ হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

১. ৮ সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

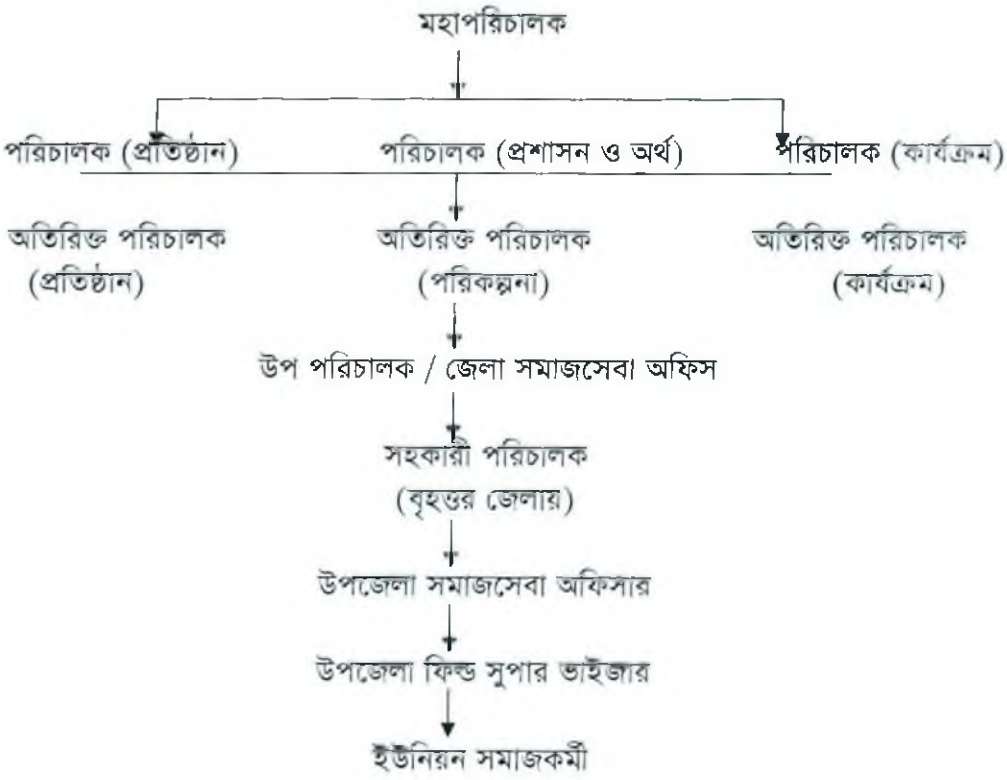

তথ্য উৎস ঃ

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ সমীক্ষন- ৩; সামাজিক উন্নয়নঃ নীতি, পরিকল্পনা ও সেবা কার্যক্রম, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ:৭০৯ ।

২. সৈয়দ আবু হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক, সরকারী শিশু পরিবার, জেলা সমাজসেবা অফিস, ফরিদপুর।

বি. দ্র. উপরোক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্রটি তৈরী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৯ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বর্তমান কর্মসূচী/ কার্যক্রম (২০০৭-০৮)

১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজসেবা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরে প্রায় ৪৭ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর নাম ও কর্মএলাকা/ইউনিট সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	সকল উপজেলা
২.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম	৮০
৩.	জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার প্রকল্প	৩১৮ উপজেলা
৪.	এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	সকল উপজেলা
৫.	আশ্রয়ন প্রকল্প/ আবাসন প্রকল্প	১৮১ উপজেলা

(খ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	সকল উপজেলা
২.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	সকল উপজেলা
৩.	মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বিতরণ কার্যক্রম	সকল জেলা
৪.	দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে	সকল উপজেলা

Dhaka University Institutional Repository

	আর্থিক সহায়তা প্রকল্প (বাস্তবায়িত)	
৫.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম	সকল উপজেলা

(গ) সামাজিক সংহতি উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	সরকারী শিশু সদন/ পরিবার কার্যক্রম	৮৫
২.	প্রাকবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫
৩.	ছোটমণি নিবাস কার্যক্রম	৬
৪.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কার্যক্রম	১
৫.	দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৩
৬.	মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২
৭.	দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র	১

(ঘ) সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র	৩
২.	প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস	সকল উপজেলা ও জেলা শহর
৩.	ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র)	৬
৪.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬
৫.	মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র	৬

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম	৮৭

(চ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪
২.	মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান	১
৩.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৫
৪.	শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৭
৫.	ব্রেইল প্রেস	১
৬.	প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র	১
৭.	মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট	১
৮.	কৃত্রিম অংগ-প্রত্যঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র	১
৯.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১
১০.	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১

(ছ) জনবল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	কর্মএলাকা/ ইউনিট সংখ্যা
১.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	১
২.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬

Dhaka University Institutional Repository

(জ) গবেষণা কার্যক্রম

(ঝ) মূল্যায়ন কার্যক্রম

(ঞ) আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন কার্যক্রম

(ট) প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও এডভোকেসি কার্যক্রম

(ঠ) কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা
১.	বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায়ন	৫২,৯৭২

(ড) উন্নয়ন সহযোগির সাথে যৌথ কার্যক্রম ঃ

১.	উন্নয়ন সহযোগির সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে যৌথ কার্যক্রম	৬টি

(ঢ) উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্রঃ নং	ধরণ	সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ
১.	চলতি প্রকল্প	১৫টি	৫১.১৩ কোটি টাকা
২.	নতুন প্রকল্প	৬টি	

(ণ) রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্রঃ নং	ধরণ	সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ
১.	চলতি প্রকল্প	৫টি	৮.৪৫ কোটি টাকা
২.	নতুন প্রকল্প	--	

(ত) ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প

প্রোটেকশন অব চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (পিকার)

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃঃ-১৯-২২।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় মিলিয়ে এদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ উচ্চতর গবেষণার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে ইতোপূর্বে উচ্চতর গবেষণা হয়নি। সেহেতু অত্র গবেষণায় সামগ্রিকভাবে এদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকগণ এর অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে গবেষণা করতে পারবে। সমাজসেবা কর্মটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়া বাঞ্চনীয়। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচী সমূহ ব্যবস্থাপনার নীতি, পদ্ধতি ও সূত্রের আলোকে প্রস্তাবিত গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক কার্যক্রম । সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে ব্যবস্থাপনা তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। সমাজ, দেশ তথা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ এবং উৎকর্ষ সাধনই হলো ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে ব্যবস্থাপনার ধরণ পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সময় অতিক্রমের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে দেশের উৎপাদন, সেবা এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথাযথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের অভাবে অনেক বড় বড় উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্র সমূহে অনুসৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। বিষয়টি অতিগুরুত্বপূর্ণ হলেও ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। তাই এ বিষয়টি গবেষণা করার জন্য বর্তমান গবেষক বেছে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা নির্দেশিকা

১. শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, পৃ: ২১০, উদ্বৃতি, মো: আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন, অনার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ৭৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ:৮৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ:৮৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ:৮৮-৮৯।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড, ঢাকা, জুলাই ২০০১, পৃ: ৮।

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড, ঢাকা, জুলাই ২০০১, পৃ: ৮।

৭. শহীদুজ্জামান রাজ, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নীরব সেবার নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠান, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন,'ছুটির দিনে,সংখ্যা-১৮২,ঢাকা, অক্টোবর ২০০২, পৃ:৪।

৮. ড. মো: নুরুল ইসলাম, সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব, পৃ: ৪৬।

৯. আল কুরআন, সূরা আল ইমরান- আয়াত-১৯।

১০. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২০১।

১১. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

১২. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত-২১৫।

১৩. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

১৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, আল কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ:২, উদ্বৃতি- সাহিদা সুলতানা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটঃ একটি সমীক্ষা, এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০২।

১৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭, ঢাকা, পৃ: ৭৩।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩

১৮. Government of the peoples Republic of Bangladesh, Ministry of plannging, Bangladesh Bureau of Stastistics, Statistical pocket Book of Bangladesh, 2006, Dhaka, p 269.

১৯. এম.এ. সামাদ, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ:২২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা সমীক্ষা

২.১ গবেষণা সমীক্ষার সংজ্ঞা ।

২.২ গবেষণা সমীক্ষার গুরুত্ব ।

২.৩ গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্য ।

২.৪ নির্বাচিত গবেষণা পত্র সমীক্ষা।

২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা সমীক্ষা।

২.৬ পত্র-পত্রিকা সমীক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

২.১ গবেষণা সমীক্ষার সংজ্ঞা

গবেষণা সমীক্ষা বলতে পূর্বকৃত তাত্ত্বিক নিবন্ধ ও গবেষণার সাথে বর্তমানে উপস্থাপিত জ্ঞানের সংক্ষিপ্তকরণ, শ্রেণী বিভাজন এবং তুলনামূলক সমালোচনাকে বুঝায়। গবেষণা সমীক্ষা কোন মূলপাঠ বা বিশেষ কোন বিষয়ের চলমান জ্ঞানের বিভিন্নদিকের সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয়ে থাকে। একটি গবেষণা সমীক্ষা হলো মৌলিক তথ্যাদি বর্ণনা ও উন্নয়ন সাধনের একটি প্রক্রিয়া ।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিত্তিক গবেষণা কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে গবেষণা সমীক্ষা। বিজ্ঞানের যে কোন শাখার নতুন তত্ত্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ও অবদান সর্বজন স্বীকৃত । সদা পরিবর্তন ও বিবর্তনশীল সামাজিক উপাদানকে উপজীব্য করে পরিচালিত সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা সমীক্ষাকে একটি দিক-দর্শন ও নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা সমাজ গবেষণার বিষয়বস্তু ও সমস্যা নির্বাচন, অনুকল্প গঠন, অনুমান নির্ধারণ, প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন, নমুনায়ন ও তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ফলাফল তুলনা, তত্ত্ব উন্নয়ন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই গবেষণা সমীক্ষা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগিক কৌশল সরবরাহে সম্যক সহায়তা করে থাকে।[১]

এ প্রসঙ্গে Walter A. Borg বলেন যে, সাহিত্য সমীক্ষা যে কোন ক্ষেত্রের অনুসন্ধান কাজের মৌলিক ভিত্তি রচনা করে থাকে। যদি কোন গবেষক তার গবেষণার শুরুতেই গবেষণা সমীক্ষার সাহায্যে এ ধরনের ভিত্তি রচনায় ব্যর্থ হন তবে তাঁর গবেষণা অগভীর এবং সাদামাটা হয়ে পড়বে; এমন কি তা অগ্রহণযোগ্য অথবা পূর্বেকৃত উন্নত গবেষণার পুনরাবৃত্তি পর্যন্তও হতে পারে। যদিও সাহিত্য সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশের বিভিন্ন সমাজ গবেষণায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির অনুপস্থিতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অথচ পর্যাপ্ত সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষা গবেষকের সময়, সম্পদ ও শ্রমের মিতব্যয়িতার মাধ্যমে উন্নত ফলাফল অর্জনে সাহায্য করে থাকে।[২]

• A comprehensive survey of publications in a specific field of study or related to a particular line of research, usually in the form of a list of references or an in-depth review of key works.[৪]

• A survey of progress in a particular aspect of a subject area over a period. It will usually have a critical review of other literature on the subject.[৫]

একটি ভালো গবেষণা সমীক্ষাকে চিত্রিত করা হয় ধারণার একটি যৌক্তিক প্রবাহ, প্রচলিত ও সংশ্লিষ্ট সুসংহত উদ্ধৃতি, যথাযথ সূত্র উল্লেখ প্রক্রিয়া, পরিভাষার সঠিক ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বতন গবেষণার একটি নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত সমীক্ষার মাধ্যমে।

২.২ গবেষণা সমীক্ষার গুরুত্ব

গবেষণা সমীক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি বিশেষ বিষয়ে গবেষণার ফলাফল আলোচনা পর্যালোচনার সর্বাধুনিক বর্ণনা পাঠককে অবহিত করার ক্ষেত্রে গবেষণা সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা সমীক্ষা গভীর অথচ বোধগম্যমূলক হতে পারে। একটি আদর্শ গবেষণা পত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে অন্যেরা কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে তাদের গবেষণা পরিকল্পনা করেছে সে পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। অন্যেরা কি করেছে তা দেখে গবেষক তার নিজস্ব দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে বুঝতে পারবে। অভিজ্ঞ গবেষকেরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা জানা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরনের জন্য গবেষণা সমীক্ষার বিকল্প নেই।

গবেষণা হলো প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন মাত্র। আবার, নতুন জ্ঞান আহরণ, সংগঠন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞান সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়ে থাকে। প্রচলিত জ্ঞান, এক কথায়, সংরক্ষিত থাকে লিটারেচার বা ডকুমেন্টের মধ্যে। অর্থাৎ মানুষ জ্ঞান আহরণ করে তা ধারণ করে বিভিন্ন লিটারেচার বা ডকুমেন্ট আকারে। গবেষক যখন কোন বিষয়ে গবেষণাকাজ পরিচালনায় আগ্রহী হন সংশ্লিষ্ট লিটারেচার তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে, প্রচলিত লিটারেচার বা সাহিত্যে উপস্থিত নির্দিষ্ট ঘটনা বা সমস্যা গবেষককে ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ হাতে নেয়ায় উদ্বুদ্ধ করে।

বলা হয় যে, মানবজাতির সর্বকালের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো লিটারেচার। সভ্য মানবজাতির যাবতীয় তত্ত্ব, মতবাদ, ইতিহাস, দর্শন, পদ্ধতি, কৌশল, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই ধারণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে লিটারেচারের আকারে। তাই অর্জিত জ্ঞানের আঁধার এর উৎস হলা লিটারেচার। সঙ্গত কারণে, বিজ্ঞানী যখন গবেষণা কাজ হাতে নেন উপস্থিত লিটারেচারই তখন তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি, সাহস ও আশ্রয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

গবেষণা সমীক্ষার গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটা সমালোচনামূলক হতে হবে। গবেষকের উচিৎ ফলাফলের অপর্যাপ্ততা ও পদ্ধতিগত ত্রুটি অপকটে স্পষ্ট করা । গবেষকের বিশ্লেষণগত অসম্পূর্ণতাও উল্লেখ করতে হবে। গবেষণা সমীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কিভাবে গবেষক তার গবেষণা কর্মে ঐ সব অপর্যাপ্ততা বা অসম্পূর্ণতা দূর করবে এবং অধিকতর ভালো ফলাফল উপস্থাপন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্য

গবেষণা সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পূর্বের গবেষকদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ ব্যাপকভাবে সমীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান গবেষক কর্তৃক তার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা লাভ করা । গবেষণা সমীক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে পূর্বকৃত প্রাসঙ্গিক অনুন্ধান কাজ এবং বর্তমান সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা সম্পর্কে গবেষককে সুগভীর ধারণা প্রদান ও অন্তর্দৃষ্টিদান এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় অনুসন্ধান তৎপরতা সম্পর্কে রূপরেখা প্রদান করা।

Gayla Rogers এবং Elaine Bouey উল্লেখ করেছেন যে, লিটারেচার পর্যালোচনা মূলত চারটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে করা হয়। যথা ঃ

১. গবেষণাধীন সমস্যার পটভূমি ও ইতিহাস সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্যে;

২. সমস্যাটি অনুসন্ধানের সম্ভাব্য পন্থা চিহ্নিত করার জন্যে;

৩. এ বিষয়ের ওপর পরিচালিত আগেকার অনুসন্ধান কাজের সবল ও দুর্বল ক্ষেত্রগুলো নির্ণয়ের জন্যে;

৪. বর্তমান গবেষণার ধারণাগত বা তাত্ত্বিক কাঠামো এবং যৌক্তিকতা গঠনের জন্যে।

এছাড়া ঃ

৫. সমধর্মী অনুসন্ধান কাজের দ্বৈততা বা পুনরাবৃত্তি রোধ করা।

৬. অর্থ, সময়, উপকরণ ও শ্রমের অপচয় রোধ করা।

৭. বিশ্লেষণাধীন গবেষণা নকশার মানোন্নয়ন করা।

৮. গবেষণার ব্যবহৃত ও বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রদান করা ইত্যাদি।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ নির্বাচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ সমীক্ষা

অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছে। পত্র-পত্রিকা, জার্নালে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছে। বেশ কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ, সমাজকর্ম ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে সমাজসেবা, সামাজিক দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নীতি, সূত্র, পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে সে সব ক্ষেত্রে ব্যাপক পড়ালেখা করতে হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ের কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ যথেষ্ট অনুসন্ধান সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি। এমনকি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকান্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি।

সে সব বই, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, স্যুভেনিয়র, লিফলেট, ব্যবস্থাপনা ও সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনার স্বার্থে উপস্থাপন করা হলো।

১. **'দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'** (এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬)। গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষক **নেসার আহমদ** "দু:স্থ মানবকল্যাণে বাংলাদেশের ইসলামী সেবা সংস্থা সমূহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি" শিরোনামের অধ্যায়ে তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণা হতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ (Study findings) উল্লেখ করেননি। কোন দিক নির্দেশনাও নেই। গবেষক তার গবেষণা পত্রে দু:স্থ মানব পরিস্থিতি ও স্বরূপ, দুঃস্থ মানবকল্যাণে মহানবী (স:) এর কর্মসূচী, খুলাফা-ই-রাশেদীন ও

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসন আমলে দু:স্থ মানবকল্যাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বাংলাদেশে দুঃস্থ মানবসেবায় নিয়োজিত ইসলামী সেবা সংস্থা সমূহ : পরিচয় ও কার্যক্রম, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করেছেন।

ইসলামী সেবা সংস্থা সমূহ বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে সেবাদান করছে তা হলো-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান, ত্রাণ তৎপরতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুশ্রম নিরসন, পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশ উন্নয়ন ও বনায়ন, সচেতনকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, স্ব-কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, বাণিজ্য বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধি, ঋণ কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন, অবকাঠামো নির্মাণ, এলমে দ্বীন শিক্ষা, খাতনা ক্যাম্প, ইমান প্রশিক্ষণ, যৌতুকবিহীন বিবাহ, ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ইত্যাদি। সমাজে সুবিধা বঞ্চিত অসহায় ও পরনির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অত্র গবেষণায় সে সব ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সেবা, মূকবধির তথা শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরণের লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, অসহায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের বয়স্ক ভাতা, এসিড সন্ত্রাস, অন্ধদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি। যদিও সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান এসব ক্ষেত্রে উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ইসলামী সেবা সংস্থা সমূহ মানবকল্যাণে এধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে মানব সমাজের জন্য প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। গবেষক তার গবেষণায় উল্লেখিত সেবার ক্ষেত্রসমূহ কিভাবে আরো কার্যকর ও গতিশীল করা যায় তার নির্দেশনা

Dhaka University Institutional Repository

মূলক কোন সুপারিশ উল্লেখ করেননি। এটা তার গবেষণার অসম্পূর্ণতার পরিচয় বহন করে। অত্র গবেষণায় বর্তমান গবেষক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে।

২. হাফিজ মুজতফা রিজা আহমদ তাঁর 'ইসলামী ব্যাংকিং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন ঃ বাংলাদেশ' (এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬)। গবেষণায় গবেষক সমাজসেবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং বলতে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কিছু কর্মসূচীর কথা আলোচনা করেছেন। যা সমাজের কল্যাণ সাধনে খুব কমই অবদান রাখছে। গবেষক পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর গৃহীত কতিপয় কর্মসূচীর আলোকে আলোচনা করেছেন। তবে বাস্তব উদাহরণ সম্বলিত কিছু কেইস ষ্টাডি উপস্থাপন করেছেন। যেমন: এক সময়ের নিঃস্ব বিলকিস বেগম আজ স্বাবলম্বী, ভিম বিক্রেতা সেলিনা বেগম এখন গাড়ীর মালিক, নারকেলের মালা ভাগ্য ফিরিয়ে দিল মনোয়ারা বেগমের ইত্যাদি। এসব বিষয়ের তথ্য সূত্র হিসেবে গবেষক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ত্রৈমাসিক মুখপাত্র, পল্লী উন্নয়ন বার্তার ২০০৫, ২০০৬ সালের বিভিন্ন সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা নগণ্য নয়। অথচ ইসলামের ভাবধারায় তথা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব ব্যাংকের সমাজসেবা তথা সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। পদ্ধতিগত ভাবে গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হলো না। বিশেষ কোন দিক নির্দেশনা নেই।কিভাবে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী আদর্শের অনুসারী ব্যাংকগুলোকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ ব্যাংকগুলোও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো কিভাবে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কিভাবে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে এ গবেষণাটি পূণাঙ্গ নয়। তাই এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন রয়েছে।

৩. শাহিদা সুলতানা 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এষ্টেট ঃ একটি সমীক্ষা' (এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)। "বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ধর্মীয়, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বশাসিত সংস্থা"- (পৃ:৭২)। সে হিসেবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় থেকে সমাজকল্যাণমুখী বেশ কিছু কার্যক্রম ও কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষন ও সুষ্ঠু তদারকীর মাধ্যমে প্রভূত ফল লাভ করা সম্ভব। সমাজসেবার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। গবেষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেছেন। তবে বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেট সমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখছে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ওয়াক্ফ এষ্টেট কার্যক্রমকে কিভাবে আরো গতিশীল করা যায় এ বিষয়েও কিছু আলোচনা করেছে। তবে তা আরো সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল।

বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এষ্টেটের সংখ্যা কম নয় । দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওয়াক্ফ এষ্টেটগুলো । বাংলাদেশ সরকারের ওয়াক্ফ এষ্টেট প্রশাসনও রয়েছে। কিন্তু তারপরও ওয়াক্ফ এষ্টেটের সম্পত্তি প্রায়ই বেদখল হচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ ওয়াক্ফ এষ্টেট ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা । এ কারণে ওয়াক্ফ এষ্টেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৪. মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ তাঁর 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ একটি সমীক্ষা' (এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সমাজকল্যাণমূলক যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তা গবেষক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কার্যক্রমগুলো হলো ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড, মসজিদ পাঠাগার ইমাম প্রশিক্ষণ, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি, ইসলামী প্রকাশনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সীমিত পরিসরে হলেও বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্য পরিচালনা করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর অন্যতম জনসেবা তথা সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম ইসলামিক মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে- "অমুসলিম মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দুঃস্থ দারিদ্র পীড়িত জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, বেকার জনগণকে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন-যাপন প্রাণালী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ১১টি মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর অন্যতম কর্মসূচী ইসলামিক মিশন এর প্রবর্তন করা হয় (পৃঃ ৫৫) ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক তার গবেষণায় এসব প্রতিষ্ঠান কিভাবে আরো ব্যাপক বিস্তৃতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে বা সেবা যাতে অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে তার কোন দিক নির্দেশনা, পরামর্শ বা সুপারিশমালা উপস্থাপন করেননি। গবেষক গবেষণালব্ধ ফলাফল (Study finding) দেখাননি। ফলে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করে বোঝা সম্ভব হলো না সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে।

৫. **মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ 'বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা'** (এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯) গবেষণা পত্রে গবেষক বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ নামক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামী মডেল হিসেবে ধরে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশে দারিদ্রের ধরণ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচনে এনজিও কার্যক্রম, PKSF, BRDB, যাকাত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উপকারভোগী ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। দারিদ্র বিমোচনে ইসলামের বিধি-বিধানের আলোকে প্রণীত ইসলামী মডেলকে অনুসরণের জোর সুপারিশ করেছেন। তবে দারিদ্র বিমোচনে এই মডেল কি শুধু মুসলিম এইড বাংলাদেশ ব্যবহার করবে। না-কি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে তার কোন দিক নির্দেশনা নেই। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবে সমাজের সকল স্তরে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী মডেলের ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন।

৬. **ড. মোঃ নুরুল ইসলাম** তাঁর **"সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব"** নামক গ্রন্থে সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমাজকর্ম শিক্ষা প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রয়োগ ক্ষেত্রে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে বর্তমান গবেষকের বিশ্বাস। লেখক তাঁর গ্রন্থে বাংলাদেশে সামাজিক সম্যাসার কারণ হিসেবে সামাজিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা স্ফীতি ও মৌলিক চাহিদার অপূরণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সম্পদের অসম বণ্টন, নিরক্ষরতা, সাংস্কৃতিক শূণ্যতা এবং সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, অপরিকল্পিত শহরায়ন ও শিল্পায়নকে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৬-৪৭) । সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অভাব, দূর্নীতি, পারিবারিক ভাঙ্গণ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, নানাবিধ দুর্ঘটনা, চরম দারিদ্রতা ইত্যাদিকেও অন্তর্ভূক্ত করা যায়। গ্রন্থাকার সামাজিক সমস্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করলেও সমাধানের কোন উপায় উপস্থাপন করেননি। উক্ত গ্রন্থে চিকিৎসা সমাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৭১)। প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় হিসেবে শহর সমাজকর্ম, পল্লী সমাজকর্ম, হাসপাতাল সমাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা থাকলে আরো পরিপূর্ণ হতো।

২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা সমীক্ষা

1.Action on Disability and Development (ADD) বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত একটি বিদেশী এনজিও। এডিডি প্রকাশিত নিউজ লেটার জুলাই-২০০৭ সংখ্যার মূল ফিচার শিরোনাম 'জাতীয় বাজেট ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'। সংস্থাটি মূলতঃ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাথে কর্মরত। প্রকাশনাটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ১৪ কোটি জনসংখ্যার ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের ভাগ্যের ভিত এডিপিতে একেবারেই নড়বড়ে[৮]। সংস্থাটির দারিদ্র্য, উন্নয়ন ও প্রতিবন্ধীতা গবেষণা চিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে দারিদ্রের কারণে শহরের (৪.২%) তুলনায় গ্রামে প্রতিবন্ধিতার হার বেশী (৬%)[৯]। একদিকে খাদ্যাভাব, অন্যদিকে সুষম খাদ্যের অভাবে দরিদ্র এলাকা গুলোতে অপুষ্টির হার প্রকট। দরিদ্র মায়েদের অপুষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তারা জন্ম দেন অপুষ্ট শিশু। ফলে নবাগত শিশুটির নানা ধরণের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। শিশুর মানসিক বিকাশও এতে ব্যাহত হয়। ফলে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়ন প্রতিবন্ধীতাকে চাঙ্গা করে তোলে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় প্রতিবন্ধীতার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ভূমিকা রয়েছে। আর দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বাধিক। রাষ্ট্রের নীতি, কর্ম পরিকল্পনা, কর্মসূচী, বাজেট বরাদ্দ দারিদ্র্য দূরীকরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জাতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দুর্নীতিরোধ জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ।

2. Action on Disability and Development (ADD) এর মুখপত্র এডিডি নিউজ লেটার এর এপ্রিল-২০০৭ এর মূল ফিচার সহিংসতা মুক্ত সমাজ প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার। এডিডি প্রতিবন্ধী নারীদের নির্যাতনের উপর একটি গবেষণা করে নির্যাতনের কারণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে এনেছে। গবেষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়-

- প্রতিবন্ধী নারীরা আত্মরক্ষা করতে কম সক্ষম
- নির্যাতনের কথা সরাসরি বলতে না পারা
- আইনি সহায়তা পাওয়ার জটিলতা
- আত্ম-অবমূল্যায়ন
- অধিক পরনির্ভরশীলতা
- তথ্য প্রকাশে বা বিচারদানে হুমকির ভয়

Dhaka University Institutional Repository

- দারিদ্র এবং দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যয় বহনে অক্ষমতা [১০]

প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের উপর উক্ত গবেষণার আলোকে এসব নারীদের অধিকার রক্ষা ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে যেসব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতিত হলে তাদের আইনী সহায়তা প্রদানে মানবাধিকার ও নারী সংগঠন সমূহকে আরও তৎপর হতে হবে।
- প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণাসহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সংস্কার করতে হবে।
- প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতা নিরোধের জন্য ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- নির্যাতনের ঘটনায় দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের মাঝে কার্যকর সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- বাক-প্রতিবন্ধী নারীর স্বাক্ষ্য গ্রহণে ইশারা ভাষায় পারঙ্গম ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হবে। [১১]

এডিডি পরিচালিত নির্যাতিত প্রতিবন্ধী নারীদের উপর পরিচালিত গবেষণা কর্মটি প্রশংসার দাবী রাখে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করবে বা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিংবা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের করণীয় কি হতে পারে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। এটা উক্ত গবেষণার অসম্পূর্ণতাই প্রমাণ করে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী নারীই যে নির্যাতিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় তা নয় প্রতিবন্ধী পুরুষও সমাজে নানা ভাবে নির্যাতন ভোগ করে। এ বিষয়টিও এডিভির গবেষণায় উঠে আসতে পারে।

৩. **"সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা"** শিরোনামের গাইড লাইন সম্বলিত গ্রন্থটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর পবিত্র সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৫ এবং ১৭ অনুচ্ছেদের বিধান মতে রাষ্ট্রের সকল শিশুর মৌলিক অধিকার এবং অবৈতনিক শিক্ষা লাভের অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে বিধৃত রয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের প্রথম অনুস্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।[১২] সরকারী শিশু পরিবার গুলো পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে বইটিতে । সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ও অফিস আদেশ সমূহ যেমন রয়েছে; তেমনি ভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ফরম সমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

১৯৪৪ সালের এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন, ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান মোতাবেক পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ও দু:স্থ শিশুদের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান, তাদের অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৭৩টি সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবার চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৯৫০০ জন এতিম শিশুদের লালন-পালন করা হচ্ছে । বিভাগওয়ারী সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবারের সংখ্যা ঢাকা বিভাগ-১৯টি, চট্টগ্রাম বিভাগ-১১ টি, রাজশাহী বিভাগ ১৮টি, খুলনা বিভাগ ১৩টি, রবিশাল বিভাগ ০৯টি, সিলেট বিভাগ ০৩টি। সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বইটিতে বর্ণিত নীতিমালা, নির্দেশনা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। এর মধ্যে ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানে বালক, ২৯ টি প্রতিষ্ঠানে বালিকা ও ০৫ টি প্রতিষ্ঠানে বালক-বালিকা (মিশ্র) নিবাসী অবস্থান করে।

প্রকাশনাটিতে সরকারি শিশু সদন ও শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা উপস্থাপন করা হলোও বেসরকারি শিশু সদন বা এতিমখানা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন নীতিমালার উল্লেখ নেই। এমন কি বেসরকারী পর্যায়ের শিশু সদন বা এতিমখানা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সরকারী প্রকাশনাও ব্যাপক অনুসন্ধান সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কিত প্রকাশনা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মার্চ ২০০৩ এ প্রকাশিত **"ছোট মনি নিবাস কার্যক্রম"** শীর্ষক একটি স্যুভেনিয়র থেকে জানা যায়, ১৯৬২ সালে ঢাকায় একটি ছোটমনি নিবাস স্থাপনপূর্বক এ কর্মসূচী শুরু হয়। ১৯৮০ দশকে আরো দু'টি নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৭-২০০৩ অর্থ বছরে আরো তিনটি নিবাস স্থাপিত হয়। দেশের প্রতি বিভাগে বর্তমানে একটি করে ছোটমনি নিবাস পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ০৩টি রাজস্ব খাতে এবং ০৩টি উন্নয়ন খাতে পরিচালিত হচ্ছে। ছোটমনি নিবাস কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত পরিত্যাক্ত, দাবীদারহীন এবং বিপণ্ন শিশুদের গ্রহণসহ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, আদরযত্ন সহকারে লালন পালন, উন্নয়ন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা । প্রতিটি কেন্দ্র পরিচালনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে "ব্যবস্থাপনা কমিটি" আছে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলার পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন,

Dhaka University Institutional Repository

উপ-পরিচালক (সমাজসেবা), জেলা তথ্য কর্মকর্তা, কেন্দ্রের উপ-তত্ত্বাবধায়ক এবং স্থানীয় একজন মহিলা সমাজকর্মী অন্তর্ভূক্ত আছেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ছোটমনি নিবাসের শিশুদের অভিভাবক হিসেবে সার্বিক খোঁজ খবর রাখেন।

ছোটমণি নিবাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ

- ❒ বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত নির্ধারিত শ্রেণীর শিশুদের গ্রহণ, ভর্তি, নিবন্ধন এবং দায়িত্ব গ্রহণ।
- ❒ শিশু উপযোগী প্রাকবিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- ❒ শিশুদের বয়স ৭ (সাত) বছর পূর্তির পর তাদের ভরণ-পোষন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিশু সদন/ শিশু পরিবার অথবা দুস্থঃ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্বে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❒ শিশুকে ন্যায়সঙ্গত ও নির্ভরযোগ্য অভিভাকদের নিকট হস্তান্তর করা।
- ❒ শিশুদের অন্য প্রতিষ্ঠানে অথবা অভিভাকের নিকট হস্তান্তর করার পর তাদের সার্বিক বিষয়ে অনুসরণ (Fllow up) করা ।

বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে ০৬ (ছয়) টি ছোটমণি নিবাস রয়েছে। এছাড়া ছোটমণি নিবাসের আদলে বেসরকারী পর্যায়েও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এনজিও বা ব্যক্তি পর্যায়ে এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নেই। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে ছোটমণি নিবাসের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে বলে গবেষণাকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

৫. **"সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নীতিমালা"** টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করে। সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

অত্র প্রকল্পের আওতায় **"সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়ে"** বলতে তাদেরকে বুঝাবে "যারা দারিদ্র, প্রতারণা, জবরদস্তি, অসহায়ত্ব এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার শিকার হয়ে অর্থ বা উপঢৌকনের বিনিময়ে যৌন কর্মকান্ডে লিপ্ত তথা নৈতিকতা পরিপন্থী পেশায় নিয়োজিত হয়"। যেসব আইনের ভিত্তিতে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হলোঃ

- ❒ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (২) অনুচ্ছেদ
- ❒ নৈতিকতা বিরোধী বৃত্তি দমন আইন, ১৯৩৩
- ❒ বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন ১৯৪৩
- ❒ শিশু আইন, ১৯৭৪
- ❒ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০
- ❒ দণ্ডবিধির ৩৬৬ (ক), ৩৭২, ৩৭৩, ধারা
- ❒ দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি
- ❒ জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের ৩৪ অনুচ্ছেদ। [১৩]

ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় কেন্দ্র পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট, কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, সহকারী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, কেইস ওয়ার্কার, চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডার সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর দায়িত্ব কর্মপরিধি যেমন বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি ভাবে ষ্টিয়ারিং কমিটি, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, টেন্ডার কমিটি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি প্রকৃত পক্ষে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ গাইড লাইন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা সমীক্ষা ও গবেষণাকালে বাস্তব পরিদর্শনের সময় প্রতীয়মান হয়েছে । সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার ও বাস্তবধর্মী হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি পুনর্বাসনের বিষয়েও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত জনবল নিয়োগ করা উচিৎ। কেন না জনবলের অভাবে অনেক সময় কার্যক্রম ব্যহত হয়।

৬. শান্তিনিবাস কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুলাই ২০০১ প্রকাশিত **'জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ড'** শীর্ষক প্রকাশনায়। কল্যাণ রাষ্ট্রের ব্রতী হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষন, চিকিৎসা, চিত্ত বিনোদন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যে অনন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তা 'শান্তি নিবাস' নামে পরিচিত। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভূক্ত হয়। যার মেয়াদ ২০০০ থেকে ২০০২ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ০৬ টি বিভাগে ০৬টি শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্প ভূক্ত ছিল। প্রতিটি শান্তি নিবাস ১০০ আসনের । যার মধ্যে ৬০ টি বৃদ্ধা এবং ৪০ টি বৃদ্ধদের জন্য নির্ধারিত[১৪]। শান্তি নিবাস কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়।

সরকারী পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য সেবা কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। প্রবীণদের জন্য প্রকল্প পর্যায়ের কার্যক্রমগুলো দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া যুক্তিসঙ্গত। রাজনৈতিক দর্শনের কারণে প্রবীণদের সেবাদান কার্যক্রম ব্যহত হওয়া মোটেও কাঙ্খীত নয়। বেসরকারী পর্যায়েও প্রবীণদের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতে হবে। প্রয়োজনে শিশু এতিম নিবাসীদের ন্যায় প্রবীণদের জন্যও সরকারের তরফ থেকে সাহায্য সহযোগিতা ও ক্যাপিটেশন গ্রান্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. কিশোর/ কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৯ সালের প্রকাশিত 'সাময়িকীতে' এ.এস.এম. সানাউল্লাহ লিখিত তথ্যবহুল নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের মত বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশেও দ্রুত শিল্পায়ন ও শহরায়ন এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মত কিশোর অপরাধ ততটা ভয়াবহ আকার ধারণ না করলেও বাংলাদেশে এ অপরাধ একটি জটিল সমস্যা হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুলিশ ও আদালত থেকে সংগৃহীত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৬ সালে যেখানে সাজাপ্রাপ্ত কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৮৮ জন, ১৯৮৩ সালে তা প্রায় ১৬,০০০ এ দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০ থেকে ১৬ বৎসর বয়স সীমাকে কিশোরকাল ধরা হয়। এ সমস্ত কিশোর অপরাধীরা কারাগারে মারাত্মক অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে পরিপক্ক অপরাধীতে পরিণত হয়। বস্তুত কারাগার কিশোর অপরাধীদের জন্য নতুন অপরাধের শিক্ষাগার হিসাবে কাজ করে।

অপরাধ প্রবণ ও উশৃঙ্খল কিশোরদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে শিশু আইনের (১৯৭৪) ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালে ১লা জুন টংগীতে কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত আসন সংখ্যা ২০০টি। অনুরূপভাবে পরবর্তীতে যশোরে কিশোরদের জন্য আরো একটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যার অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১৫০। পরবর্তীতে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের আদলে ৬৬৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোণাবাড়ীতে ১৫০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।[১৫] এ প্রতিষ্ঠান দু'টির বর্তমান নাম যথাক্রমে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোর/কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে :

(ক) শাস্তি নয়, সংশোধনই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। (খ) আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা । (গ) কিশোরদের যাতে কারাগারে অন্যান্য আসামীদের সাথে বিচার কার্য সম্পাদন না করে বিশেষ ধরণের কিশোর আদালতে বিচার কার্য পরিচালনা করা এবং কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা। (ঘ) কিশোরদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। (ঙ) নানাবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোরদের কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলা। (চ) শরীরচর্চা, খেলাধূলা, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য অনুশীলনের মাধ্যমে কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা । (ছ) সমাজকে অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করা[১৬]।

কার্যক্রম : কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমূহ নিম্নবর্ণিত প্রধানত ঃ ৩টি ভাগে বিভক্ত ।

(ক) কিশোর আদালত : ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ৩ ধারায় গঠিত আদালতই কিশোর আদালত একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে শিশু আইন ১৯৭৪ মোতাবেক কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য এ আদালত কাজ করে থাকে। জিজ্ঞাসবাদ, তদন্ত, প্রতিবেদন ও অপরাধের ধরণ এর ভিত্তিতে কিশোরদের সংশোধনের জন্য কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

(খ) কিশোর হাজত : অপরাধের কারণ সমূহ নির্ণয় করার জন্য প্রাথমিকভাবে কিশোরদেরকে উক্ত হাজতে রেখে পর্যবেক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে থাকে।

(গ) সংশোধন : কিশোরদের সংশোধনের জন্য কেন্দ্রে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মী রয়েছে যারা নিবাসীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত সমাজকর্ম অর্থাৎ কেইস ওয়ার্ক পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করে সংশোধনের জন্য একটি সংশোধনী পরিকল্পনা তৈরী ও তা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম ও এর উদ্দেশ্য মহৎ ও যথার্থ বলে প্রকাশনাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সামগ্রিক অপরাধ প্রবণতা পরিস্থিতির তুলনায় কিশোর-কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম। গবেষণার মাধ্যমে এ কার্যক্রমের কার্যকর সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। এ ধরণের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও পেশাদার মনস্তত্ত্ববিদ বা মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে গবেষণাকালে ।

২.৬ পত্র-পত্রিকা সমীক্ষা

১. বর্তমান বিশ্বে চরম দারিদ্র পরিস্থিতি নিয়ে প্রবন্ধ **'সমদর্শন'** লিখেছেন **'মৃন্ময়** (দৈনিক ইত্তেফাক ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পৃ:৮) । মৃন্ময় ছদ্মনাম এতে সন্দেহ নেই। তেমনি সন্দেহ নেই তার লেখার বাস্তবতা নিয়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন- "ব্রায়ান হিপের দেয়া হিসেব অনুসারে বর্তমান বিশ্বের ১৩০ কোটি মানুষই হচ্ছে হতদরিদ্র। উল্লেখ্য বাংলাদেশে হতদরিদ্রের সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। যতদূর জানি, দেশে দারিদ্রের হার কমছে বছরে একশতাংশ করে এবং জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে কমপক্ষে দুই শতাংশ হারে । ফলে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আদৌ কমছে কি- না নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল"। উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে- "বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর **'ক্ষুধা মানচিত্র'** অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধায় কাতর অন্তত: ৮৩ কোটি আদম সন্তান"[১৭]। এরা দিন ও রাত কাটায় অনাহারে বা অর্ধাহারে; ভোগে অপুষ্টি জনিত নানান রোগে। অথচ তাত্ত্বিকভাবে এমনটি হবার কথা নয়। কারণ, বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্যশষ্য উৎপাদিত হচ্ছে তা গোটা মানবজাতির খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট।" অষম বণ্টন, সশস্ত্র সংঘর্ষ, পরিবেশের উপর চাপ, বৈষম্য এবং ক্ষমতাহীনতাকে এই পরিস্থির জন্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিক আরো কিছু কারণ আছে, যেমন- ধনীদেশ গুলো কর্তৃক খাদ্যশষ্য ব্যবহার করে Bio-Fuel বা জৈব জ্বালানী উৎপাদন, আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গরীব দেশগুলোতে অর্থ সাহায্যের মোড়কে ঋণ সাহায্য চাপিয়ে দেয়া, ঋণ ব্যবহারে খাত উল্লেখ ও কঠিন শর্ত আরোপ করা। প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার খায়েশে দূর্বল দেশগুলোতে এক তরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া, আন্তর্জাতিক নীতিহীন আগ্রাসন, অনুৎপাদন খাতে অপচয়মূলক অর্থ ব্যয়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির কার্যকর প্রচেষ্টার অভাব, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি। তত্ত্ব ও তথ্যবহুল প্রবন্ধটিতে হয়তো কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তির কোন উপায় উল্লেখ করেননি। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সীমিত আকারে হলেও ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় উপকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ২০জুন ২০০৮ তারিখে মাননীয় অর্থউপদেষ্টার ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ হতে জানা যায় সামাজিক সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়ন খাতে ১৬ হাজার ৯৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা জিডিপির ২.৮ শতাংশ। গত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা। যা এ বছর ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮]

সামাজিক সুরক্ষা খাতের এই বিশাল বরাদ্দ এ দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক। তবে কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন, অপচয় ও দূর্নীতি রোধ, অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার PKSF, এনজিও ফাউন্ডেশন এবং SDF কর্তৃক বিভিন্ন এনজিও এর

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার সাথে আরো ৫২৬ কোটি টাকা ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই টাকা বিতররণ ও যথাযথ তদারক করলে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিও সমূহের কার্যক্রম বিশেষত ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম অবশ্যই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর মধ্যে আনতে হবে। অধিকাংশ এনজিও বর্তমানে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ফলে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা ঋণের টাকার লাভজনক ব্যবহার করতে পারছে না। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী এনজিও আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। এ কারণে সরকারের যেসব অধিদপ্তর, বোর্ড, সংস্থা, ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে তাদেরকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সরকার অনগ্রসর, অস্বচ্ছল, অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এটা খুবই অপ্রশংসনীয়। সরকারি পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে যেমন সরকারি এতিমখানা, শিশু পরিবার, শিশু সদন, ছোটমনি নিবাস এবং সেভ হোমে শিশু-কিশোরদের খোরাকি ভাতা ১২০০ টাকার স্থলে ১৫০০ টাকায় উন্নীত করেছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার ক্যাপিটেশনের আওতার শিশু-কিশোদের জন্য মাসিক ৬০০ টাকার স্থলে মাত্র ৭০০ টাকায় উন্নীত করেছে[১৯]। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবাসী পিছু বরাদ্দ সমান করা উচিৎ ছিল। সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনে সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগ, সুষম বন্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ২১ জুলাই ২০০৪ তারিখের সম্পাদকীয় ছিল "প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গ।" তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশে জন্ম প্রতিবন্ধী, দুর্ঘটনায় পঙ্গু, এসিডদগ্ধ এবং অন্ধ, বোবা ও বিকলাঙ্গের সংখ্যা এক কোটিরও বেশী। এ ধরণের জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি কিছু বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীরা কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ছিলেন বধির। হেলেন কেলার ছিলেন অন্ধ ও বধির, মিশরের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষামন্ত্রী তাহা হোসেন ছিলেন অন্ধ, বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিক, খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার আবুল হাশিমও জীবনের শেষার্ধ ছিলেন অন্ধ। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দিলে তারা এ সমাজে কার্যকর অবদান রাখতে পারবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের যৌথ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে যত্নবান হতে হবে। আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে প্রতিবন্ধীরা পরিবার ও সমাজের বোঝা না হয়ে সত্যিকার অর্থে পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা নির্দেশিকা

১. এ.এস.এম. আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষণাপদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ:৫১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ:৫২ ।

৩. www.msvu. ca/library/ glossary. asp.

৪. www. perdnacollege. con/ library/ glossary.htm.

৫. প্রাগুক্ত, পৃ:৫৪।

৬. এডিডি নিউজ লেটার, ঢাকা, জুলাই ২০০৭, পৃ:১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ:২ ।

৮. প্রাগুক্ত, এপ্রিল ২০০৭, পৃ:১।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ:২।

১০. সরকারী শিশু সদন/ শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, পৃ:১।

১১. সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা,পৃ:২।

১২. জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০০১, পৃ:১৮।

১৩. জাতীয় কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, স্যুভেনিয়র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০০২, পৃ:১।

১৪. এ.এস.এম. সানাউল্লাহ, স্মরণিকা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ: ৫৪।

১৫. মৃন্ময়, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ:৮।

১৬. অর্থ উপদেষ্টার ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২০ জুন, ২০০৮, পৃ:১০।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

৩. ১ গবেষণা পদ্ধতি

৩.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

৩.৩ গবেষণার আওতা

৩.৪ নমুনা কাকে বলে?

৩.৫ বর্তমান গবেষণার নমুনা

৩.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা

৩.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

448580

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক। প্রাপ্তব্য প্রকাশিত তথ্য উপাত্ত হল গবেষণার ভিত্তি। গবেষক যে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করছে তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। গবেষক মূলত প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করেছে। এজন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাময়িকী, লিফলেট, স্যুভেনিয়র, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এমনকি সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন জরিপের সারসংক্ষেপ কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রকাশনা বিশেষভাবে কাজে লেগেছে । তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত গবেষণা কর্ম থেকেও তথ্য উপাত্ত গৃহীত হয়েছে। বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যের সমন্বয় সাধন, এবং সুবিন্যাস্তকরণের মাধ্যমে গবেষণার সামগ্রিক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৩.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য জাতির নিকট তুলে ধরা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ-

১. সমাজকল্যাণমূলক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা, নীতি, পদ্ধতি সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্যান্য উপাদানের উপর কিভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তার করে তা উদঘাটন করা।

২. ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবা কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কিভাবে সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন সম্ভব তা উপস্থাপন কর।

৩. বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদান ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা উদঘাটন ও তা সমাধানের উপায় চিহ্নিত করা ।

৪. অনাগত ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা ও সমাজকল্যাণের সমন্বিত চর্চার অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শদান।

৩.৩ গবেষণার আওতা

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। যদিও তাতে উন্নত দেশগুলোর মতো বড় অংকের বাজেট থাকে না। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কাজের ক্ষেত্র সারাদেশে বিস্তৃত। গবেষণাকর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে ঐচ্ছিকভাবে এ ধরনের কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সরকারীভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে চার (০৪)টি এবং বেসরকারীভাবে পরিচালিত তিন (০৩)টি প্রতিষ্ঠানে উপকারভোগী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে গবেষণার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এক (০১) টি উপজেলা সমাজসেবা অফিস ও এক (০১) টি শহর সমাজসেবা অফিস এবং প্রতিবন্ধীদের সেবাদানে নিয়োজিত এক (০১) টি এনজিও অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী গবেষণার আওতাভূক্ত ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের ব্যবস্থাপনার ধরণ ইত্যাদি তুলে ধরা গবেষণার আওতাভূক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ নমুনা কাকে বলে?

সামাজিক গবেষণায় নমুনা ও নমুনায়ন প্রত্যয় দু'টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক ও বাণিজ্যিক গবেষণা, বিশেষ করে জরিপ ও পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধানের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নমুনা নিয়ে কাজ করা হয়। সঙ্গত কারণে সমগ্রকের পরিবর্তে নমুনা নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বেশি মাত্রায় শুদ্ধ, গ্রহণীয় এবং নির্ভরযোগ্য হয় বলে গবেষকগণ মনে করেন। তাছাড়া নমুনা গবেষণা সমস্ত বিচারেই তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক। উপরন্তু গবেষণায় নমুনার প্রয়োগ একটি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপও বটে।

অল্প সময়ে অধিক কাজ করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সংখ্যক বিষয়ের উপর অনুসন্ধান সীমিত রেখে বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়া যায়। নমুনায়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গবেষণা করার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমগ্রকের ভেতর হতে একটি অংশ অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

জরিপাধীন একক-সমষ্টির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অংশকে নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে W.G. Goode এবং P.K. Hatt বলেন আক্ষরিক অর্থে নমুনা হলো বৃহৎ সমষ্টির একটি প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষুদ্রাংশ[১]। (A sample, as the name implies, is a smaller representation of a large whole.)

E.R. Babbie এর ভাষায়, নমুনা হলো সমষ্টি-এককের একটি বিশেষ অংশ যাকে পর্যবেক্ষণ করে গোটা সমষ্টি এককের প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা হয়[২]। (A sample is a special

Dhaka University Institutional Repository

subset of a population that is observed for purposes os making inference about the nature of the totla population itself.)

নমুনা হলো সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ । তথ্য বিশ্ব হতে এর সকল বৈশিষ্টের প্রতিকরূপে যে বিশেষ অংশ নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনা বলে। আর সমগ্র হতে নমুনা নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে নমুনায়ন বলে[৩] ।

নমুনা জরিপে নির্ধারিত নমুনার আকার কতটুকু হবে তা গবেষককে তার সামর্থ্য, অর্থ, সময়, লোকবল এবং সমষ্টি এককের আকার বিবেচনা করে নির্বাচন করতে হয়। নমুনার আকার বড় হলে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করায় বেশি শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। আবার ছোট আকারের নমুনা অনেক সময় প্রতিনিধিত্বশীল না-ও হতে পারে। বরঞ্চ এতে ভ্রান্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত কারণে উভয় দিক বিবেচনা করে নমুনার আকার বাঞ্ছিত মাত্রায় রাখা যুক্তিযুক্ত।

৩.৫ বর্তমান গবেষণার নমুনা

বর্তমান গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, তাই সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম অত্র গবেষণার আওতাভূক্ত । গবেষণার প্রয়োজনে অবস্থানগত সুবিধার কারণে ঐচ্ছিক ভাবে সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত চার (০৪)টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত তিন (০৩)টি প্রতিষ্ঠান ও এক (০১) টি এনজিও অফিস এবং এক (০১)টি উপজেলা ও এক (০১)টি শহর সমাজসেবা অফিসকে নমুনা ধরে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. সারণিঃ উপকার ভোগী নমুনা

প্রতিষ্ঠানের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	নমুনা	%
সরকারী শিশু পরিবার (বালক) বাইতুলআমান, ফরিদপুর ।	১৮০	১৮	১০%
সরকারী শিশু পরিবার (বালিকা) টেপাখোলা, ফরিদপুর ।	১৫০	১৫	১০%
সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ, ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফরিদপুর।	৬০	০৬	১০%
সরকারী মূক বধির বিদ্যালয়, ফরিদপুর	১০০	০৫	৫%
শহর সমাজসেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬০	০৬	১০%
ফরিদপুর মুসলিম মিশন, ফরিদপুর।	১৭০	১৭	১০%
আরামবাগ ইয়াতিমখানা, বাইতুলআমান, ফরিদপুর।	১২০	১২	১০%
বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।	২১০	২১	১০%
মোট =		১০০	

উৎসঃ সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে মতামত জরীপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে ।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সমগ্রকের মধ্য হতে ১০ শতাংশ নমুনা ধরে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। যোগাযোগ সমস্যার কারণে সরকারী মূক বধির বিদ্যালয় ফরিদপুর এর উপকারভোগীদের মধ্য হতে ১০ শতাংশ হিসেবে ১০ জনের স্থলে ০৫ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব সমস্যার কারণে ৫ শতাংশ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সারণিঃ কর্মকর্তা-কর্মচারী নমুনা

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত জনবল	নমুনা	বিশেষ নির্দেশিকা
সরকারী শিশু পরিবার (বালক-বালিকা) ফরিদপুর ।	২৮	০৫	কর্মকর্তা কর্মচারী
সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ, ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফরিদপুর।	১৫	০৩	কর্মকর্তা কর্মচারী
সরকারী মূক বধির বিদ্যালয়, ফরিদপুর	১২	০৪	কর্মকর্তা কর্মচারী
উপজেলা সমাজসেবা অফিস, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	১০	০৪	কর্মকর্তা কর্মচারী
শহর সমাজসেবা অফিস, ফরিদপুর	০৮	০৪	কর্মকর্তা কর্মচারী
ফরিদপুর মুসলিম মিশন, ফরিদপুর।	২১	০৮	নির্বাহী পরিষদ সদস্য
আরামবাগ ইয়াতিমখানা, বাইতুলআমান, ফরিদপুর।	১১	০৪	নির্বাহী কমিটির সদস্য
বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।	৪০	০৪	পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট
এ্যাকশন অন ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১০	০৪	কর্মকর্তা কর্মচারী

উৎসঃ সারণিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে মতামত জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে ।

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে শতকরা হারে নমুনায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচলনায় নিযুক্ত পদ সংখ্যা এতই কম যে কোন শতাংশ করলে নমুনা পাওয়া যায় না। সকল প্রতিষ্ঠানে এ কারণে একই শতাংশ নমুনা ধরা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে একাধিক বার গিয়েও নমুনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। অনেকে অহেতুক ভীতি ও অজ্ঞতা বশতঃ তথ্য দিতে চায়নি । ইত্যাদি সব বাস্তবতার কারণে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে সমসংখ্যক বা সমশতকরা শতাংশ হারে নমুনায়ন করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। স্বভাবতঃই এদেশের সব ধরণের জনগোষ্ঠীর সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ দারিদ্র-পীড়িত, পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ যথাঃ অতিবৃষ্টি, খরা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। দেশের অবহেলিত এতিম, দুঃস্থ, ভবঘুরে, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অসহায় ও দরিদ্ররোগী, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সংখ্যা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী। দেশের সব জনগোষ্ঠীর সুষম, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অভাবে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না।

গবেষণার যৌক্তিকতা সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে নিচে উপস্থাপন করা হলো-

১. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়া বাঞ্চনীয়। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী কি-না তা উদঘাটনের চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুপারিশের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দেয়া এ গবেষণার অন্যতম যৌক্তিকতা ।

২. সমাজসেবা অধিদপ্তর, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচী সমূহ ব্যবস্থাপনা নীতি পদ্ধতির আলোকে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য এ

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অব্যবস্থাপনার কারণে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

৩. বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সামগ্রিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।

৩.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহের উৎসকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্রাথমিক উৎস ও মাধ্যমিক উৎস । প্রাথমিক উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক উৎস হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, গবেষণা প্রকাশনা, পাঠ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের উৎস সমূহ নিচের চিত্রে উপস্থাপন ও তা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

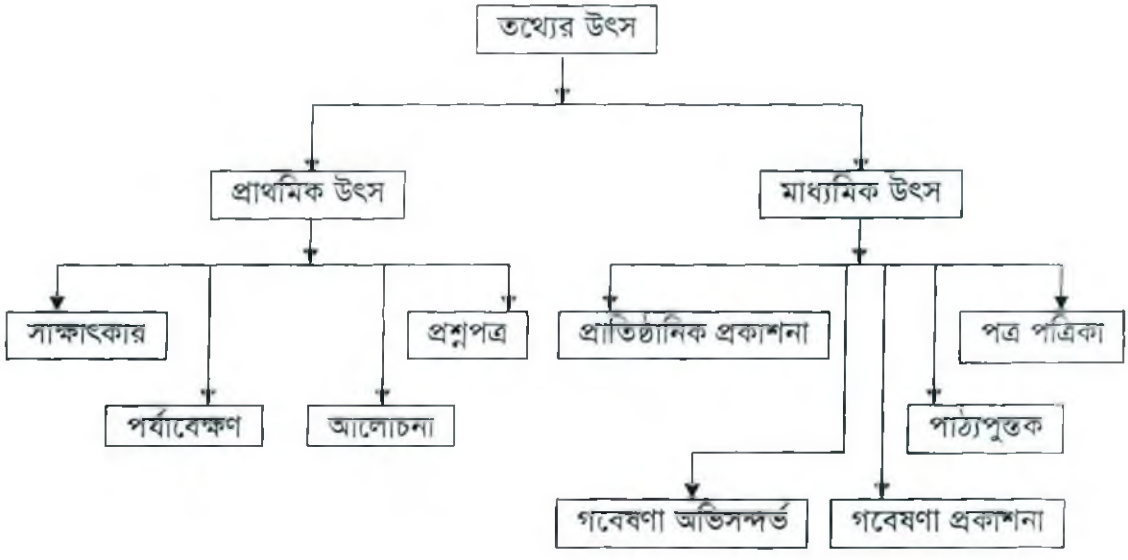

চিত্রঃ বর্তমান গবেষকের নিজস্ব নকশা।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.১ প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস

১. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

৩. আলোচনা

৪. প্রশ্নপত্র

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা এবং যথার্থার উপর গবেষণার মান নির্ভর করে। একারণে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎসকে মূখ্য বা প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরাসরি গবেষণা লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে নির্বাচিতদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস হিসেবে যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো।

১. সাক্ষাৎকার ঃ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি লিখিত প্রশ্নপত্র বিকল্প উত্তরসহ নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট উপস্থাপন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা কেন্দ্র প্রধান বা তার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য নির্বাচিত সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের জনবল কাঠামোর একটা অংশ এবং বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও নির্বাহী পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শতকরা হার বা শতাংশ রক্ষা করা বাস্তব পরিস্থিতির কারণে সম্ভব হয়নি। উপকারভোগীদের মধ্য হতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হতে দৈবচয়িত ভাবে শতকরা ১০ জনের (১০শতাংশ) সাক্ষাৎকার পৃথক প্রশ্নপত্রে গ্রহণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। যারা শিক্ষিত তাদের হাতে ছাপানো প্রশ্নপত্র দিয়ে স্বাধীনভাবে উত্তর দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যারা শিক্ষিত নয় তাদেরকে প্রশ্ন ও বিকল্প উত্তর পড়ে শোনানো হয়েছে এবং তাদের নির্বাচিত উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

২. **পর্যবেক্ষণ** ঃ গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সহায়তায় ঘুরে ঘুরে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সে সব প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরে প্রশ্নপত্রের উত্তর পর্যালোচনা করে মন্তব্যের ঘরে মন্তব্য লেখা হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার গিয়ে যে সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা হলো-

১. ভর্তি ফরম বা আবেদন পত্র

২. ভর্তি রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ ব্যবস্থা

৩. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা

৪. দৈনন্দিন কার্যতালিকা / রুটিন

৫. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

৬. আলো-বাতাসের ব্যবস্থা

৭. আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে খাদ্য, চিকিৎসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৮. মহিলা ও পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য পরিবেশ আছে কি-না ।

৯. কার্যপরিবেশ আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কি-না।

১০. তত্ত্বাবধান পরিসর

১১. প্রশাসনিক কাঠামো

৩. আলোচনা ঃ এছাড়াও গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্বাহী প্রধান, কেন্দ্র প্রধান ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৪. প্রশ্নপত্র ঃ গবেষণায় সহায়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম/ কর্মসূচী/ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রে দশ (১০) টি সাধারণ প্রশ্ন এবং চার (০৪) টি বিকল্প প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র যাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে তাদেরকে স্বাধীনভাবে উত্তর দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপকারভোগীদের মধ্য হতে শতকরা ১০ জন করে মোট ১০০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি জেলার (ফরিদপুর) সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত চার (০৪)টি প্রতিষ্ঠান ও দুই (০২)টি সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্য হতে মোট ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীব নিকট হতে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন (০৩)টি প্রতিষ্ঠান এবং এক (০১)টি এনজিওতে কর্মরত মোট ২০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশ্নপত্রেও প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে তাদেরকে পৃথক কাগজে মতামত দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.২ মাধ্যমিক উৎস

১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা সমূহ

২. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

৩. গবেষণা প্রকাশনা

৪. পাঠ্য পুস্তক

৫. জার্নাল

৬. পত্র-পত্রিকা

মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণা ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, গবেষণামূলক প্রকাশনা মাধ্যমিক তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস। মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতার উপর গবেষণার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে । বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমিক উৎসসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা ঃ মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মূল প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সমূহের উপর প্রকাশিত বই পত্র, পুস্তিকা, ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, স্যুভেনিয়র, লিফলেট, স্মরণিকা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মাত্র গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নয় বরং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকাশনা সমূহও গবেষণাকালে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, পরিচিতি পত্র, স্যুভেনিয়র, বার্ষিক প্রতিবেদন থেকেও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. গবেষণা অভিসন্দর্ভ ঃ বর্তমান গবেষণার কাঠামো নির্ধারণ, ক্ষেত্র পুস্তুত ও করণীয় স্থির করার জন্য এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণাকৃত ও অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. গবেষণামূলক প্রকাশনা ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের গবেষণামূলক প্রকাশনা যেমন- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা, পরিসংখ্যান পকেট বই ইত্যাদি হতে মাধ্যমিক উৎসের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. পাঠ্যপুস্তক ঃ সমাজকল্যাণ, ব্যবস্থাপনা, সমাজকর্ম, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, সূত্র, পদ্ধতি, তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহরে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগের অনেক পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এসব পাঠ্যপুস্তক সমূহ তথ্য সংগ্রহরে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. জার্নাল, গবেষণা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত জার্নাল ও গবেষণা পত্রিকা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. পত্র পত্রিকা ঃ মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রকাশিত স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত মাধ্যমিক তথ্যের প্রতিটি উৎস সম্পর্কে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংশ্লিষ্ট অংশে যথাযথ ভাবে তথ্য সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি কাজেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে বা বাধার মুখোমুখি হতে হয়। যার ফলে উদ্দেশ্য অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়। কাজের গতিশীলতা কমে যায়। তারপরও সকল বাধা যথাসম্ভব অপসারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা

Dhaka University Institutional Repository

২. সময়ের সংক্ষিপ্ততা

৩. প্রতিষ্ঠানিক গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৪. যোগাযোগ সমস্যা

৫. নমুনায়ন সমস্যা

৬. অন্যান্য

১. তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা ঃ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য গবেষককে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা দাপ্তরিক গোপনীয়তার কারণে সকল তথ্য প্রদান করতে চায়নি। কেউ কেউ ইচ্ছে থাকলেও হয়তো অজ্ঞতা বশতঃ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে পারেনি। উপজেলা ও জেলা সমাজসেবা অফিস এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বারবার যোগাযোগ করলেও প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। এ কারণে নিতান্ত বাধ্য হয়ে কিছু পুরনো তথ্য ব্যবহার করতে হয়েছে।

২. সময়ের সংক্ষিপ্ততা ঃ সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে নমুনা আকার সম্প্রসারণ করা যায়নি। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের কার্যক্রমের মধ্য হতে সাত (০৭)টি প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা কার্য চালানো হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে। এক বছর তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য যথেষ্ট সময় নয় বলে গবেষক মনে করে। কর্মকর্তারা ভীষণ ব্যস্ত থাকায় তাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের অনুমতির দীর্ঘ এবং আমলা তান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম গবেষণার তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **প্রতিষ্ঠানিক গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ** প্রতিষ্ঠানিক গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক কর্মকর্তা, কর্মচারী গড়িমসি করেছে। প্রতিষ্ঠানের চাকরি বিধি ছুটি বিধি টার্ণওভার, ব্যালান্সসীট, বাজেট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোপন বিষয় বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথ ভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যেমন- জাতীয় কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, সেভ হোম ইত্যাদি। আমলা তান্ত্রিক জটিলতার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা করা সম্ভব হয়নি।

৪. **যোগাযোগ সমস্যা ঃ** অনেক উত্তরদাতার সাথে লিখিত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। অনেক উত্তরদাতার সাথে মৌখিক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হলেও স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। অনেকে প্রশ্নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বুঝে উত্তর দিতে চায়নি।

৫. **নমুনায়ন সমস্যা ঃ** সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী নমুনাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে শতকরা হারে নমুনায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচলনায় নিযুক্ত পদ সংখ্যা এতই কম যে কোন % করলে নমুনা পাওয়া যায় না। সকল প্রতিষ্ঠানে একারণে একই % নমুনা ধরা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে একাধিক বার গিয়েও নমুনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। অনেকে অহেতুক ভীতি, অজ্ঞতা বশতঃ তথ্য দিতে চায়নি । ইত্যাদি সব বাস্তবতার কারণে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে সমসংখ্যক বা সমশতকরা (%) হারে নমুনায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৬. **অন্যান্য ঃ** কর্মকর্তা, কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আচরণগত সমস্যা, গোড়ামী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যায় ফেলেছে। কেউ কেউ বিষয়টি ভীতিকর মনে করে তথ্য দিতে চায়নি। কেউ বা গুরুত্বহীন মনে করে দায়সারা গোছের উত্তর প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা নির্দেশিকা

১. এ.এস.এম. আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ:২০৩ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ:২০৩ ।

৩. মোঃ জাকির হোসেন, শিক্ষামূলক গবেষণা, মেট্রো পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ:৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মডেল উপস্থাপন

৪.১ মডেল অর্থ কি?

৪.২ মডেলের উপাদান ।

৪.৩ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল ।

৪.৪ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল উপস্থাপন ।

৪.৫ প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল উপস্থাপন ।

৪.৬ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলের ব্যাখ্যা ।

৪.৭ প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের ব্যাখ্যা ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ মডেল অর্থ কি ?

মডেল বলতে অনুসরণযোগ্য একটি নকশা, ছাঁচ, প্রতিরূপ, আদর্শ, উপযুক্ত বা কার্যকর ও অনুসরণ যোগ্য নকশাকে বোঝানো হয়। মডেল বা আদর্শকে ভিত্তি করে বিশেষ কোন কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোন বিষয়ের বর্ণনা সাধারণত: মূল বিষয়টির তুলনায় সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। মডেলের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি করা হয়। কারণ এটা অনুসরণ করে অনেক সময় অন্য কোন নকশা তৈরি করা বা নকশার ব্যাখ্যা করা, অথবা অনুসরণ করা যায়। এ নকশা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা এ ধরনের অনুসরণ, অনুকরনের উপযোগী অন্য যে কোন কিছু হতে পারে।

মডেল বা নকশা এমন গঠনমূলক কিছু যা আদর্শ হিসেবে কাজের নির্দেশকের ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়। মডেল বা নকশা কোন কাজকে পূর্বে থেকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে এবং গবেষণামূলক কোন কাজ পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে। একজন গবেষককে অবশ্যই গবেষণার শুরুতে উপযুক্ত কোন গবেষণা নকশাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অথবা নিজস্ব গবেষণা নকশা স্থির বা প্রস্তুত করে নিতে হবে যা তার গবেষণার পরবর্তী কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। মডেল বা অনুসরণযোগ্য নকশার চিত্রকল্প বা বর্ণনা সংক্ষিপ্ত অথচ সহজে বোধগম্য হওয়া বাঞ্চনীয়। যাতে কাজটি সহজে অনুধাবন ও গবেষণাকে সাহায্য করতে পারে। মডেল বা নকশাকে তিনটি ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করা যায়।

প্রথমত: এটি ছোট আকৃতির অথচ গঠনমূলক ।

দ্বিতীয়ত: এমন একটি বস্তু যা ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয়ত: এই ধরনের ব্যক্তি, বস্তু বা পদ্ধতিকে অনুসরণের বা অনুকরণের উদ্দেশ্যে কপি বা অনুলিপির বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- A plan, design, a preliminary solid representation, generally small or in plastic material to be followed in construction: Some thing to be copied.[1]
- A model is a representation of a system. The model is not the system; The model represents, in simplified from, always more complicated and richer detain than the model.[2]

একজন গবেষক তার গবেষণা অভিসন্দর্ভে তার চিন্তা প্রসূত মডেল উপস্থাপন করতে পারেন। বলা যায় ক্ষেত্র বিশেষে মডেল বা আদর্শ নকশা উপস্থাপন করা উচিত। এর মাধ্যমে গবেষণার মান, গবেষকের চিন্তা ও মননের গভীরতা প্রকাশ পায়। সাধারণত: মডেল বা অনুসরণ যোগ্য নকশা সমগ্র গবেষণার প্রতিনিধিত্বমূলক উপস্থাপন হয়ে থাকে।

৪.২ মডেলের উপাদান

ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী সব দেশেই এক। কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকায় ব্যবস্থাপনা রীতি, কৌশল সব দেশে বা সব প্রতিষ্ঠানে সমভাবে প্রয়োগ করা হয় না। তাই ব্যবস্থাপনার ফলপ্রদতা বা প্রাতিষ্ঠানিক ফলপ্রদতা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন চলকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই অবস্থা ভেদে ব্যবস্থাপনা মডেলও ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে একটি গবেষণায় গবেষণার মডেলের প্রত্যাশিত ধারণা, উপাদান বা বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত: গবেষণার সূচনা অংশে একটি তাত্ত্বিক মডেল উপস্থাপন করা হয়। অনেক সময় কতিপয় গবেষণা সমস্যায় ধারণার সংজ্ঞা ও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে যা সূচনা অংশে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ধারণামূলক কাঠামো (Frame work) প্রয়োজন হয়।

সাধারণত: একটি মডেল হলো একটি পদ্ধতির উপস্থাপনা, এটি নিজে কোন পদ্ধতি নয়। সহজ সরলভাবে এটা অনুসরণযোগ্য একটি আদর্শ নকশা উপস্থাপন করে মাত্র। যা অনুসরণের মাধ্যমে বর্তমানের চেয়ে অধিকতর কার্যকর ফল লাভ করা সম্ভব হতে পারে। একটি আদর্শ মডেলে (Model) নিম্নোক্ত উপাদান গুলো থাকা উচিত।

১. মডেল বা অনুসরণযোগ্য আদর্শ নকশা সমস্যা চিহ্নিত ও সজ্ঞায়িত করে।

২. এটা সমস্যার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও গবেষণা পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে।

৩. এর উদ্দেশ্য তত্ত্ব, নিয়ম ও সাধারনীকরণ আবিস্কার করা।

৪. এটা বিশ্লেষণ কৌশল ব্যাখ্যা করে।

৫. এটা পরিমাণ নির্ধারণ, সংখ্যায়িতকরণ ও কোন কিছু প্রমাণ করে।

৬. এটা গবেষকের দক্ষতা, সৃজনশীলতা নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রদর্শন করে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল

সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল বলতে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য মডেল বা নকশাকে বোঝানো হয়েছে। এ মডেলটি সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমন্বিত সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে প্রয়োগ করা হলে ব্যাপক সাফল্য লাভ করা সম্ভব। বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ মডেলে সর্বমোট ১৭ (সতের) টি ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপ পর্যায়ক্রমে ও যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিক্রম করতে হবে। তাহলে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এই ধাপগুলোর মধ্যে কোন একটিকেও বাদ দেয়া যাবে না। সরকারী-বেসরকারী যে কোন পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত মডেল অনুসরণের মাধ্যমে কার্যকর ফল লাভ সম্ভব। এ মডেলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, হতদরিদ্র, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণসাধন ও তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন। প্রস্তাবিত মডেলের প্রতিটি বিষয় পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের দেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সমাজকল্যাণ নীতি, পদ্ধতি ও দর্শনের প্রভাব রয়েছে। যেহেতু এদেশে সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সূচনা ও প্রসার ঘটে জাতিসংঘ ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। তবে বর্তমানে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, অপচয়, প্রায়ই প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ ব্যবস্থাপনার

Dhaka University Institutional Repository

নীতি, পদ্ধতি, মডেলের প্রয়োগ বা ব্যবহার না থাকা কিংবা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গবেষণাকালে সমাজকল্যাণমূলক সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকল্প পরিদর্শনে এমনটি প্রতীয়মান হয়েছে । এমনকি অনুসরণযোগ্য কোন আদর্শ নকশা বা মডেলের ব্যবহার গবেষণাকালে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের কোথাও দেখা যায়নি। আর তাই বর্তমান গবেষক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।

গবেষকের প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলে সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য মডেলই মূলতঃ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ব্যবস্থাপনার নীতি, পদ্ধতির সাথে সমাজকল্যাণ তথা সমাজসেবার দার্শনিক ভিত্তির সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকের বিশ্বাস মডেলটি অনুসরণের মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আসবে, কর্মীদের দক্ষতা বাড়বে নির্বাহীগণের পক্ষে কর্মী, অফিস ও কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর ও উন্নত হবে। সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনার আরও উন্নয়নে প্রস্তাবিত মডেল কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে গবেষক বিশ্বাস করে। সাথে সাথে সমাজের পিছিয়ে পড়া, অসহায় দুঃস্থ, অবলম্বনহীন জনসাধারণ ব্যাপক উপকার লাভ করতে সক্ষম হবে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত সমাজকলাণ মডেল ও তার ব্যাখ্যা পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল উপস্থাপন

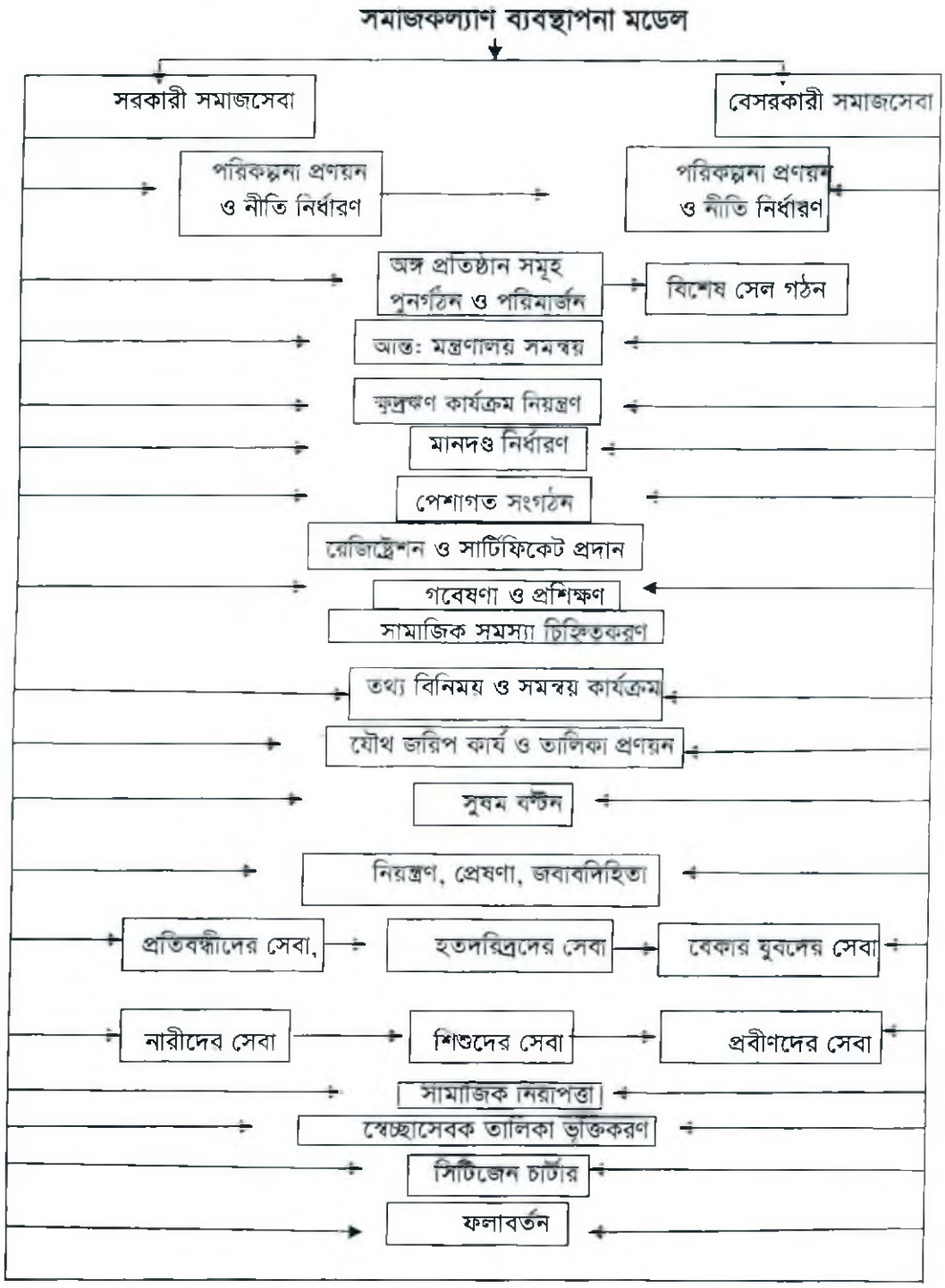

চিত্র ঃ বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল উপস্থাপন

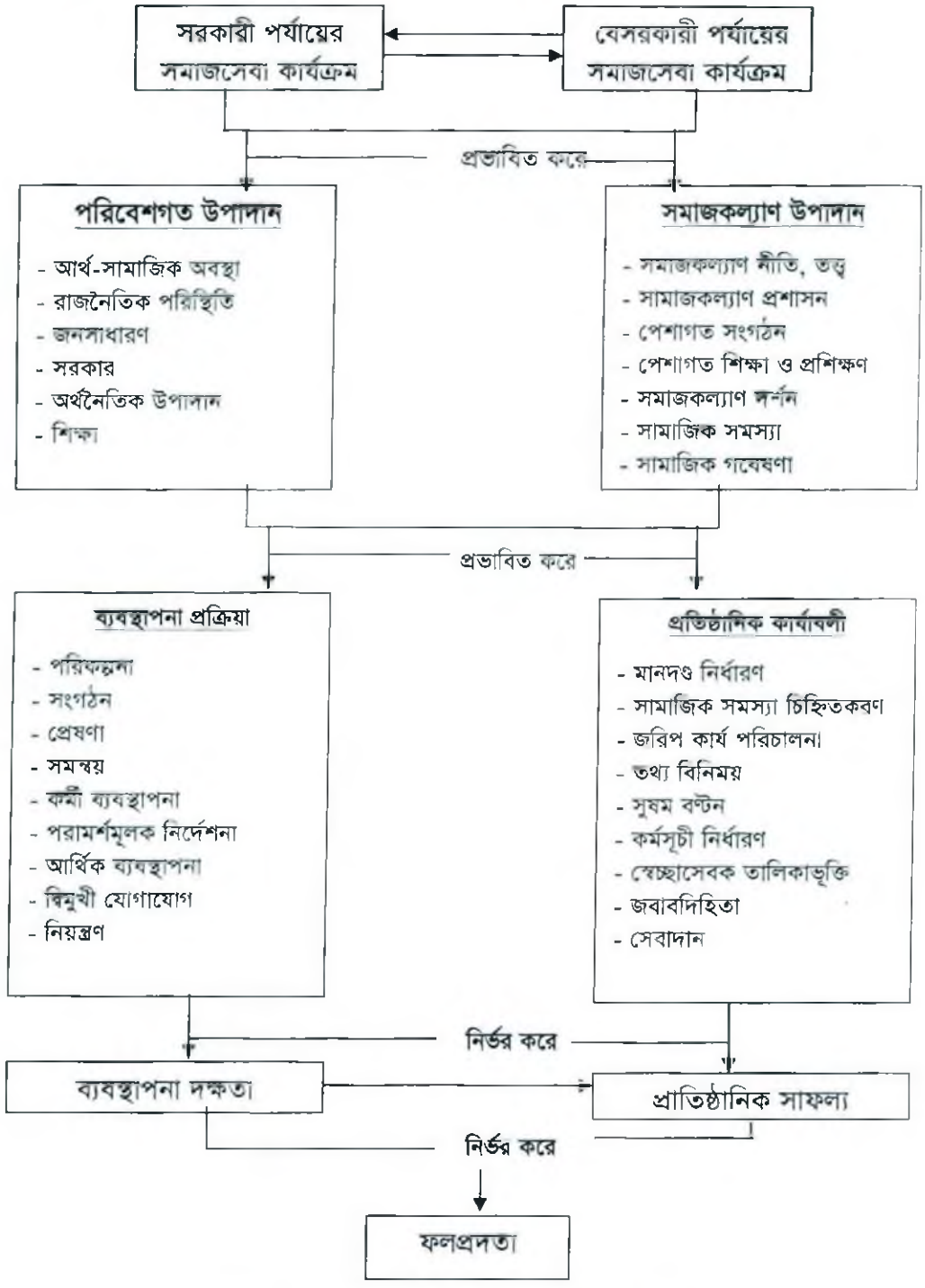

চিত্র : বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলের ব্যাখ্যা

প্রস্তাবিত মডেলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কল্যাণমূখী সেবাধর্মী মন্ত্রণালয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেবা পাওয়ার উপযুক্ত সকলের সার্বিক কল্যাণসাধনই হবে অত্র মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সমন্বিত, সম্মিলিত ও ফলপ্রসু বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সমাজকল্যাণমূলক সকল কার্যক্রমকে সরকারী ও বেসরকারী এ দু'টি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। এ দু'টি শ্রেণীর উপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ও জোরদার করতে হবে। চিত্রে উপস্থাপিত মডেলের অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.৬.১. সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা

বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) ধারায় বলা হয়েছে "সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। এ থেকে বোঝা যায় জনগণের সেবা করা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্রের উদ্যোগে সরকারী, বেসরকারী ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে ও বৃহৎ আকারে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে যুগোপযোগী, গতিশীল ও আধুনিকায়ন করতে হবে। প্রতিটি স্তরে জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা কিভাবে পরিচালিত হবে তা প্রস্তাবিত মডেলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.২ বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা

বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবা কার্যক্রম নেহায়েত কম নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বেসরকারী সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার উৎসাহিত করতে পারে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠাপোষকতায় প্রবীণ নিবাস স্থাপন, মাতৃ ও শিশু সেবা, প্রতিবন্ধীদের সেবা, এতিম অনাথ সেবা, অসহায় ও দুঃস্থ নারীদের সেবায় এবং দুর্গতদের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সমাজসেবা বিভাগের সাথে সমন্বয় কার্যক্রম যথাযথ ও জোরদার করা যেতে পারে ।

৪.৬.৩ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ

ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা বর্তমান জটিল সমাজ ব্যবস্থায় একটা দক্ষ এবং কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ এবং তা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কি করতে হবে, কখন, কার দ্বারা, কিভাবে করতে হবে তার আগাম কর্মসূচিই পরিকল্পনা। সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অগ্রাধিকার প্রদান, জনসাধারণের অংশ গ্রহণ, বাস্তবধর্মী লক্ষ্য নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রণয়ন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো নির্ধারণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দাড়করানো একাধিক বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য হতে উত্তম পরিকল্পনাটি বাছাই করতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলোকে পরিকল্পনা প্রণয়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভাবে সহযোগিতা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারকদের পাশাপাশি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সরকারী বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে স্বল্প, দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী সুষম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। গৃহীত পরিকল্পনায় কোনরূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ নমনীয়তা বজায় রাখতে হবে। সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিটি কর্মসূচী ও কার্যক্রম সম্পর্কে পৃথক পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলো সম্পর্কেও প্রতিটি আর্থিক বছরের শুরুতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গুলোতে সাধারণত: পরিচালনা কমিটি অথবা নির্বাহী কমিটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। প্রস্তাবিত মডেলে প্রস্তাব করা হচ্ছে এ ধরনের কমিটিতে স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেহেতু সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করে সেহেতু সরকারের সমাজসেবা বিভাগের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ প্রশাসনিক কাজেও সহায়তা দিতে পারেন। এতে কাজে গতিশীলতা আসবে বলে গবেষক দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে।

৪.৬.৪ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন ও পরিমার্জন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা- সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী, শেখ জায়েদ বিন আল সুলতান নাহিয়ান ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের পুনর্গঠনের প্রস্তাবে

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক, তথা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পদে এ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বর্তমানে ৯০ সদস্য বিশিষ্ট। এদের মধ্য হতে ২৩ জনকে নিয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে নি:স্বার্থ নিবেদিত প্রাণ অরাজনৈতিক সমাজসেবক, তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সমাজকর্মীদের প্রতিনিধি, জাতীয় সমাজসেবা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অরাজনৈতিক সমাজসেবক ও জাতীয় সমাজসেবা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরামর্শ পাওয়া যাবে। তৃণমূল পর্যায়ের সমাজকর্মীদের কাছ থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা, ত্রুটি বিচ্যুতি ও সফলতা সম্পর্কে জানা যাবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমীর জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনার মূল নীতি, পদ্ধতির সাথে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও তত্ত্বের সমন্বয়ে একটি সময়োপযোগী ও বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সিলেবাস প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের আওতায় সারাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শাখা অফিস (উপজেলা, শহর, জেলা) গুলো ও পুনর্গঠন ও পরিমার্জন করতে হবে। জনবল কাঠামো, অবকাঠামো, বেতন কাঠামো, কার্যক্রম, কর্মসূচী বাস্তবতার আলোকে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের সাথে আধুনিক ধ্যান ধারণা ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। বর্তমান সময়ের সাথে উপযোগী নয় এমন পদ বিলুপ্ত করে কর্মরতদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পদায়ন করতে হবে। সাথে সাথে এলাকাভুক্ত সেচ্ছাসেবী সংগঠন, দেশী বিদেশী এনজিও কার্যক্রম কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্থানীয় সমাজসেবা অফিসকে দিতে হবে।

৪.৬.৫ বিশেষ সেল গঠন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ সেল গঠন করতে হবে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এই সেল সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষ করে সামগ্রিক সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহই হবে এই বিশেষ সেলের সার্বক্ষণিক কাজ। আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা, দেশীয় ধনীক শ্রেণী, শিল্পপতি, প্রবাসী বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবে। এছাড়া যাকাতদানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাকাতদানে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ, যাকাত বোর্ডকে কার্যকর ও গতিশীল করবে এ বিশেষ সেল। যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। অর্থ সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরবরাহ এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এ সেলের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। এই অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দূর্নীতি পরিলক্ষিত হলে তার শাস্তিদানের ক্ষমতা ও বিশেষ সেলকে দিতে হবে। কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এ সেলের কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় বিত্তশালী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে বিভিন্ন সভা বা অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এর ফলে তারা সামাজিক কল্যাণ সাধনে নিজের অবদান রাখতে উৎসাহিত হবেন। এতে কিছুটা হলেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টি অনেক দিন আগে থেকেই সর্বজন স্বীকৃত । বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণে বিষয়টি পরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগাতে হবে। ক্যাটাগরি ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে জনহিতকর কাজের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। অথবা ক্যাটাগরিভেদে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ১০০, ৫০, ২৫ জন প্রতিবন্ধী, হতদরিদ্র বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যয়- ভার বহন করতে হবে। বিশেষ সেল তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় কার্যক্রমের সহায়তায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

৪.৬.৬ আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও যে সব মন্ত্রণালয় জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে সেসব মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদ মর্যাদার কর্মকর্তা প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, সমাজকল্যাণ, ধর্ম বিষয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, দুর্যোগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন, খাদ্য, যুব ও ক্রীড়া, এনজিও ব্যুরো, পিকেএসএফ, এসব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতি মাসে একবার সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে। এ কমিটির কাজ হবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী যেন দেশের সকল স্থানে সমানভাবে বণ্টিত হয় তা নিশ্চিত করা । কোন এলাকার জনসাধারণ একাধিক মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে অথচ অন্য কোন এলাকার জনসাধারণ বঞ্চিত হচ্ছে এমনটি যেন না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.৭ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

দারিদ্র বিমোচনের বিস্ময়কর পদ্ধতি হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রবর্তন হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নতুন ভাবে ভেবে দেখা দরকার। সরেজমিনে দেখা গেছে দরিদ্র জনগণ ক্ষদ্রঋণ লাভজনক কাজে ব্যবহার করতে পারছে না। একই ব্যক্তি একই সাথে একাধিক ঋণ দানকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। একারণে সমগ্র ঋণদান ব্যবস্থা নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। নতুন ভাবে কোন এনজিওকে ঋণদানের অনুমতি বন্ধ রাখতে হবে। তাদের ক্ষুদ্রঋণ দান কার্যক্রম কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বর্তমানে কর্মরত এনজিওগুলোর ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে। সরকারের জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসকে এলাকাভূক্ত দেশী-বিদেশী এনজিও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হবে। মোট কথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্র্য ব্যক্তিকে আরো দারিদ্রে পরিণত করে, তাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও এর যথাযথ তদারক করা অত্যন্ত জরুরী।

৪.৬.৮ মানদণ্ড নির্ধারণ

জাতীয় পর্যায়ে সমাজসেবার একটি আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যে সব মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সব মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিনিধি ও সরকারী বেসরকারী সমাজসেবা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সমন্বয়ে মানদণ্ড নির্ধারণ কমিটি গঠন করতে হবে। তাদের সুপারিশের আলোকে সমাজসেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। এর ফলে কাজে গতিশীলতা আসবে বলে প্রস্তাবিত মডেলে বর্তমান গবেষক দৃঢ় বিশ্বাস করে।

Dhaka University Institutional Repository

মানদণ্ডের আলোকে সরকারী বেসরকারী সমাজসেবা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। নির্ধারিত মানদণ্ড অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান গুলোর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে হবে। এর ফলে নাম সর্বস্ব বা সাইন বোর্ড সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন গড়ে উঠতে পারবে না। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা বা সেবা ধর্মী সংস্থাকেও তাদের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৪.৬.৯ পেশাগত সংগঠন

প্রস্তাবিত মডেলে সমাজসেবার ক্ষেত্রে পেশাগত সংগঠনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজকর্মীদের জন্য একটি পেশাগত সংগঠন থাকতে হবে। এর সদস্য হতে হলে অবশ্যই পেশার মানদণ্ড অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন ও সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত সংগঠন থাকা একান্ত অপরিহার্য। এতে সামজকর্মীদের মধ্যে পেশাদারীত্বের মনোভাব গড়ে উঠবে। সরকারী বেসরকারী সকল স্তরের সমাজকর্মীরা এ সংগঠনের সদস্য হবে। পেশাগত সংগঠনের সাংগঠনিক 'মটো' (Motto) বা মূলব্রত হবে 'মানবসেবা' । সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকেও তার জীবনের 'মটো' হিসেবে সেবাকে গ্রহণ করতে হবে।

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে পেশাগত সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম । সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভিত্তি রয়েছে। বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, জনকল্যাণমূখীতা, পেশাগত মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালা, সামাজিক স্বীকৃতি, পেশাগত দায়িত্ব পালন সবই বাংলাদেশের সমাজকর্মে বিদ্যমান। তারপরও পেশাগত সংগঠন ও সমাজকর্ম শিক্ষায় দেশীয় উপকরণের অপ্রতুলতা এবং সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়ন উপযোগী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

অভাবে সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। এসব সমস্যা সমাধান পূর্বক বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ তথা প্রসার একান্ত অপরিহার্য।

৪.৬.১০ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সীমিত সম্পদের সাহায্যে সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক ভাবে আর্থ-সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশের সামাজিক গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন না যে দেশ গবেষণায় যত জোর দিয়েছে সে দেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ভাবে তত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

যে কোন কর্ম ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী তার দায়িত্ব কর্তব্য কি এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে সে বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারী সহায়তার হাত প্রসারিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ সিলেবাসে সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং নতুন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১১ তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় কার্যক্রম

সরকারী বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও জরুরী। এ জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গুলোতে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় ডেস্ক স্থাপন করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমেও এ প্রক্রিয়া বিস্তৃত করতে হবে। ফলে সাহায্য সহযোগিতা তথা সেবা সমূহ সমানভাবে বন্টিত হবে। বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারী ত্রাণ কার্যক্রমসহ, সমাজকল্যাণমূলক অন্যান্য সেবা কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সহযোগিতা বৃদ্ধি, সমন্বয় সাধন, পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ কর্তৃপক্ষকে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে হবে। এতে অপচয়রোধ এবং সর্বাধিক সংখ্যক উপকারভোগী সর্বোচ্চ উপকৃত হবে।

৪.৬.১২ যৌথ জরিপ কার্য পরিচালনা ও তালিকা প্রনয়ন

জরিপ বলতে প্রস্তাবিত মডেলে আর্থ-সামাজিক জরিপকেই বোঝানো হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করতে হবে। সমন্বয়ের কাজ করবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমন্বয় ডেস্ক ও জেলা, উপজেলা সমাজসেবা অফিস। জরিপের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ও তার প্রকৃতি চিহ্নিতকরণ, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ ভিত্তিক ফলাফল বা তালিকা প্রনয়ন ও তা প্রকাশ করতে হবে।

৪.৬.১৩ সুষম বণ্টন

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রম দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সমানভাবে বণ্টিত হতে হবে। যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বণ্টন কার্য সম্পন্ন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কোন এলাকার বিশেষ কোন ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন হতে সুবিধা

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করছে অথচ অন্য কোন ব্যক্তি বঞ্চিত হচ্ছে এমনটি যাতে না হয়। আর এজন্য সমজাতীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বণ্টন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুষম বণ্টনের বিকল্প নেই। এ কারণে প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলে সুষম বণ্টনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৪.৬.১৪ নিয়ন্ত্রণ, প্রেষণা ও জবাবদিহিতা

প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বলবৎ থাকা উচিৎ । সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কাজে এটা অত্যন্ত জরুরী। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ তথা আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। জবাবদিহিতাকেও এই মডেলে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কর্মসূচী বা কার্যক্রমের আওতায় কর্মরত প্রতিটি কর্মকর্তা, কর্মচারীকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সরকার সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচী যেমন নিয়ন্ত্রণ করবে তেমনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচীতেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ সীমিত আকারে হলেও থাকতে হবে। নইলে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণা কালে উদঘাটিত হয়েছে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমে প্রেষণার ব্যবহার নেই বললেই চলে। প্রস্তাবিত মডেলে প্রেষণার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রেষণা প্রয়োগের মাধ্যমে একজন কর্মীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কাজ আদায় করে নেয়া সম্ভব । প্রেষণা আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার হতে পারে। প্রেষণার কার্যকর প্রয়োগ সমাজকল্যাণমূলক সেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল স্তর থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবছর প্রতি জেলায় একজন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেসরকারী পর্যায়ের একজন সমাজকর্মী বা সমাজসেবীকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করবে। তেমনি ভাবে জাতীয় পর্যায়ে সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য একজন করে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরতদের মধ্য হতে একজনকে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এবং একজন সমাজসেবীকে জাতীয় সমাজসেবা পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কর্মে নিয়োজিত সরকারী-বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা কাজে উৎসাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪.৬.১৫.১ প্রতিবন্ধীদের সেবা

দেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সংখ্যার দিক থেকে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। বিরাট এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সাথে জাতীয় উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘদিন প্রতিবন্ধীরা নানান ভাবে অবহেলিত ছিল। তাদেরকে কোনরূপ উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করা হতো না। এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিবন্ধীদের দিয়ে বর্তমানেও ভিক্ষা ব্যবসা চালাচ্ছে। এটা মানব সন্তানের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ ও তাদের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে অসচ্ছল পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী পৃথক ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সরকারী-বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা কর্তৃক গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধীতার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধীতাকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

ক. বাক প্রতিবন্ধী

খ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

গ. মানসিক প্রতিবন্ধী

ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধী

ঙ. দূর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধী

চ. রোগ বা অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী

ছ. সামাজিক প্রতিবন্ধী (নারী)

এসব প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাংলাদেশে বর্তমানে খুবই কম, যেগুলো চালু আছে সেগুলোতে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও আধুনিকায়ন করতে হবে। সমাজের একজন প্রতিবন্ধীও যাতে অন্যের ও নিজের কাছে বোঝা হয়ে না দাড়ায়। অন্যের গলগ্রহ হতে না হয়। কাউকেই যেন অমানবিক পেশা ভিক্ষা বৃত্তিকে বেছে নিতে না হয়। এজন্য প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার বিষয়টি প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.৬.১৫.২ হতদরিদ্রদের সেবা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র। বাংলাদেশে হতদরিদ্র শতকরা ২৬ ভাগ, দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে মোট ৫১ ভাগ জনগোষ্ঠী।[৪] বেসরকারী গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

সমুন্নয়ন বলেছে, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৪৫.৮৬ শতাংশ।[৫] বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ (দুই) কোটি।[৬] (ব্রায়ান হিপের) দেয়া হিসেব অনুসারে বর্তমান বিশ্বের ১৩০ কোটি মানুষই হচ্ছে হতদরিদ্র। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর ক্ষুধা মানচিত্র অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধায় কাতর অন্তত ৮৩ কোটি আদম সন্তান। এরা দিন ও রাত কাটায় অনাহার বা অর্ধহারে; ভোগে অপুষ্টিজনিত নানান রোগে।[৭] দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান পূর্বক তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষক মডেলে কতিপয় নির্দেশনা উপস্থাপন করছে।

১. কর্মক্ষম হতদরিদ্রদের ত্রাণ বা সাহায্য দানের পরিবর্তে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের কৃষি কাজে এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে নিয়োগ করা।

৩. শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৪. পূঁজি সরবরাহ ও তা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োগ।

৫. দরিদ্রদের জন্য সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৬. অক্ষম দরিদ্রদের সরকারী ব্যবস্থাপনায় সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে নিয়ে ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৭. বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অক্ষম দরিদ্রকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিয়ে নিজ পরিবারে রেখেও সেবাদান করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের (যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে) সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- স্বাস্থ্য, সম্পদ, সমস্যা, চাহিদা নৈতিকতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১৫.৩ বেকার যুবদের সেবা

প্রতিটি জেলা, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের তালিকা রাখতে হবে। বিশেষতঃ যাদের বয়স আঠার থেকে ত্রিশ বছর তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দান, পরামর্শদান ও সীমিত আকারে হলেও দরিদ্র বেকারদেরকে বেকার ভাতা দিতে হবে। বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব-কিশোরদেরকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংক এ ক্ষেত্রে সীমিত সুদে অর্থ সরবরাহ করতে পারে। এতে বিদেশে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশেরও উন্নয়ন ঘটবে।

৪.৬.১৫.৪ শিশুদের সেবা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। তাই শিশুদের জন্যও সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে অতিদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ নজর দিতে হবে। যাতে প্রতিটি শিশু সমান সুযোগ সুবিধা, উপযুক্ত পরিবেশে বড় হতে পারে। শিশুদেরকে যাতে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করতে না পারে, শিশুরা যাতে আর্থিক অনটনের কারণে শিশু শ্রমিকে পরিণত হতে না হয় তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, আর্ন্তজাতিক সেবাদানকারী সংস্থার সার্বিক সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। আর তা সম্ভব হলে আজকের শিশু ভবিষ্যতের কিশোর-কিশোরী অপরাধীতে পরিণত হতে পারবেনা।

৪.৬.১৫.৫ নারীদের সেবা

সমাজের অসহায়, দুঃস্থ, অতিদরিদ্র পিতৃমাতৃহীন নারী, স্বামী পরিত্যাক্তা নারী, এসিডদগ্ধ নারী,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়ে ইত্যাদি ধরণের নারীদের জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এধরণের কিছু প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কাজ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ ধরনের নারীদের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করা জরুরী। দারিদ্রসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যার কারণে বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ টি পতিতালয়ে ৭৩৬৪ জন এবং প্রায় এক লক্ষ নারী ভাসমান পতিতায় পরিণত হয়েছে।[৮]

এছাড়া বিপুল সংখ্যক নারী বিদেশে পাচার হচ্ছে। এসবই আমাদের জন্য লজ্জাকর বিষয়। তাই কোন নারীকে যেন এমন সব দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বরণ করতে না হয় তার জন্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৬.১৫.৬ প্রবীণদের সেবা

দেশের উপেক্ষিত, অবহেলিত, প্রবীণদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত পুনর্বাসন কেন্দ্র সরকারী পর্যায়ে বর্তমানে নেই। বেসরকারী পর্যায়ে স্বচ্ছল প্রবীণদের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র, অসহায়, বিত্তহীন প্রবীণদের সেবায় বেসরকারী পর্যায়ে নিয়োজিত অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুর। এ চিত্র সমগ্র দেশের জন্য সুখকর নয়। সরকারকে এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হতে হবে। সরকার বয়স্ক ভাতা বিতরণ করছে। কিন্তু তা খুবই সীমিত। এ কার্যক্রমটির সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রবীণদের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১৬ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী

দেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। সরকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এখাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ১১ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা। বর্তমান ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১৬ হাজার ৯৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।[৮] সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র ও বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সবই শুভ লক্ষণ। তবে প্রস্তাবিত মডেলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত দরিদ্র বেকাদের জন্য সীমিত আকারে হলেও বেকার ভাতা প্রদানের কথা বলা হচ্ছে। সাথে সাথে সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী যাতে ব্যাপক কল্যাণ সাধন করতে পারে সে জন্য সুষ্ঠু তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তি যাতে এ সেবাটি গ্রহণ করতে পারে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সমন্বিত সুষম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হতে পারবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর যথাযর্থ ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে-

- ❒ প্রকল্প/ কর্মসূচীর কার্যকারিতা মূল্যায়ন
- ❒ প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ
- ❒ স্বচ্ছতার সাথে টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করণ
- ❒ সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা দ্রুত প্রদান করা
- ❒ হতদরিদ্রদের আবাসস্থলে সেবা পৌঁছে দেয়া
- ❒ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত ছাড় করা
- ❒ অঞ্চল ভিত্তিক (দুর্যোগ প্রবণ এলাকায়) বিশেষ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১৭ স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভূক্তি করণ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ প্রবণ দেশ। আকস্মিক বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন ভূমিকম্প ইত্যাদির সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারনকে সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক কর্মী বাহিনী প্রস্তুত রাখতে হবে। এজন্য পূর্ব থেকেই বাছাইয়ের মাধ্যমে যুবকদের মধ্য হতে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও তাদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেবা পাওয়ার উপযোগী প্রতিটি নাগরিকের জন্য সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে নিয়োজিত সমাজসেবা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৪.৬.১৮ সিটিজেন চার্টার

সরকারী-বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান কার্যালয় থেকে সংবাদ মাধ্যমেও তা প্রচারের ব্যবস্থা করবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মধ্যে সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে। জনগনের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সাহায্য পুষ্ট প্রতিষ্ঠান, এবং বেসরকারি ও বাংলাদেশে কর্মরত আর্ন্তজাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দূর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সিটিজেন চার্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে যে কেউ জানতে পারবেন। সেবা পেতে কোন সমস্যা হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রস্তাবিত মডেলে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১৯ ফলাবর্তন ও জবাবদিহিতা

প্রস্তাবিত মডেলের সর্বশেষ স্তরে রয়েছে ফলাবর্তন ও জবাবদিহিতার বিষয়। উপর থেকে নীচের প্রতিটি স্তরে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বশেষে থাকবে চূড়ান্ত জবাবদিহিতা। প্রস্তাবিত মডেলে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখানো হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজের কতটুকু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কতটুকু আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে, উপকারভোগীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে কি-না সর্বশেষ স্তরে এসে তা জানা, বোঝা ও অনুধাবন করা যাবে। কোন বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, অপর্যাপ্ততা, ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে প্রতিনিয়ত সংস্কার সংশোধন, নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আবর্তিত হবে প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল।

পরিশেষে বলা যায় প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলটি বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণ তথা সমাজসেবার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য একটি আদর্শ নকশা। সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলটি কার্যকর করতে হবে প্রক্রিয়াগত মডেলের আলোকে। উভয় মডেলেরই ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রস্তাবিত মডেলের আলোকে গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করলে সমাজসেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে গবেষক দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে । প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে। তবে প্রস্তাবিত মডেল ব্যতিত সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বা অন্যকোন বিকল্প নেই- গবেষক এধরনের কোন মতামত প্রকাশ করছে না বা এমন কোন ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করছে না। বরং সামাজিক কল্যাণ সাধন, ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থায়ী ও গতিময় পরিবর্তন সাধনের জন্য গবেষক বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে প্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

াবিত মডেল প্রয়োগের জোর সুপারিশ করছে। এর মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ও সুবিধা বঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর তথা সুবিধা পাওয়ার উপযোগী প্রতিটি মানুষের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলে গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

৪.৭ প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের ব্যাখ্যা

প্রক্রিয়াগত মডেল বলতে সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম কোন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হবে তা বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি কাজেরই নিজস্ব একটা কার্যপ্রক্রিয়া থাকে বা থাকা উচিৎ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম অত্যন্ত বিস্তৃত। বিশাল এই কর্মযজ্ঞের সফল ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একটি লিখিত কার্য প্রক্রিয়া থাকা উচিৎ। যদিও সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমের কোথাও এ ধরণের কোন প্রক্রিয়াগত মডেল পাওয়া যায়নি। আর তাই বর্তমান গবেষক সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পদ্ধতিগত প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াগত মডেল উপস্থাপন পূর্বক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াশ পেয়েছে। প্রক্রিয়াগত মডেলে পাঁচ (০৫)টি প্রধান ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপে প্রভাব বিস্তারকারী কিছু উপাদান রয়েছে। এ ধাপগুলো অনুধাবন, গুরুত্ব প্রদান ও বিবেচনা করে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

৪.৭.১ প্রথম ধাপ

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের প্রথম ধাপে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমাজসেবা কার্যক্রমকে দেখানো হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমাজসেবা কার্যক্রম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকবে। দেশের সামগ্রিক সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমকে সরকারি পর্যায়ের ও বেসরকারি পর্যায়ের এ

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি বিভাগে বিভক্ত করা হলেও একই প্রক্রিয়ায় কার্য সম্পাদন করবে। সরকারের সমাজসেবা বিভাগ বেসরকারি পর্যায়ের সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করবে। প্রথম ধাপের কর্মকান্ডকে দ্বিতীয় ধাপে অবস্থানরত উপাদানগুলো প্রভাবিত করে থাকে।

৪.৭.২ দ্বিতীয় ধাপ

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমাজসেবা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানগুলো রয়েছে প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের দ্বিতীয় ধাপে। এ ধাপে পরিবেশগত উপাদান ও সমাজকল্যাণ উপাদান গুলো দেখানো হয়েছে।

৪.৭.২.১ পরিবেশগত উপাদান

পরিবেশগত উপাদান বলতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা পরিবেশগত যে সব উপাদান প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনসাধারণের সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থান, সরকারের নীতি তথা সরকার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উপাদানের পর্যাপ্ততা বা উপস্থিতি, শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণ ও অবস্থা ইত্যাদি। এসব বিষয় সমূহ বিবেচনা করে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৭.২.২ সমাজকল্যাণ উপাদান

সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো সমাজকল্যাণ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। যেমন সমাজকল্যাণ নীতি ও তত্ত্ব, সমাজকল্যাণ প্রশাসন, পেশাগত শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণ, পেশাগত সংগঠন, সমাজকল্যাণ দর্শন, সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক গবেষণা মূলতঃ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের জন্যই উপরোক্ত উপাদানগুলো প্রয়োজন পড়ে। দ্বিতীয় ধাপের পরিবেশগত উপাদান ও সমাজকল্যাণ উপাদান গোত্রভুক্ত প্রতিটি উপাদান তৃতীয় ধাপের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

৪.৭.৩ তৃতীয় ধাপ

প্রক্রিয়াগত মডেলের তৃতীয় ধাপে রয়েছে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কিছু বিষয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী সংক্রান্ত কিছু বিষয়। দ্বিতীয় ধাপের পরিবেশগত উপাদান এবং সমাজকল্যাণ উপাদান সমূহের দ্বারা তৃতীয় ধাপের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী প্রভাবিত হয়।

৪.৭.৩.১ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়াগত মডেলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বলতে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে উপযোগী কিছু ব্যবস্থাপনা উপাদানকে বোঝানো হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সাংগঠনিক কাঠামো স্থির করা, কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেষণাদান, পরামর্শমূলক নির্দেশনা, সকল বিভাগ ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন, কর্মী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দ্বিমুখী যোগাযোগ এবং সর্বশেষে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কঠোরভাবে আরোপ করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার প্রেষণা প্রয়োগ করতে হবে। সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক নির্দেশনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। নির্বাহী ও অধঃস্তনদের মধ্যে দ্বি-মুখী যোগাযোগ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে সক্ষম হবে বলে গবেষক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমে কঠোরতা বজায় রাখতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণও কার্যকর করতে হবে।

৪.৭.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার দ্বারাই প্রাতিষ্ঠান কার্যাবলী ও কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়িত হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী যথাযথ ভাবে সম্পাদনের উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠান বলতে সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী দেশী-বিদেশী, সরকারী, বেসরকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনকে বোঝানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবে নির্ধারিত কার্যাবলী সমূহ শাখা কার্যালয় বা শাখা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে মানদণ্ড নির্ধারণ। এর অর্থ হচ্ছে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার একটা আদর্শ মান (Standard) স্থির করতে হবে। যার আলোকে সারাদেশে এধরনের কার্যাবলী বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। কাজের মান তথা সেবার আদর্শ মান বাজায় রাখতে পারলে উপকারভোগীরা সত্যিকার অর্থে উপকৃত হতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর মধ্যে সামাজিক জরিপ কার্য পরিচলনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করণ অন্যতম। জরিপকালে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য বিকল্প উপায় অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়, সমন্বয় সাধন এবং সুষম বণ্টনকার্য প্রাতিষ্ঠানিক কাজ। এছাড়া কর্মসূচী নির্ধারণ, স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভূক্ত, প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে সেবাদান কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের অন্তর্ভূক্ত । প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী যথাযথ ও সুচারুভাবে সম্পাদনের উপর নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য।

৪.৭.৪. চতুর্থ ধাপ

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের চতুর্থ ধাপে রয়েছে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য। এ বিষয় দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে । এ দুটি বিষয় প্রাতিষ্ঠানিক ফলপ্রদতাকে প্রভাবিত করে।

৪.৭.৪.১. ব্যবস্থাপনা দক্ষতা

তৃতীয় ধাপের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন যেমন নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর। তেমনি ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সম্পন্ন হলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো দক্ষতার সাথে কার্যকর করা যায়। ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য। ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপর সামগ্রিক কার্য প্রক্রিয়ার সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে। তাই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.৪.২. প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য । যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জন সম্ভব। অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করে। সাথে সাথে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী সম্পাদনের উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে।

৪.৭.৫. পঞ্চম ধাপ

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেলের সর্বশেষ ধাপে রয়েছে ফলপ্রদতা। ফলপ্রদতা বলতে চূড়ান্ত সাফল্য বা ফল লাভকে বোঝানো হয়েছে। উপরের ধাপ সমূহ যথাযথ দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে অতিক্রমের মাধ্যমে ফলপ্রদতা অর্জন সম্ভব। তবে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভর করে ফলপ্রদতা। ফলপ্রদতা হচ্ছে সামগ্রিক সাফল্য। যাদের জন্য বা যে ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াগত মডেল প্রয়োগ করা হবে তাদের সাফল্যের মাধ্যমে ফলপ্রদতা অর্জিত হবে।

দেশের অনগ্রসর প্রতিবন্ধী, হতদরিদ্র, তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল। আর সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন প্রক্রিয়াগত মডেল। সুতরাং প্রক্রিয়াগত মডেলও দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। প্রক্রিয়াগত মডেল নির্বাহী পর্যায়ে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। তবেই চূড়ান্ত ফলপ্রদতা অর্জন সহজতর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা নির্দেশিকা

১. Chamber's Century Dictionary, 1986, The Dryden Press, NewYork, U.S.A, p-810.

২.Tracey, W.R., 1971, Designing Training and Development Systems, American Management Association, NewYork, U.S.A., p-4.

৩. Loan and Investment Magagement Variety of Conventional and Islamic Banking in Bangladesh, Phd Desertation. Dhaka University, 2001, p- 145.

৪. মৃন্ময়, সমদর্শণ, উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩১ জুলাই ২০০৮, পৃ-২।

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৪ আগষ্ট ২০০৮, পৃ-১।

৭. খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল, বশিপুক বিচিত্রা, প্রকাশকাল ১ জানুয়ারি২০০৮, ঢাকা, পৃ: ১৫।

৮. অর্থ উপদেষ্টার ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার বিবরণ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০জুন,০৮। ২০০৮,পৃ:১০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল

৫.১ তথ্য বিশ্লেষণ অর্থ

৫.২ প্রাথমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ

৫.২.১ উপকারভোগীদের তথ্য বিশ্লেষণ

৫.২.২ সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ

৫.২.৩ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ

৫.৩ মাধ্যমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ

৫.৪ গবেষণালব্ধ ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ তথ্য বিশ্লেষণ অর্থ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী সামনে রেখে গবেষক অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলি সুসংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহার উপযোগী করাই হলো তথ্য বিশ্লেষণের অন্যতম লক্ষ্য। এক কথায় তথ্য বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রশ্নের উত্তর দেয়া।

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত ও বহু শাখা বিভক্ত। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবা কর্মের ক্ষেত্র সররকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভক্ত। উভয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল একশত (১০০)জন উপকারভোগী এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য হতে চল্লিশ (৪০) জনের কাছ থেকে ছাপানো প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রসঙ্গ বা প্রশ্নের আলোকে প্রাপ্ত উত্তর বা তথ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.২ প্রাথমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানান সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ। এ সকল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তেমনি বেসরকারী পর্যায়েও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক সেবাদান করে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রমের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। বিস্তৃত এই ক্ষেত্র থেকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের যে সব

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদের মধ্য হতে সর্বমোট ১০০ (একশত) জনের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মতামত জরীপ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একই ভাবে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদান কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মতামত জরিপ করা হয়েছে। মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সারণি বা ছকে উপস্থাপন ও তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

৫.২.১ উপকারভোগীদের তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে কর্মরত ও গবেষণা ভুক্ত সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হতে ৫০ (পঞ্চাশ) জন এবং বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হতে ৫০ (পঞ্চাশ) জন সর্বমোট ১০০ (একশত) জন উপকারভোগীর কাছ থেকে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপকারভোগীদের পরিচিতি

গবেষণা নমুনাভুক্ত উপকারভোগীদের পরিচিতি সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। উপকারভোগীদের প্রথম পরিচয় মহিলা ও পুরুষ। সরকারী ও বেসরকারী দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগী পুরুষ ও মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধারণত অবিবাহিত পিতৃ-মাতৃহীন কিশোর কিশোরী এবং বিধবা অথবা বিপত্নীক ষাটোর্ধ প্রবীণরা সরকারী বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। কর্মক্ষম ব্যক্তিদের এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। সংগৃহীত তথ্য সারণিতে উপস্থাপন পূর্বক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং- ০১ ঃ উপকারভোগীদের পরিচিতি।

উপকার ভোগীদের	প্রতিষ্ঠানের ধরণ			বৈবাহিক অবস্থা			শিক্ষাগত যোগ্যতা						
	সরকারী	বেসরকারী	মোট	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা / বিপত্নিক	নিরক্ষর	স্বাক্ষর	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	স্নাতক	স্নাতকোত্তর
মহিলা (জন)	২৮	১০	৩৮	২৯	--	০৯	০৬	০১	০৮	২০	০৩	০০	--
শতকরা(%)	২৮	১০	৩৮	২৯	--	০৯	০৬	০১	০৮	২০	০৩	০০	--
পুরুষ (জন)	২২	৪০	৬২	৫২	০৫	০৫	--	০১	২১	৩৩	০৪	০৩	--
শতকরা(%)	২২	৪০	৬২	৫২	০৫	০৫	--	০১	২১	৩৩	০৪	০৩	--
মোট (জন)	৫০	৫০	১০০	৮১	০৫	১৪	০৬	০২	২৯	৫৩	০৭	০৩	--
শতকরা(%)	৫০	৫০	১০০	৮১	০৫	১৪	০৬	০২	২৯	৫৩	০৭	০৩	--

উৎস ঃ মাঠ জরিপ ।

উপকারভোগীদের পরিচিতি জানার জন্য উপকারভোগীদের ধরণ, প্রতিষ্ঠানের ধরণ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে মোট ১০০ জন উপকারভোগীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।এদের মধ্যে ৩৮ জন মহিলা এবং ৬২ জন পুরুষ উপকারভোগী। মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিত শতকরা ২৯ জন, বিবাহিত কেউ ছিলনা, বিধবা শতকরা ০৯ জন। পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন অবিবাহিত, ০৫ জন বিবাহিত, ০৫ জন বিপত্নীক। শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ৩৮ জন মহিলার মধ্যে শতকরা ০৬ জন্য নিরক্ষর, ০১ জন স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, ০৮ জন প্রাথমিক, ২০ জন মাধ্যমিক, ০৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ০ জন নিরক্ষর, ০১ জন স্বাক্ষর, ২১ জন প্রাথমিক, ৩৩ জন মাধ্যমিক, ০৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক, ০৩ জন স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী। লক্ষ্যণীয় যে, উপকারভোগীদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অধিকাংশই (৮১%) অবিবাহিত এবং তারা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের আবাসিক নিবাসী; তারা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা গ্রহণ করছে।

উপকারভোগীদের বয়স

গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকারভোগীদের বয়সের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন বয়স শ্রেণীর মানুষ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার ভোগ করছে, তাদের জন্য কি ধরনের সেবা দেয়া হয়, কি ধরনের সেবা দেয়া প্রয়োজন তা এ থেকে জানা বোঝা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন বয়সের মহিলা ও পুরুষ নমুনাভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কালে নমুনাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে সাধারনত: ১০ থেকে ২০ বছর বয়সী কিশোর এবং ৩০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণরা সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে সেবা গ্রহণ করছে। নিচের সারণিতে উপকারভোগীদের বয়স সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন পূর্বক পরবর্তীতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি নং- ০২ ঃ উপকারভোগীদের বয়স।

উপকার ভোগীদের ধরন	বয়স								মোট
	১০-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০	৭১-৮০	৮১-৯০	
মহিলা (জন)	২৬	০২	--	--	--	০৮	০২	--	৩৮ জন
শতকরা (%)	২৬	০২	--	--	--	০৮	০২	--	৩৮ %
পুরুষ (জন)	৪৭	০৪	--	--	--	০৫	০৪	০২	৬২ জন
শতকরা (%)	৪৭	০৪	--	--	--	০৫	০৪	০২	৬২ %
মোট (জন)	৭৩	০৬	--	--	--	১৩	০৬	০২	১০০
শতকরা (%)	৭৩	০৬	--	--	--	১৩	০৬	০২	১০০%

উৎস ঃ মতামত জরীপ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় উপকারভোগীদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ উপকারভোগীর বয়স ১০-২০ বছর, ০৬ শতাংশ উপকারভোগীর সয়স ২১-৩০ এর মধ্যে, ৩১-৬০ বছর বয়সের মধ্যে কোন উপকার ভোগী পাওয়া যায়নি এবং ১৩ শতাংশ উপকারভোগীর বয়স ৬১-৭০ বছর, ০৬ জনের বয়স ৭১-৮০ বছর এবং ০২ জনের বয়স ৮১-৯০ বছরের মধ্যে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় , মোট ৭৯ শতাংশ উপকারভোগীর বয়স ১০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। এই উত্তরদাতারা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী আবাসিক প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। আরো দেখা যায় যে, ২১ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে। এই উত্তরদাতাগণ একটি বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের (বশিপুক) আবাসিক নিবাসী। সরাসরি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বয়স্কদের জন্য কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব গবেষণাকালে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং বলা যায় যে, সাধারনত শিশু, কিশোর - কিশোরী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে তাদের জীবনের প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা বা সেবা গ্রহণ করতে হয় বেশি। তাদের উপযোগী সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সেবা গ্রহণের সময়কাল

উপকারভোগীরা সাধারণত কত সময় ধরে সেবা গ্রহণ করে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নমুনাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদের কাছে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয় এ বিষয়ে। প্রশ্নপত্রে পাঁচটি বিকল্প সময়কাল উল্লেখ করা হয়; উপকারভোগীরা স্বাধীনভাবে এতে মতামত প্রদান করে। তথ্য সংগ্রহ কালে দেখা গেছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীরা

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক ভাবে বেশি সময় সেবা গ্রহণ করে থাকে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিচের সারণিতে উপস্থাপন পূর্বক বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি নং- ০৩ ঃ সেবা গ্রহণের সময়কাল।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
০৩-০৬ মাস	০৩	১২	০৯	১৮	১৫	১৫
১-২ বছর	--	--	১১	২২	১১	১১
২-৫ বছর	১৪	২৮	১৬	৩২	৩০	৩০
৫-১০ বছর	২৬	৫২	১৪	২৮	৪০	৪০
১০-১৫ বছর	০৪	০৮	০	০	০৪	০৪
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরিপ ।

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকারভোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা কত সময় যাবত সেবা গ্রহণ করছে। এর মধ্যে সর্বাধিক (৩০+৪০) = গড়ে ৭০% উত্তরদাতা ২-১০ বছর যাবত সেবা গ্রহণ করছে। সর্ব নিম্ন ০৪% উত্তরদাতা বলেছে তারা ১০-১৫ বছর যাবত সেবা গ্রহণ করছে। গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সেবা পাওয়ার উপযুক্ত এতিম অনাথ শিশু কিশোর কিশোরীদেরকে তাদের ১৮ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত সেবাদান করে থাকে। এরপর তাদেরকে কোন পূনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সেবাদান কার্যক্রম তাদের জন্য সমাপ্ত করা হয়। অথচ এসব কিশোর-কিশোরী এসময় আরো অসহায় হয়ে পড়ে। এ ধরণের উপকারভোগীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন এবং ক্ষেত্র বিশেষে মেধাবীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একটি মাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (বশিপুক) ষাটোর্ধ প্রবীণদের আমৃত্যু সেবাদান করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা তথা সেবার মান

নমুনাভুক্ত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের উপকারভোগীদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার মান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাদের কাছে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা তথা সেবার মান সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হয়। চারটি বিকল্প উত্তর ছিল সন্তুষ্ট, মোটামুটি সন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট এবং নিরুত্তর। উত্তরদাতারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রদান করে। সংগৃহীত তথ্য নিচের সারণিতে উপস্থাপন পূর্বক আলোচনা করা হলো।

সারণি নং- ০৪ ঃ ব্যবস্থাপনা তথা সেবার মান।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সন্তুষ্ট	৪০	৮০	৪৬	৯২	৮৬	৮৬
মোটামুটি সন্তুষ্ট	০৭	১৪	০৪	০৮	১১	১১
অসন্তুষ্ট	০১	০২	--	--	০১	০১
নিরুত্তর	০২	০৪	--	--	০২	০২
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদেরকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা তথা সেবার মান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এ প্রশ্নের চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন অর্থাৎ ৮০% এবং

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৬ জন অর্থাৎ উভয় পর্যায়ের মোট ৯২% উত্তরদাতা সন্তুষ্ট এ মর্মে মতামত দিয়েছেন। শতকরা ০১ ভাগ উত্তরদাতা অসন্তুষ্ট, ০২ ভাগ উত্তরদাতা নিরুত্তর মতামত দিয়েছেন।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের গড়ে সর্বাধিক ৮৬% উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মানে তারা সন্তুষ্ট। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং উত্তরদাতাদের অবস্থানগত প্রেক্ষিতে বিরাজমান সেবা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং সেবামান আরো উন্নত করা উচিত।

সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন চাপের সম্মুখীন কিনা

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীরা কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন হয় কি-না বা হতে হয় কি-না তা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়। মূলত: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য এ বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়। এ প্রশ্নের চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে উপকারভোগীরা তাদের পছন্দমত মতামত প্রদান করে। সংগৃহীত তথ্য সারণিতে উপস্থাপন পূর্বক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি নং- ০৫ ঃ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন চাপের সম্মুখীন কিনা এ সম্পর্কে মতামত।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
না	৪৫	৯০	৪৭	৯৪	৯২	৯২
হ্যাঁ	০৪	০৮	০২	০৪	০৬	০৬
নিরুত্তর	০১	০২	--	--	০১	০১
অন্যমত	--	--	০১	০২	০১	০১
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বমোট ১০০ জন উপকারভোগীর কাছে জানতে চাওয়া হয় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন চাপের সম্মুখীন হতে হয় কি-না। চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে সরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদের মধ্যে ৪৫ জন অর্থাৎ ৯০% এবং বেসরকারী পর্যায়ের ৪৭ জন অর্থাৎ ৯৪% উত্তর দাতা 'না' জবাব দিয়েছেন। উভয় পর্যায় মিলিয়ে মোট ০৬ জন অর্থাৎ ০৬% উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' জবাব দিয়েছেন। অন্যমত প্রকাশ করেছেন মাত্র ০১ জন। প্রতীয়মান হয় সেবা গ্রহণকারীদেরকে সরকারী বেসরকারী কোন পর্যায়েরই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন চাপের সম্মুখীন হতে হয় না।

সেবার বিনিময়ে অর্থ ব্যবস্থা

সাধারনত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে যারা অসহায় বা অবলম্বনহীন তারাই সরকারী বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণের জন্য আসে। এ কারণে সেবা গ্রহণের বিনিময়ে অর্থ বা টাকা পয়সা ব্যয় করার সামর্থ্য তাদের থাকে না। সেবাদানকারী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানও বিষয়টি অনুধাবন করে থাকে বলে সেবার বিনিময় অর্থ গ্রহণ করে না।

সারণি নং- ০৬ ঃ সেবার বিনিময়ে অর্থ ব্যবস্থা।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
রশিদ দেয়া হয়	১৭	৩৪	১৫	৩০	৩২	৩২
রশিদ দেয়া হয় না	০৩	০৬	--	--	০৩	০৩
জমা খাতায় লিখে রাখে	০৬	১২	০২	০৪	০৮	০৮
অর্থ লাগেনা	২৪	৪৮	৩৩	৬৬	৫৭	৫৭
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবার বিনিময়ে অর্থ বা টাকা পয়সা লেনদেন হয় কি-না বা হলে সেটা কিভাবে সম্পন্ন হয় তা জানার জন্যই এ প্রশ্নটা করা হয়। এ থেকে আর্থিক স্বচ্ছতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের অধিকাংশ (৪৮%+৬৬%) গড়ে ৫৭% উত্তবদাতা বলেছেন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতে হয় না বা অর্থ লাগেনা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গড়ে ৩২% উপকারভোগী উত্তর দিয়েছেন অর্থ বা টাকা পয়সা রশিদের মাধ্যমে জমা করা হয়। ০৮% উত্তরদাতা বলেছে জমা খাতায় লিখে রাখে। ০৩% উত্তরদাতা বলেছেন রশিদ দেয়া হয় না।

আবাসস্থলের সুবিধা

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের আবাসিক নিবাসী উপকারভোগীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় তারা যে আবাস্থলে অবস্থান করেন সে সম্পর্কে । চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্য হতে উত্তরদাতারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রদান করেন। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ কালে বাস্তব পরিদর্শনে দেখা গেছে সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের জন্য সন্তোষজনক আবাসিক ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো বেশ উন্নত। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী সারণিতে উপস্থাপন পূর্বক বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি নং- ০৭ ঃ আবাসস্থলের সুবিধা।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সন্তুষ্ট	৪১	৯৩	৪৬	৯২	৮৭	৯২.৫
মোটামুটি সন্তুষ্ট	০১	২.২	০৪	০৮	০৫	৫.৩
অসন্তুষ্ট	--	--	--	--	--	--
নিরুত্তর	০২	৪.৫	--	--	০২	২.১
সর্বমোট	৪৪	১০০	৫০	১০০	৯৪	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত আবাসস্থলের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ৯৪ জন উপকারভোগী উত্তরদেন। ০৬ জন শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অনাবাসিক প্রশিক্ষণার্থী বিধায় তারা আবাস স্থলের সুবিধা সম্পর্কে উত্তর দেয়ার জন্য যথার্থ নন। সর্বমোট ৯৪ জনের মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ৯২.৫% (৮৭ জন) উত্তরদাতা প্রাপ্ত আবাস স্থলের সুবিধায় সন্তুষ্ট, ৫.৩% (০৫ জন) মোটামুটি সন্তুষ্ট বলে উত্তর দিয়েছেন এবং ২.১% (০২ জন) নিরুত্তর থেকেছেন। অসন্তুষ্ট বলে কেউ উত্তর দেননি। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সম্মানিত উত্তরদাতাদের মতামতের যথার্থতা পাওয়া গেছে।

সেবাদানে আন্তরিকতা

সেবাদানের ক্ষেত্রে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিকতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্ত রিকতার অভাবে যে কোন ভালো উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে । গবেষণা নমুনাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীদের মূল্যায়নেই প্রতীয়মান হয় প্রাতিষ্ঠানিক আন্তরিকতা। এ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণি নং- ০৮ ঃ সেবাদানে আন্তরিকতা।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
খুবই আন্তরিক	৩৭	৭৪	৪৭	৯৪	৮৪	৮৪
মোটামুটি আন্তরিক	১৩	২৬	০৩	০৬	১৬	১৬
আন্তরিক নয়	--	--	--	--	--	--
নিরুত্তর	--	--	--	--	--	--
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা কতটুকু তা প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ৭৪% উত্তরদাতা এবং বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ৯৪% উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন সেবা দানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ খুবই আন্তরিক। তবে সরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বেশি সংখ্যক (৯৪%) উত্তরদাতা সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ সেবাদানের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক বলে মত দিয়েছেন। গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনকালেও দেখা গেছে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট আন্ত রিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচেছ। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাদানে আন্তরিকতা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। তবে আরো আন্তরিক হলে সেবাদান কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হতে পারে।

সারণি নং- ০৯ ঃ কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণ সম্পর্কিত।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সন্তুষ্ট	৪০	৮০	৪৫	৯০	৮৫	৮৫
মোটামুটি সন্তুষ্ট	০৭	১৪	০৫	১০	১২	১২
অসন্তুষ্ট	০২	০৪	--	--	০২	০২
নিরুত্তর	০১	০২	--	--	০১	০১
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

সেবা গ্রহণকারীদের প্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচার আচরণ দ্বারা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মান তথা ব্যবস্থাপনার মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতাদের মধ্যে গড়ে ৮৫% উত্তরদাতা সন্তুষ্ট, ১২% উত্তরদাতা মোটামুটি সন্তুষ্ট, ০২% উত্তরদাতা অসন্তুষ্ট এবং মাত্র ০১% উত্তরদাতা নিরুত্তর মতামত ব্যক্ত করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে এদের মধ্যে সরকারী পর্যায়ের ৮০% এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৯০% উত্তরদাতা সন্তুষ্ট বলে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বেশী সংখ্যক সেবা গ্রহণকারী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বাস্তব পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়ও উপরোক্ত তথ্যের যথার্থতা পাওয়া গেছে।

সারণি নং- ১০ ঃ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
পর্যাপ্ত	৩৭	৭৪	৪৫	৯০	৮২	৮২
অপর্যাপ্ত	০৮	১৬	০১	০২	০৯	০৯
নিরুত্তর	০২	০৪	০২	০৪	০৪	০৪
অন্যমত	০৩	০৬	০২	০৪	০৫	০৫
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

সর্বমোট ১০০ জন উপকারভোগীকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭৪% সরকারী পর্যায়ের এবং ৯০% বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী মতামত দিয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। অর্থাৎ গড়ে ৮২% উত্তরদাতা মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত আছে এবং এতে তারা সন্তুষ্ট। এছাড়া ০৯% উত্তরদাতা অপর্যাপ্ত, ০৪% উত্তরদাতা নিরুত্তর এবং ০৫% উত্তরদাতা অন্যমত পোষণ করেছেন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সেবাদানকারী আবাসিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহকালে দেখা গেছে অধিকাংশ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ঠ কার্যকর । বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে এবং আবাসিক নিবাসীরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় ।

সারণি নং- ১১ ঃ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
স্বল্পমেয়াদী	২৮	৫৬	০৪	০৮	৩২	৩২
দীর্ঘমেয়াদী	০৬	১২	২৫	৫০	৩১	৩১
আয় বর্ধক	--	--	--	--	--	--
প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না	১৬	৩২	২১	৪২	৩৭	৩৭
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উপকারভোগীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। এর মধ্যে ৩২% উত্তরদাতা স্বল্প মেয়াদী, ৩১% উত্তরদাতা দীর্ঘ মেয়াদী এবং ৩৭% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ২১ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই ২১ জন বা ২১% উত্তরদাতা বেসরকারী বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের উপকারভোগী এবং এদের সকলের বয়স ষাটের উপরে। এদের মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তি বাছাই করে স্বল্প পরিশ্রমের কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে তাদের বিরক্তিকর অলস সময় সৃষ্টিশীলতাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে আনন্দময় হতে পারে। এছাড়া কিশোর-কিশোরী উপকারভোগীদের জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে লেখা পড়ার পাশাপাশি তারা ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নিতে পারে।

সারণি নং- ১২ ঃ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শন।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সপ্তাহেএকাধিক দিন	১৪	২৮	৪৬	৯২	৬০	৬০
মাসে একদিন	০৮	১৬	০১	০২	০৯	০৯
মাসে দুইদিন	২১	৪২	০৩	০৬	২৪	২৪
নিরুত্তর	০৭	১৪	--	--	০৭	০৭
সর্বমোট	৫০	১০০	৫০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ও তদারকীর উপর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন অনেক খানি নির্ভর করে। সর্বমোট ১০০ জন উপকারভোগীর কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সরকারী পর্যায়ের ২৮% উত্তরদাতা এবং বেসরকারী পর্যায়ের ৯২% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সপ্তাহে একাধিক দিন প্রতিষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

পরিদর্শন ও তদারক করে থাকেন। এ থেকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া উভয় পর্যায়ের ০৯% মাসে একদিন, ২৪% মাসে দুইদিন এবং ০৭% উত্তরদাতা নিরুত্তর মতামত দিয়েছেন।

পাঠদান উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি

যে কোন ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠদান উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গবেষণা নমুনাভুক্ত প্রায় প্রতিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা বিদ্যামান। উপকারভোগীদেরকে পাঠদান উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি নং- ১৩ ঃ পাঠদান উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সরবরাহ পর্যাপ্ত	৩৫	৭৯.৫	১৪	৪৮.৩	৪৯	৬৭
সরবরাহ অপর্যাপ্ত	০৩	৬.৮	০১	৩.৪	০৪	৫.৫
সরবরাহ অনিয়মিত	০১	২.৩	--	--	০১	১.৪
সরবরাহ নিয়মিত	০৫	১১.৬	১৪	৪৮.৩	১৯	২৬
সর্বমোট	৪৪	১০০	২৯	১০০	৭৩	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের যে সব উপকারভোগী লেখাপড়া করে তাদের মধ্যে ৭৩ জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত জরীপ করা হয়। এর মধ্যে সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ৭৯.৫% এবং বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ৪৮.৩% অর্থাৎ উভয় পর্যায় মিলে গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

৬৭% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন সরবরাহ পর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান উপকরণ সরবরাহ সন্তোষজনক। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মাসিক বরাদ্দ থাকে। বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সমস্যার কারণে তেমনটি পারেনা। এছাড়া উভয় পর্যায়ের মোট ৫.৫% উত্তরদাতা সরবরাহ অপর্যাপ্ত, ১.৪% উত্তরদাতা সরবরাহ অনিয়মিত এবং ২৬% উত্তরদাতা সরবরাহ নিয়মিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি নং- ১৪ ঃ সরবরাহকৃত খাদ্য দ্রব্যের মান।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
মোটামুটি ভাল	২৬	৫৯	৩৭	৭৪	৬৩	৬৭
উন্নত	১৬	৩৬.৪	১২	২৪	২৮	৩০
খারাপ	০২	৪.৫	০১	০২	০৩	০৩
অন্যমত	--	--	--	--	--	--
সর্বমোট	৪৪	১০০	৫০	১০০	৯৪	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সর্বমোট ৯৪ জন উত্তরদাতা সরবরাহকৃত খাদ্য দ্রব্যের মান সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। এর মধ্যে সরকারী পর্যায়ের ৫৯% এবং বেসরকারী পর্যায়ের ৭৪% উত্তরদাতা মোটামুটি ভাল বলে মতামত দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ের ৩৬.৪% এবং বেসরকারী পর্যায়ের ২৪% উত্তরদাতা খাদ্য দ্রব্যের মান উন্নত বলে মত দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ের ৪.৫% এবং বেসরকারী পর্যায়ের ০৩% উত্তরদাতা উত্তর দিয়েছেন খাদ্য দ্রব্যের মান খারাপ। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের অবস্থান রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে। মানুষের মৌলিক এ চাহিদা পূরণে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে যত্নবান হওয়া বাঞ্চনীয়।

তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় উভয় পর্যায়ের গড়ে সর্বমোট ৬৭% উত্তরদাতা মোটামুটি ভালো, ৩০% উত্তরদাতা উন্নত এবং ০৩% উত্তরদাতা সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের মান খারাপ বলে মতামত দিয়েছেন। সরবাহকৃত খাদ্য দ্রব্যেরমাণ সর্বক্ষেত্রে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

সারণি নং- ১৫ ঃ পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ প্রাপ্তি সম্পর্কিত মতামত।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
সরবরাহ পর্যাপ্ত	২০	৪৫.৫	৩৬	৭২	৫৬	৫৯.৬
সরবরাহ অপর্যাপ্ত	০২	৪.৫	০২	০৪	০৪	৪.৩
সরবরাহ অনিয়মিত	১০	২৩	--	--	১০	১০.৬
সরবরাহ নিয়মিত	১২	২৭	১২	২৪	২৪	২৫.৫
সর্বমোট	৪৪	১০০	৫০	১০০	৯৪	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী সর্বমোট ৯৪ জনের কাছে সরবরাহকৃত পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে ৪৫.৫% এবং ৭২% উত্তরদাতা অর্থাৎ গড়ে মোট ৫৯.৬% উত্তরদাতা সরবরাহ পর্যাপ্ত বলে মত দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী পর্যায়ের (৭২%) বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা সরবরাহ পর্যাপ্ত বলে মতব্যক্ত করেছেন।এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গড়ে মোট ৩৫.৫% উত্তরদাতা সরবরাহ নিয়মিত, ৪.৩% উত্তরদাতা সরবরাহ অপর্যাপ্ত এবং ১০.৬% উত্তবদাতা সববরাহ অনিয়মিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি নং- ১৬ ঃ চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি সম্পর্কিত।

মতামত	সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%
উন্নত	২৮	৬৩.৬	৪৭	৯৪	৭৫	৮০
অনুন্নত	০৩	০৭	০১	০২	০৪	০৪
পর্যাপ্ত নয়	১৩	২৯.৫	০২	০৪	১৫	১৬
অন্যমত	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	৪৪	১০০	৫০	১০০	৯৪	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ৯৪ জন উপকারভোগীর কাছে প্রাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়। এর মধ্যে সরকারী পর্যায়ের ৬৩.০৬% এবং বেসরকারী পর্যায়ের ৯৪% উত্তরদাতা চিকিৎসা সুবিধা উন্নত বলে মত দিয়েছেন। গড়ে উভয় পর্যায়ের ৮০% উত্তবদাতাই এ বিষয়ে একমত । ৪% উত্তরদাতা অনুন্নত, ১৬% উত্তরদাতা পর্যাপ্ত নয়, বলে মতামত দিয়েছেন। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা উন্নত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে সরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে এ বিষয়ে আরো মনোযোগী ও যত্নবান হতে হবে। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম। সুষ্ঠু সন্দুর জীবন যাপনের জন্য যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। এ বিষয়টির প্রতি সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা একান্ত অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.২ সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশী এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণভাবে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এককভাবে এদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থান সর্ববৃহৎ। এ কারণে গবেষণাকালে গবেষণার জন্য নির্বাচিত সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানেও সরকারী সমাজসেবা অফিসে কর্মরত এবং প্রত্যক্ষভাবে সেবাদান কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্য হতে ২০ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি নং ১৭ ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচিতি।

উত্তর দাতা	মহিলা/পুরুষ			পদমর্যাদা				শিক্ষাগত যোগ্যতা			
	মহিলা	পুরুষ	মোট	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	স্নাতক	স্নাত কোত্তর
জন	০৫	১৫	২০	০৬	০৫	০৪	০৫	০১	০৩	০৭	০৯
শতকরা (%)	২৫	৭৫	১০০	৩০	২৫	২০	২৫	০৫	১৫	৩৫	৪৫

উৎস ঃ মতামত জরীপ

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি জড়িত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্য হতে গবেষণার নমুনা হিসেবে ২০ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে ২৫% (০৫জন) মহিলা এবং ৭৫% (১৫ জন) পুরুষ, পদমর্যাদা বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩০% (০৬

Dhaka University Institutional Repository

জন) প্রথম শ্রেণী, ২৫% (০৫ জন) দ্বিতীয় শ্রেণী, ২০% (০৪ জন) ৪র্থ শ্রেনীর পদমর্যাদার অধিকারী। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ০৫% (০১ জন) মাধ্যমিক, ১৫% (০৩ জন) উচ্চ মাধ্যমিক, ৩৫% (০৭ জন) স্নাতক এবং সর্বাধিক ৪৫% (০৯ জন) স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী।

সারণি নং ১৮ ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মঅভিজ্ঞতা।

উত্তরদাতা	কর্ম অভিজ্ঞতা/কার্যকাল					মোট
	০১-০৫ বছর	০৬-১০ বছর	১১-১৫ বছর	১৬-২০ বছর	২১-২৫ বছর	
জন	০৯	০৩	০৩	০৩	০২	২০
শতকরা (%)	৪৫	১৫	১৫	১৫	১০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

গবেষণা নমুনাভূক্ত সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মঅভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বরূপ জানার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে এসেছে। উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫% (০৯) জন ০১-০৫ বছর, ১৫% (০৩) জন ০৬-১০ বছর, ১৫% (০৩ জন) ১১-১৫ বছর, ১৫% (০৩ জন) ১৬-২০ বছর, ১০% (০২ জন) ২১-২৫ বছর কর্ম অভিজ্ঞতার অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তারা উল্লেখিত সময় ধরে এদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচী ও কার্যালয়ে কর্মরত আছেন।

সারণি নং ১৯ ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত গ্রহণ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সর্বদা মতামত নেয়া হয়	০১	৫
কোন কোন সময় মতামত নেয়া হয়	০৫	২৫
কখনোই নেয়া হয় না।	১৪	৭০
অন্যমত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

ব্যবস্থাপনার সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিকল্পনা। যে কোন ধরনের কাজের শুরুতেই পরিকল্পনা সামনে এসে উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ব্যবস্থপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উত্তম ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মাঠ পর্যায়ে যারা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে তাদের প্রতিনিধিকে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অংশ গ্রহনের সুযোগ দিতে হবে। অথবা কর্মীদের মতামত যাচাই পূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ (৭০%) কর্মকর্তা কর্মচারী মতামত প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা প্রণয়নে কখনোই তাদের মতামত নেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। এখানে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির এটাই বাস্তব চিত্র।

উপস্থাপিত সারণি বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যায় সর্বাধিক ৭০% উত্তরদাতা (১৪জন) কর্মকর্তা-কর্মচারী মত প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত নেয়া হয় না। এছাড়া ০৫% উত্তরদাতা (০১ জন) সর্বদা মতামত নেয়া হয়, ২৫% (০৫ জন) কোন কোন সময় মতামত নেয়া হয় বলে মতামত দিয়েছেন।

সারণি নং২০ ঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মতামত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০২	১০
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০৪	২০
ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী	--	--
সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৪	৭০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সর্বাধিক ৭০% উত্তরদাতা (১৪ জন) মত প্রকাশ করেছে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, অর্থাৎ মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (ইউনিয়ন সমাজকর্মী) পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তাবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালায়। সরেজমিন পরিদর্শনেও এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী বা তাদের প্রতিনিধির মতামত নেয়া হয় না। এছাড়া শতকরা ১০% (০২ জন) জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ২০% (০৪ জন) উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ২০%(০৪ জন) উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বলে মতামত দিয়েছেন।

সারণি নং ২১ ঃ অর্থসংকটে পড়তে হয় কি না।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয়	০২	১০
অর্থসংকটে পড়তে হয় না	০৪	২০
মাঝে মাঝে অর্থ সংকটে পড়তে হয়	১৪	৭০
অন্যমত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে অর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু ধর্মীয় কিংবা মানবিক অনুভূতি দিয়ে আজকাল সামাজিক কল্যাণ সাধান সম্ভব হয় না। একারণে অর্থ সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর কাছে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক সংকটে পড়তে হয় কি না। সর্বোচ্চ ৭০% বা ১৪ জন উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন মাঝে মাঝে অর্থসংকটে পড়তে হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার মাধ্যমেও বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থ সংকটের কারণে সেবাদান কার্যক্রমও ব্যাহত হয় বলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ১০% উত্তরদাতা সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয়, ২০% উত্তরদাতা অর্থসংকটে পড়তে হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি নং ২২ ঃ মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যপরিবেশ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
পৃথক	--	--
পৃথক নয়	০১	০৫
মিশ্র	১৯	৯৫
অন্যমত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্য হতে মোট ২০ জন উত্তরদাতার কাছে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্য পরিবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ৯৫% (১৯ জন) উত্তরদাতা কার্যপরিবেশ মিশ্র এবং ০৫% (০১ জন) পৃথক নয় বলে মতামত দিয়েছেন। প্রতীয়মান হয় এবং গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনকালেও

Dhaka University Institutional Repository

দেখা গেছে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যপরিবেশ মিশ্র এবং এ নিয়ে কর্মরত মহিলা বা পুরুষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোন আপত্তি বা সমস্যার কথা আলাপকালে কেউ প্রকাশ করেননি।

সারণি নং ২৩ ঃ কার্যপরিধি নির্দিষ্ট করণ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
কেন্দ্রীয় ভাবে	১৭	৮৫
কেন্দ্রীয় ভাবে নয়	--	--
স্থানীয় ভাবে	০২	১০
অন্যমত	০১	০৫
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম পরিধি কিভাবে নির্দিষ্ট করা হয় তা জানার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৮৫% (১৭ জন) উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের কর্মপরিধি কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ১০% উত্তরদাতা স্থানীয়ভাবে এবং ০৫% উত্তরদাতা অন্যমত উত্তর দিয়েছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতার দেয়া তথ্যই সঠিক বলে পরিদর্শনকালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠিক আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে। তবে তারা আরো বলেছেন যে, স্থানীয় বাস্তব পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় অনেক সময় কার্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিধি পুনঃনির্ধারণ করে থাকেন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া কাজের বাইরেও সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজ করতে হয়।

সারণি নং ২৪ ঃ কর্মী প্রেষণাদান পদ্ধতি।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
আর্থিক প্রেষণা দেয়া হয়	--	--
অনার্থিক প্রেষণা দেয়া হয়	০৭	৩৫
আর্থিক-অনার্থিক উভয় প্রেষণা দেয়া হয়	০১	০৫
প্রেষণা দেয়া হয় না	১২	৬০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাদের কাজের প্রতি আরো যত্নবান ও দায়িত্বশীল করে তুলতে প্রেষণার ভূমিকা অপরিসীম। সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য হতে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ৬০% উত্তরদাতা বলেছে প্রেষণা দেয়া হয় না; ৩৫% উত্তরদাতা বলেছে অনার্থিক প্রেষণা দেয়া হয়। ০৫% উত্তরদাতা না বুঝেই উত্তর দিয়েছে আর্থিক-অনার্থিক উভয় প্রকার প্রেষণা দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ উত্তরদাতার দেয়া তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে কোন প্রকার প্রেষণা দেয়া হয় না। সরেজমিনে বাস্তব পরিদর্শনকালে নমুনাভূক্ত ও নমুনা বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার প্রেষণাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সারণি নং ২৫ ঃ কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সব সময় মনিটরিং করা হয়	১২	৬০
মনিটরিং করা হয় না।	--	--
মাঝে মাঝে মনিটরিং করা হয়	০৮	৪০
নিরুত্তর	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

যথাযথ মনিটরিং এর উপর প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন অনেক খানি নির্ভর করে। অনিয়ম, অপচয়, দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিনিয়ত মনিটরিং এর বিকল্প নেই। সর্বমোট ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয় কিনা। উত্তরে ৬০% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন সব সময় মনিটরিং করা হয়, ৪০% উত্তরদাতা মাঝে মাঝে মনিটরিং করা হয় বলে মতামত দিয়েছেন। মনিটরিং করা হয় না এই মর্মে কেউ মতামত দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ২৬ ঃ প্রকল্প কাজের সমন্বয় সাধন।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
প্রধান কার্যালয়	০১	০৫
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	১৫	৭৫
কর্মসূচী/প্রকল্প প্রধান	০৪	২০
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

প্রতিটি প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত থাকেন। কেন্দ্রে অবস্থান করে প্রকল্পের কাজ তদারক করেন। কিন্তু জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প কাজের সমন্বয় সাধনের কাজ কে করেন? এই ছিল প্রশ্ন। জবাবে ৭৫% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়। যেহেতু সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প কাজ পরিচালনার জন্য জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে শাখা অফিস খোলা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেহেতু জেলা সমাজসেবা কার্যালয় অন্যান্য কাজের ন্যায় প্রকল্প প্রধানের বা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে প্রকল্প কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করে থাকেন। অনুসন্ধানকালে অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামতেই তা প্রতীয়মাণ হয়েছে।

সারণি নং ২৭ ঃ শ্রম আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়	০৯	৪৫
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়	০৮	৪০
প্রয়োগ করা হয় না	০৩	১৫
অন্যমত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম আইনের প্রয়োগের বিষয়টি মৌলিক মানবাধিকারের সাথে জড়িত। শ্রম আইনের প্রয়োগ কর্মীদের মৌলিক অধিকার । সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ করা হয় কি না। ৪৫% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, ৪০% উত্তরদাতা প্রয়োগ করা হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু উত্তরদাতা শ্রম আইন সম্পর্কে না জেনেই মতামত দিয়েছেন। তবে সঠিক ভাবে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রম আইনের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সারণি নং ২৮ ঃ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ	১৪	৭০
আর্থিক নিয়ন্ত্রণ	--	--
উভয়টি	০৬	৩০
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর নেই	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

নিয়ন্ত্রণ হলো ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবত থাকা একান্ত জরুরী। সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে ৭০%

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রতি মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রতি মতামত ব্যক্ত করেননি। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর নেই মর্মে কেউ মতামত দেননি। ৩০% উত্তরদাতা উভয়টি অর্থাৎ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ উভয় পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন। সরেজমিনে অনুসন্ধান ও আলাপ চারিতায়ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সারণি নং ২৯ ঃ পেশাগত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
হাঁ	১৪	৭০
না	০৬	৩০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

যে কোন পেশার ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে ৭০% উত্তরদাতা 'হাঁ' এবং ৩০% উত্তরদাতা 'না' সূচক মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বুনিয়াদী বা ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমে দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩০ ঃ স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সহযোগিতা করে	২০	১০০
সহযোগিতা করে না	--	--
সহযোগিতা চায় না	--	--
নিরত্তর	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

স্থানীয় বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সাধরনত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মী নাও থাকতে পারে। সুতরাং বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তথা পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে চারটি বিকল্প উত্তর থাকলেও সকলে (১০০%) উত্তরদাতাই মতামত দিয়েছেন স্থানীয় বেসরকারী সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজসেবা অফিস সহযোগিতা করে। অথচ গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনে এবং বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপকালে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয়নি। অবশ্য বেসরকারী পর্যায়ের কোন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাগত বা পরিচালনাগত সমস্যার সম্মুখীন হলে সরকারের সমাজসেবা অফিস পরিস্থিতি মোকাবেলায় এগিয়ে আসে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩১ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
যথেষ্ট কার্যকর	১০	৫০
মোটামুটি কার্যকর	১০	৫০
তেমন কার্যকর নয়	--	--
মোটেও কার্যকর নয়	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে ৫০% উত্তরদাতা মোটামুটি কার্যকর এবং অবশিষ্ট ৫০% উত্তরদাতা যথেষ্ঠ কার্যকর বলে মতামত দিয়েছেন। দুটো উত্তরই প্রায় একই গোত্রভূক্ত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকারী পর্যায়ের গৃহীত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারী পর্যায়েও গৃহীত কর্মসূচী সমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। তবে অঞ্চল ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র নির্বাচন করে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। দেশী-বিদেশী ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থাগুলোও এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনামূলক নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩২ ঃ দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সম্পূর্ণ সম্ভব	০৩	১৫
আংশিক সম্ভব	০৭	৩৫
দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়	--	--
নিরুত্তর	১০	৫০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ভূমিকা প্রসঙ্গে চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্য হতে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ৫০% উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেননি। এছাড়া ১৫% উত্তরদাতা সম্পূর্ণ সম্ভব, ৩৫% উত্তরদাতা আংশিক সম্ভব বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশে তথা বিশ্বে আলোচিত একটি বিষয়। বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ও সরকারীভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের এতো বেশি বিস্তার ঘটেছে যে বর্তমানে এটি নিয়ে নানা মুখী বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩৩ ঃ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতাদের প্রশিক্ষন ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
আয় বর্ধক	০২	১০
স্বল্প মেয়াদী	০৭	৩৫
দীর্ঘ মেয়াদী	--	--
প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না	০১	০৫
নিরুত্তর	১০	৫০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ঋণের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগের উপর এর সাফল্য নির্ভর করে। আর এ জন্য প্রয়োজন হয় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০ জনের মতামত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৫০%(১০ জন) উত্তরদাতা এ বিষয়ে মতামত দেননি বা নিরুত্তর থেকেছেন। এই ১০ জনের মধ্যে বেশ কয়েক জন অবশ্য ঋণদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এছাড়া ১০% উত্তরদাতা আয়বর্ধক, ৩৫% উত্তরদাতা স্বল্প মেয়াদী, ০৫% উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না বলে মত দিয়েছেন।

সরেজমিনে পরিদর্শন ও অনুসন্ধানে দেখা গেছে সবকারী পর্যায়ের অধিকাংশ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানে কারিগরি প্রশিক্ষক বা টি আই (TI) কর্মরত আছেন। তারা অবকাঠামোগত কারণে ঋণ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহীতাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে পারেন না। তবে ঋণ গ্রহীতাদেরকে ঋণের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সারণি নং ৩৪ ঃ ঋণের কিস্তি পরিশোধের ধরণ।

মতামত	উত্তবদাতা	
	জন	%
নিয়মিত	০৩	১৫
অনিয়মিত	০৬	৩০
কিস্তি পরিশোধ করে না	--	--
নিরুত্তর	১১	৫৫
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঋণ কিস্তি পরিশোধের ধরণ সম্পর্কে ৫৫% বা (১১ জন) উত্তরদাতা নিরুত্তর প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এদের অধিকাংশই ঋণদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এছাড়া ১৫% উত্তরদাতা নিয়মিত, ৩০% উত্তরদাতা অনিয়মিত বলে মতামত দিয়েছেন। সরেজমিনে দেখা গেছে ঋণের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে না পারার কারণে অনেক সময় নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারেনা । তবে কিস্তি পরিশোধ করে না এমনটি নয়। এর আর একটা কারণ হলো একই ব্যক্তি একাধিক সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করে, যার সবটুকু লাভজনক ভাবে বিনিয়োগ করতে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩৫ ঃ ভাতা প্রদান কর্মসূচী।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
গুরুত্বপূর্ণ	১৮	৯০
মোটামুটি	০২	১০
তেমন নয়	--	--
নিরত্তর	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারী পর্যায়ে সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর অনেক সময় জেলা বা উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করে থাকে। উল্লেখযোগ্য ভাতা প্রদান কর্মসূচী হলো বয়স্ক ভাতা, পঙ্গু ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৯০% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন ভাতা প্রদান কর্মসূচী জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ১০% উত্তরদাতা মোটামুটি ভূমিকা পালন করছে বলে মত দিয়েছেন। বাস্তবে সরেজমিন পরিদর্শন ও অনুসন্ধানকালেও অধিকাংশ (৯০%) উত্তরদাতার মতামতের যথার্থতা পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩৬ ঃ সামাজিক সমস্যা হ্রাসকরণে পদক্ষেপ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	১৫	৭৫
প্রচারণা চালানো হয়	০৪	২০
প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়া হয়	০১	০৫
কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

বাংলাদেশে অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক সমস্যা হ্রাসকরণে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বা কর্মসূচীতে কর্মরত ২০ জনের কাছ থেকে মতামত জানতে চাওয়া হয়। অধিকাংশ (৭৫%) উত্তরদাতা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন, ২০% উত্তরদাতা প্রচারণা চালানো হয় এবং ০৫% উত্তরদাতা প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়া হয় বলে মতামত দিয়েছেন। সামাজিক সমস্যা হ্রাসকরণে সমাজসেবা অধিদপ্তর তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণ মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো ও জনমত গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩৭ ঃ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সম্প্রসারণ প্রয়োজন	১৩	৬৫
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা উচিত	০৭	৩৫
সম্প্রসারণ প্রয়োজন নেই	--	--
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাতিল করা উচিত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

দারিদ্র বিমোচনে বহুল আলোচিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বর্তমানে দারিদ্র হ্রাস না দারিদ্র বৃদ্ধিতে সহায়ক এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। কারণ ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম বর্তমানে কয়েক হাজার এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা করছে। ঋণের টাকার লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিত না করে একই ব্যক্তিকে একাধিক সংস্থা ঋণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। গ্রাম এবং শহরের দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এ চিত্র দেখা গেছে।

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় সর্বাধিক ৬৫% উত্তরদাতা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন। এছাড়া ৩৫% উত্তরদাতা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রতীয়মান হয় নিয়ন্ত্রিত ভাবে যথাযথ তদারকী ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করলে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৩৮ ঃ আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনে পরামর্শ ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত	০৪	২০
কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত	--	--
উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত	১০	৫০
সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত	০৬	৩০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আর্থ সামাজিক কল্যাণ সাধনে মোট ২০ জন উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন । এর মধ্যে ২০% উত্তরদাতা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত, ৫০% উত্তরদাতা উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত এবং ৩০% উত্তরদাতা সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। দেখা গেছে অধিকাংশ (৫০%) উত্তরদাতা মত দিয়েছেন উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের বিষয়ে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও মাধ্যমিক উৎস্য থেকে তথ্য সংগ্রহকালে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ও উপকারভোগীদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন সম্ভব।

যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্য দক্ষ ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম যথাযথ সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল ও প্রক্রিয়াগত মডেলে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৩ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিরোনামে বর্তমান গবেষণায় সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সব সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলোকে সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় তদারকী ও ব্যবস্থাপনার বাইরে বিভিন্ন দেশী বিদেশী এনজিও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণধারণা অর্জন ও সে আলোকে করণীয় নির্ধারণের জন্য বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ২০ জন ব্যক্তিকে নমুনা ধরে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল ব্যক্তি বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। সংগৃহীত তথ্যাবলী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো ।

সারণি নং ৩৯ ঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচিতি ।

উত্তরদাতা	মহিলা / পুরুষ			কর্ম অভিজ্ঞতা					শিক্ষাগত যোগ্যতা			
	মহিলা	পুরুষ	মোট	০১-০৫ বছর	০৬-১০ বছর	১১-১৫ বছর	১৬-২০ বছর	২১-২৫ বছর	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	স্নাতক	স্নাত কোত্তর
জন	০২	১৮	২০	০৫	০৪	০৫	০৩	০৩	-	০৬	০৩	১১
%	১০	৯০	১০০	২৫	২০	২৫	১৫	১৫	-	৩০	১৫	৫৫

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বরূপ জানার জন্য বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপরোক্ত সারণিতে বেসরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। মোট ২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০% (০২ জন) ছিলেন মহিলা, বাকী ৯০%, (১৮ জন) পুরুষ। তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ০১-০৫ বছর ২৫%, ০৬-১০ বছর ২০%, ১১-১৫ বছর ২৫%, ১৬-২০ বছর ১৫%, ২১-২৫ বছর ১৫% উত্তরদাতা উল্লেখিত কর্মঅভিজ্ঞতার অধিকারী। উপরোক্ত সারণিতে আরো দেখা যায় ৩০% কর্মকর্তা কর্মচারী উচ্চ মাধ্যমিক, ১৫% স্নাতক এবং ৫৫% উত্তরদাতা স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী।

সারণি নং ৪০ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
পরিচালনা/নির্বাহী কমিটি	২০	১০০
সরকারের সমাজসেবা	--	--
পরিচালনা কমিটি ও সমাজ সেবা অফিস যৌথভাবে	--	--
অন্যমত	--	--
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ নীতির আলোকেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট এমন ২০ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ১০০% উত্তরদাতা অর্থাৎ সকলে উত্তর দিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ বা নির্বাহী কমিটি প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন করে থাকে। আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় জানা গেছে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজসেবা অফিসের কোন ভূমিকা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৪১ ঃ অর্থসংকট সংক্রান্ত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয়	০৫	২৫
অর্থসংকটে পড়তে হয় না	০৪	২০
মাঝে মাঝে অর্থসংকটে পড়তে হয়	০৮	৪০
অন্যমত	০৩	১৫
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষেত্রে অর্থসংকটে পড়তে হয় কি না এ প্রসঙ্গে ২০ জন উত্তরদাতা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে ২৫% উত্তরদাতা সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয়, ২০% উত্তরদাতা অর্থসংকটে পড়তে হয় না, ৪০% উত্তরদাতা মাঝে মাঝে অর্থসংকটে পড়তে হয় বলে মতামত দিয়েছেন। এছাড়া ১৫% উত্তরদাতা অন্যমত পোষণ করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়ই অর্থসংকটে পড়তে হয়, আর অর্থ সংকটের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই সেবাদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়।

সারণি নং ৪২ ঃ কার্যকালের স্থায়ীত্ব বিধান নীতি সম্পর্কিত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
প্রয়োগ করা হয়	১১	৫৫
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়	০১	০৫
প্রয়োগ করা হয় না	০৮	৪০
বিশেষ কোন নীতি প্রয়োগ করা হয় না	-	-
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের কাজের বা কার্যকালের স্থায়ীত্বের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখে। এটা ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা নীতি। এ প্রসঙ্গে ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে মতামত দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৫৫% উত্তরদাতার মতে প্রয়োগ করা হয়, ০৫% উত্তরদাতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং ৪০% উত্তরদাতা প্রয়োগ করা হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে বেসরকারীর ব্যবস্থাপনার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা ব্যবস্থাপনার নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তারা অনুসরণ করেন না।

সারণি নং ৪৩ ঃ কার্য পরিবেশ সম্পর্কিত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
পৃথক	০৭	৩৫
পৃথক নয়	০৩	১৫
মিশ্র	১০	৫০
অন্যমত	-	-
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্য পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুষ্ঠু কার্যপরিবেশের অভাবে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারে না। উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩৫% উত্তরদাতা মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্য পরিবেশ পৃথক, ১৫% উত্তরদাতা পৃথক নয়, ৫০% উত্তরদাতা মিশ্র বলে মতামত দিয়েছেন। সরেজমিনে পরিদর্শনকালেও উপরোক্ত চিত্র দেখা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্র কার্যপরিবেশ থাকলেও কর্মরতদের মধ্যে এ নিয়ে কোন অভিযোগ বা ক্ষোভ নেই । বরং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৪৪ ঃ সাহায্য দাতাদের পক্ষ থেকে চাপ প্রসঙ্গে ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সব সময় চাপের সম্মুখীন হতে হয়	০১	০৫
মাঝে মাঝে চাপের সম্মুখীন হতে হয়	০৩	১৫
কোন চাপ আসে না	১৪	৭০
অন্যমত	০২	১০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে সর্বাধিক ৭০% উত্তরদাতা মতামত প্রকাশ করেছেন কোন চাপ আসে না। এছাড়া ১৫% উত্তরদাতা মাঝে মাঝে চাপের সম্মুখীন হতে হয়, ১০% উত্তরদাতা অন্যমত এবং ০৫% উত্তরদাতা সব সময় চাপের সম্মুখীন হতে হয় বলে মতামত প্রকাশ করেছে। বাস্তব পরিদর্শনকালে দেখা গেছে বেসরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদাতাদের পক্ষ থেকে কোন চাপ আসে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থদাতারাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে।

সারণি নং ৪৫ ঃ শ্রম আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত মতামত।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়	০১	০৫
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়	১৩	৬৫
প্রয়োগ করা হয় না	০৬	৩০
অন্যমত	-	-
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট এমন ২০ জনের কাছে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল কর্মী নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ করা হয় কি না। তাদের অনেকেই শ্রম আইন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। উপরোক্ত টেবিলের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বাধিক ৬৫% উত্তরদাতার মতে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম আইন প্রয়োগ করা হয়, ৩০% উত্তরদাতা প্রয়োগ করা হয় না, এবং ০৫% উত্তরদাতা সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সরেজমিন পরিদর্শন কালে দেখা গেছে বেসরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই দেশে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না।

সারণি নং ৪৬ ঃ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত মতামত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ	০৭	৩৫
আর্থিক নিয়ন্ত্রণ	০৫	২৫
উভয়টি	০৭	৩৫
অন্যমত	০১	০৫
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর কাছে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছিল। চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে ৩৫% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, ২৫% উত্তরদাতা আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ৩৫% উত্তরদাতা আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, ০৫% উত্তরদাতা অন্যমত প্রকাশ করেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৪৭ ঃ অর্থের উৎস্য সম্পর্কিত মতামত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
২৫ঃ৭৫	০৮	৪০
৫০ঃ৫০	-	-
৭৫ঃ২৫	-	-
২০ঃ৮০	০৪	২০
০ঃ১০০	০৮	৪০
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ২০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অর্থের উৎসের সরকারী ও বেসরকারী অনুপাত সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে বলা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৪০% উত্তরদাতার মতে সরকারী ও বেসরকারী উৎসের অনুপাত ২৫ঃ৭৫, ২০%, উত্তরদাতার মতে ২০ঃ৮০, ৪০% উত্তরদাতার মতে ০ঃ১০০। পাঁচটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে ৫০ঃ৫০ এবং ৭৫ঃ২৫ এ দুটিতে একজনও মতামত দেননি। বাস্তব পরিদর্শনকালেও এ চিত্র দেখা গেছে। অধিকাংশ বেসরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের ব্যয়ের প্রায় ৭৫% নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হয়। একারণে এধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই অর্থসংকট দেখা দেয়। বেসরকারী পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। সরকারেব সমাজসেবা অধিদপ্তর এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আংশিক আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করে থাকে। অবশ্য কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আছে যারা সরকারী কোন সাহায্য ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং ৪৮ ঃ কর্মী প্রেষণা পদ্ধতি সম্পর্কিত মতামত ।

মতামত	উত্তরদাতা	
	জন	%
আর্থিক প্রেষণা	০২	১০
অনার্থিক প্রেষণা	১৩	৬৫
আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রেষণা	০২	১০
প্রেষণা দেয়া হয় না	০৩	১৫
মোট	২০	১০০

উৎস ঃ মতামত জরীপ ।

প্রেষণার মাধ্যমে কর্মীরা তাদের কাজে উৎসাহ পায়, নতুন উদ্যম ও প্রেরণায় সামনে এগিয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রেষণার গুরুত্ব অপরিসীম । উপরোক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৬৫% উত্তবদাতা মত প্রকাশ করেছেন অনার্থিক প্রেষণা দেয়া হয়। এছাড়া ১০% উত্তরদাতা আর্থিক প্রেষণা, ১০% উত্তরদাতা আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রেষণা এবং ১৫% উত্তরদাতা প্রেষণা দেয়া হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অনেকেই প্রেষণার বিষয়টি বোঝেন না। কেউ কেউ কিছুটা বুঝলেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না।

৫.৩ মাধ্যমিক উৎসের তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণাকালে তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা অভিসন্দর্ভ, গবেষণা প্রকাশনা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা, স্মরণিকা, ক্রোড়পত্র, সাময়িকী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য, টেবিল, ইত্যাদির ব্যাখ্যা নিচে উপস্থাপন করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাজেট

* ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মূল রাজস্ব বাজেট ছিল ১৫৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা । যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১০% বেশি।

* উন্নয়ন খাতে এডিপিতে সংশোধিত বরাদ্দ ৫১.১৩ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে ১৫ টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

* রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ৮.৪৫ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থে ৫টি উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের গত পাঁচ বছরের রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক লেখচিত্র

সারণি নং- ৪৯ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

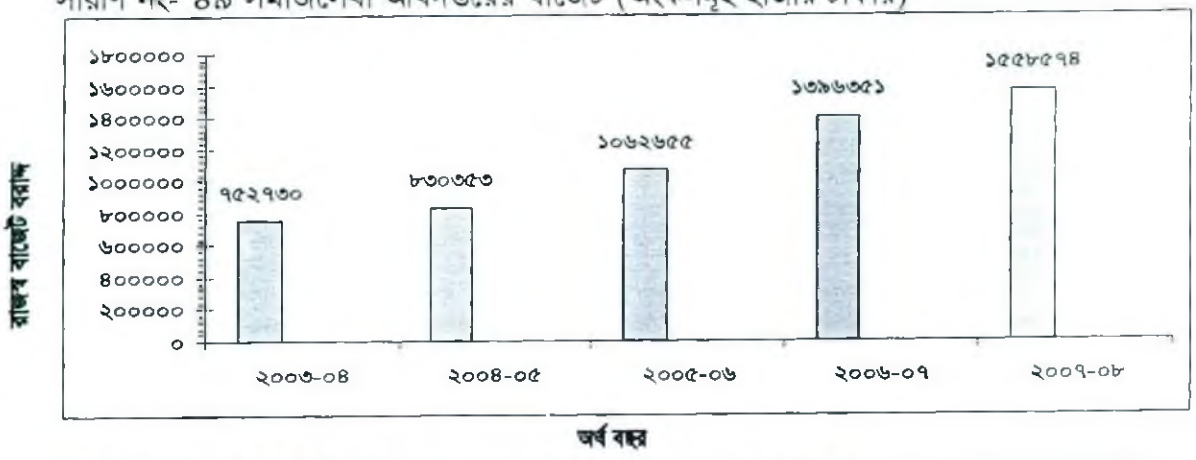

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃঃ-২২ ।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের গত পাঁচ বছরের রাজস্ব বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট ছিল ৭৫,২৭,৩০,০০০.০০ টাকা এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট ছিল ৮৩,০৩,৫৩,০০০.০০ টাকা । যা গত অর্থ বছেরর তুলনায় মাত্র ৭,৭৬,২৩,০০০.০০ টাকা বেশি। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১০.৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩,২৩,০২,০০০.০০ টাকা বা শতকরা প্রায় ২৭.৯৮ ভাগ ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫-০৬ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩,৩৬,৯৬,০০০.০০ টাকা বা শতকরা প্রায় ৩১.৪০ ভাগ । ৫ বছরের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট ছিল ১,৩৯,৩৬,৫১,০০০.০০ টাকা, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১,৫৫,৮৫,৭৪,০০০.০০ টাকা । তবে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরে বাজেট বৃদ্ধির হার খুবই কম । মাত্র ১১.৬২ ভাগ ।

সামগ্রিকভাবে পাঁচ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি অর্থ বছরেই রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে তা খুবই কম ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৩১.৪০ ভাগ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়াটাই যথেষ্ট নয় । সমাজকল্যাণমূলক খাতে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা বাঞ্চনীয় । কেননা কল্যাণ রাষ্ট্রে সামাজিক খাতে বরাদ্দ বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পল্লী (থানা) সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে দেশের তৎকালীন ৪০টি থানায় এ কার্যক্রম সর্বপ্রথম চালু করা হয় এবং ১৯৭৯ সন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচীর ২য় পর্ব ১৯৮০-৮৭, ৩য় পর্ব ৮৭-৯২, ৪র্থ পর্ব ৯২-৯৫, ৫ম পর্ব ৯৫-২০০২ পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। রাজস্ব বাজেটে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-৬ প্রকল্পটি জুলাই,২০০৪ থেকে জুন'২০০৭ পর্যন্ত দেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম উৎসাহ ব্যঞ্জক অর্থনৈতিক, জনমিতি এবং

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সফলতা এনেছে। এ কার্যক্রমের অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, যথা- গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ, ভূমিহীন, বেকার, অসহায় মহিলারা উপকৃত হয়েছে। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম প্রকল্পভূক্ত গ্রামের দরিদ্র জনসাধারনকে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করেছে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে। ঋণের উপর ১০% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। যা গ্রাম তহবিলে জমা হয় এবং পরবর্তীতে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। সার্ভিস চার্জের টাকা সরকার বা সমাজসেবা অধিদপ্তর গ্রহণ করে না। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে আয়বর্ধক কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রতিবেদন হতে জানা যায় (১৯৭৪ হতে জুন'২০০৮) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের শুরুতে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হত। বর্তমানে লক্ষ্যভুক্ত প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ১ম পর্ব হতে ৬ষ্ঠ পর্বে জুন/২০০৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৬৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণখাতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে প্রাপ্ত সর্বমোট বরাদ্দ ১৬৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে জুন,২০০৮ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১৬৩ কোটি ১১ লক্ষ ৭ হাজার ১৮৪ টাকা। আদায়ের হার ৮৪%। ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মোট উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৫৫ টি । মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭২০ জন। স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৪০ জন। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪২ জন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উদ্বুদ্ধকরণ ১৩ লক্ষ ৩৮ হাজর

Dhaka University Institutional Repository

৪৮০ জন। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৭০ টি চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি নং- ৫০ সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরের কার্যক্রম ।

কার্যক্রমের বিবরণ	২০০৬-০৭অর্থ বছর	২০০৭-০৮ অর্থ বছর	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস / বৃদ্ধি	মন্তব্য
ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ ও পূন:বিনিয়োগ	৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ৬৬,৭২০ টি পরিবার	৪৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ৯৬,৮৬৬ টি পরিবার	১৪ কোটি ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৩০,১৪৬ টি পরিবার বেশি	সিডর উপদ্রুত ১২টি জেলায় ক্ষুদ্র ঋণ আদায় ডিসেম্বর, ২০০৭ হতে জুন ২০০৮পর্যন্ত স্থগিত থাকার কারণে চলিতি অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের হার হ্রাস পেয়েছে।
আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ও আদায়ের হার	২৮ কোটি ৯২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ৮৭%	৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ৮৪%	৩% হ্রাস	
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	১,৯৯,৪৪০ জন	২,১৭,৭২০ জন	১৮,২৮০ জন বেশি	
স্বাক্ষর জ্ঞান	১,৮২,৩১২ জন	২,১১,৬২১ জন	২৯,৩০৯ জন	
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৮৪,৬০০ জন	১,৮০,৩০০ জন	৯৫,৭০০ জন বেশি	
পরিবার পকিল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ	১,৬৯ম,২০০জন	৩,৩২,৬৭২ জন	১,৬৩,৪৭২ জন	
সামাজিক বনায়ন (গাছের চারার সংখ্যা)	৫৬,২৫২ টি চারা	৩,০৫,০২৮ টি চারা	২,৪৮,৭৭৬ টি চারা বেশি	

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃ:-২৯ ।

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের উপরোক্ত তুলনামূলক বিবরণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের একটি কার্যক্রম ছাড়া সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ অগ্রগতি সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি । এর ফলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের হার

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬-০৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শতকরা ০৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সিডর উপদ্রুত ১২টি জেলায় ক্ষুদ্রঋণ আদায় ডিসেম্বর ২০০৭ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত স্থগিত থাকায় ঋণ আদায়ের হার হ্রাস পেয়েছে। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটা খুবই স্বাভাবিক ।

সারণি নং-৫১ ঃ পল্লী (থানা) সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

বৎসর	থানা/ গ্রাম	ঘূর্ণায়মান তহবিল (লক্ষ টাকায়)	স্বকর্ম মাধ্যমে উপকৃত পরিবার	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত (জন)	সামাজিক ও বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত (জন)
১৯৭৪-৭৯	৩৮/১৬০০	২৪৩.২৫	১,০৩,৪৬০	৩০,১৫৫	৬৬,৯৫০
১৯৮০-৮৭	১০৩/৩৭৪৪	৮৬৭.৪০	৭,৭০,০০০	২৬৬,৯৭২	৩,৩৬,০৬৬
১৯৮৭-৯২	১২০/৬৮৮২	১৫৪৫.৭৭	৪,৪৫,১৭২	২,৯৫,১০৫	৪৫,৩১৭
১৯৯২-৯৫	৮১/৪৯৯৮	৪৭০৯.২৭	৩,৩০,৫৭৫	২,৯২,০০০	৩,৬৯,৫৬৯
১৯৯৫-৯৬	২০০/৫৭৬০	৭২৪.২৫	৭২,৪১৫	১৭,৫০৭	৪০,৬০০
মোট		৮০৮৯.৯৪	১৭২১৬২২	৯০১,৭৩৯	৮,৫৮,৫০২

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর ,ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা, ঢাকা, ০২ জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ-৯।

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ১৯৭৪ সালে শুরু হয়। উপরোক্ত ছকে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৭৪-৭৯ বছরে ৩৮টি থানার ১৬০০ গ্রামে প্রথম পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময়ে ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৪৩.২৫ লক্ষ টাকা। স্বকর্ম মাধ্যমে উপকৃত হয় ১,০৩,৪৬০টি পরিবার, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয় ৩০,১৫৫ জন এবং সামাজিক ও বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

উপকৃত হয় ৬৬,৯৫০ জন। পল্লী (থানা) সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রাপ্ত তথ্যের সর্বশেষ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উক্ত অর্থ বছরে ২০০টি উপজেলার ৫৭৬০ গ্রামে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এ সময়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৭৭২৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যবহৃত হয়। স্বকর্ম মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ৭২,৪১৫ টি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয় ১৭,৫০৭জন এবং সামাজিক ও বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হয় ৪০,৬০০ জন।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল, উপকৃত পরিবারের সংখ্যা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা, সামাজিক ও বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা সবই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেটা খুবই ধীর গতিতে হয়েছে। গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিত বলে গবেষণাকালে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকদের আরো মনোযোগী হওয়া বাঞ্চনীয় ।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটি অন্যতম ও আদি কর্মসূচী। ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮১ সালে এ কর্মসূচীর ৮০টি ইউনিট কার্যকর থাকলেও সরকারের পরিবর্তিত নীতির ফলে এই কর্মসূচী ৫০টি ইউনিটে হ্রাস করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় মোট ৮০টি ইউনিট চালু আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং-৫২ ঃ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

বছর	ইউনিটের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ	মোট স্কীম	উপকৃতের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত	সামাজিক কার্য্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত
১৯৭৬-৭৭ হইতে ১৯৮০-৮১	৬৮	১,৮৮,৯৩৬/-	৮১৬ টি	৪০৮০ জন	১২০৬০ জন	১০৩৩৫২ জন
১৯৮১-৮২ হইতে ১৯৮৫-৮৬	৪৩	৬৯৫৩১৫৯/-	৫৬৫২টি	২৮২৬০ জন	১৪৬৪২ জন	১৫৩০১০ জন
১৯৮৬-৮৭ হইতে ১৯৯০-৯১	৪৩	৩৬৬১৩৫১/-	৫৫২৪টি	২৭৬২০ জন	১৯৫১১ জন	১৩৬৪৫৬ জন
১৯৯১-৯২ হইতে ১৯৯৫-৯৬	৪৩	৫০৮১৬৮৩/-	৪২১১টি	২১০৫৫ জন	২২৯৬৭ জন	১৩৯৬৫৮ জন
মোট		১৫৮৮৫৪২৯/-	১৬১০৩টি	৮১০১৫ জন	৭০৯৮৩ জন	৫৩১৪৭৬ জন

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর,ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা, ঢাকা, ০২ জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ-১১।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতি পাঁচ বছরের আর্থ-সামাজিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ হতে ১৯৮০-৮১ এভাবে ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে উপরোক্ত সারণিতে । ১৯৭৬-৭৭ হতে ১৯৮০-৮১ পঞ্চবার্ষিকীতে ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৬৮টি, অর্থের পরিমাণ ছিল ১,৮৮,৯৩৬ টাকা, মোট স্কীম ৮১৬টি, উপকৃতের সংখ্যা ছিল ৪০৮০জন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত হয় ১২০৬০জন এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত

হয় ১,০৩,৩৫২ জন। ১৯৮১-৮২ হতে ১৯৮৫-৮৬ পঞ্চবার্ষিকী হতে পরবর্তীতে ও ৪৩টি ইউনিট কার্যকর ছিল। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকীতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে উপকৃতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। বিশেষ করে শহরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে আরও ৭টি ইউনিট চালু করায় শহর সমাজসেবার ৫০টি ইউনিট চালু হয়। পরবর্তীতে ইউনিট সংখ্যা বৃদ্ধি করায় বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিট কার্যকর রয়েছে। শহর অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা শহরে একটি করে এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে একাধিক ইউনিট স্থাপন করলে শহরাঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ব্যাপক ভাবে উপকৃত হতে পারবে।

সামাজিকখাত সমূহে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের সামাজিক খাতের মোট বরাদ্দের টাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। বলা যায় নির্বাচিত কিছু মন্ত্রণালয় সামাজিক সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। নিচের সারণিতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের অর্থাৎ এক দশকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক খাত সমূহে বরাদ্দের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং-৫৩ ঃ

Allocation in the Social Sectors of Selected Ministries

Year / Name	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05
Education, Relgious Affairs and Science & Technology	3663.7	3961.3	4289	4850	5430	6079	6063	6736	4877.65	7999.18
Health and Family Welfare	1611.0	1834.2	1964	2080	2363	2627	2649	2797	3444.72	3808.31
Youth. Sports and Culture	120.63	193.23	191	176	224	248	217	253	256.64	242.72
Labour and Manpower	31.48	33.45	37	38	46	54	133	70	55.50	82.14
Social Welfare, Women's Affairs, Liberation War Affairs	152.34	187.92	199	255	294	322	354	484	712.60	1188.71
Chittagong Hill Tracts Affairs	--	--	168	74	178	205	201	183	162.61	263.54
Total Allocation (Non-Dev & Dev.)	5579.2	6210.1	6848	7473	8535	9535	9617	10523	11696.99	13624.60

Sources : Finance Division and Planning Commission, Ministry of Planning. Data are based on revised budgets. Data for 2004-05 are based on original budget.

Quoted by: Bangladesh economic preview 2005 economic adviser's wings. Finance division ministry of Finace, Dhaka, Bangladesh.

উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বরাদ্দ ছিল ৩,৬৬৩.৭ কোটি টাকা । যা ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রতিটি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৯৯৯.১৮ কোটি টাকা। এক দশকে বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ ছিল ১৬১১.০ কোটি টাকা। এক দশকের মাথায় বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায়

Dhaka University Institutional Repository

৩৮০৮.৩১ কোটি টাকা। যা দ্বিগুণেরও বেশী। যুব ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতের বরাদ্দ ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ১২০.৬৩ কোটি টাকা ছিল। এক দশক পরে দ্বিগুণের কিছু বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ২৮২.৭২ কোটিতে পরিণত হয়। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৩১.৪৮ কোটি টাকা। প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২.১৪ কোটি টাকা। সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১৫২.৩৪ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এখাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৮৮.৭১ কোটি টাকায় উপনীত হয়।

সামগ্রিক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সামাজিক খাতের বরাদ্দের পরিমাণ এক দশকে দুই থেকে আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেলেও সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের পরিমাণ সর্বাধিক প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুভ লক্ষ্যণ বলা যায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধীদের উৎপাদনের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে হলে সামাজিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও তা যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী

এডিডি নিউজ লেটার জুলাই ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশ ভাগ (১০%) প্রতিবন্ধী। অথচ জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধীরা কখনোই যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দের টাকা বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় করা হলেও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যতিত অন্যকোন মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কোন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং - ৫৪ ঃ মোট বাজেট (কোটি টাকায়) ও প্রতিবন্ধীদের অংশ

সাল	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
মোট বাজেট	৩৯৪৯৫	৪৩৯০৪	৪৯৩৬৭	৫৫৬৩২	৬১০৫৮	৬৯৭৪০	৭৯৬১৪*
প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ	৬.১১	২৭.৪৯	২৭.৩৫	২৬.৫১	৫১.৫০	৬৭.৮২	৭৯.৫৯
মোট বাজেটের %	০.০১৫	০.০৬৩	০.০৫৫	০.০৪৭	০.০৮৪	০.০৯৭	০.০৯৯

সূত্র ঃ বাজেট দলিল পত্র (বিভিন্ন বৎসরের) *বিপিসির বরাদ্দ অন্তর্ভূক্ত নয়। উদ্ধৃতি ঃ এডিডি নিউজ লেটার, জুলাই ২০০৭, ঢাকা, পৃঃ ৩।

উপরোক্ত সারণিতে উপস্থাপিত বিগত সাত (০৭) বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০০১-০২ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট ছিল ৩৯৪৯৫ কোটি টাকা । প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬.১১ কোটি টাকা; যা মোট বাজেটের মাত্র ০.০১৫%। পরের অর্থ বছরে এখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭.৪৯ কোটি টাকা; যা মোট বাজেটের ০.০৬৩%। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ কমিয়ে ২৭.৩৫ কোটি টাকা করা হয়। যা মোট বাজেটের ০.০৫৫%। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ ছিল ২৬.৩১ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের ০.০৪৭%। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এখাতে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৫০ কোটি টাকা হয়। যা মোট বাজেটের ০.০৮৪। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ করা হয় ৬৭.৮২ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের মাত্র ০.০৯৭%। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ৭৯,৬১৪ কোটি টাকার বাজেটের মধ্য হতে মাত্র ৭৯.৫৯ কোটি টাকা এখাতে বরাদ্দ করা হয়। যা মোট বাজেটের মাত্র ০.০৯৯ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে মোট জাতীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বরাদ্দ করা উচিত। অথচ বিগত সাত বছরের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের অংশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে কোনো অর্থ বছরে মোট বাজেটের শতকরা ১ (এক) ভাগও এখাতে বরাদ্দ করা হয়নি। আরো লক্ষ্যণীয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ কখনও দেখা গেছে খুব কম, কখনও বরাদ্দ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে জাতীয় বাজেট বরাদ্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন সন্তোষজনক চিত্র পাওয়া যায় না। এটা ন্যায়বিচার ও সুষম বন্টন ও সমসুযোগ দানের পরিপন্থী। আগামী অর্থ বছর থেকে জাতীয় বাজেটে এক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাহলে প্রতিবন্ধীদেরকে অর্থনীতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাবে।

৫.৪ সামাজিক কল্যাণে বাংলাদেশের এনজিও প্রেক্ষিত সিডর

সমাজসেবা তথা সামাজিককল্যাণ সাধনের মহান ব্রত নিয়ে আশির দশকে বাংলাদেশে এনজিও কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। তৎকালিন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নতুন নতুন এনজিও'র আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বিদেশী সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন, আর্থিক ও সেবাদানকারী সংস্থাও আশির দশকের এদেশের সরকারের চেয়ে এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেই আগ্রহী ছিল বেশী । এর ফলে খুব দ্রুতই ফুলে ফেপে ওঠে এনজিও গুলো। শাখা প্রশাখা ছড়ায় দেশব্যাপী । পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ক্ষুদ্রঋণ নামক অর্থ ব্যবসার মূলধন । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয় এতে মূলধন দ্রুত চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রকৃত হিসাবে এনজিওদের ঋণের সুদ। যা প্রায় ৫০%। এনজিওদের ঋণের কিস্তি শোধ করতে হয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সপ্তাহে । কিন্তু সুদ দিতে হয় পুরো বছরের । এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে যাকাতের অর্থ অন্বেষণ করে কিংবা ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে কিস্তি পরিশোধ করতে হয় হতদরিদ্র মানুষকে । ব্যর্থ হলে গ্রাম্য মহাজন থেকে আরো উচ্চ সুদে দাদন নিয়ে কিস্তি শোধ করতে হচ্ছে কোথাও কোথাও ।

এনজিও গুলোর প্রতি বিদেশী বিভিন্ন সরকার, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের অতি আগ্রহ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সিডর (১৫ নভেম্বর ২০০৭) পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা, উদ্ধার অভিযান ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন দাতাসংস্থা, দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বার বার অর্থ, খাদ্য ও পূনর্বাসন সহায়তা চেয়ে কাংখীত সাড়া পায়নি। তারা সরকার নয় এনজিওদের মাধ্যমে সাহায্য দিতে বেশী তৎপর ছিল। সরকারের প্রতি অবিশ্বাস, সীমাহীন দূর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘ সূত্রিতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে তারা বিকল্প হিসেবে এনজিও মাধ্যম বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের সাম্প্রতিক ভূমিকা পর্যালোচনায় সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী ব্যবহার করা হয়েছে।

দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানার পর মানুষ যখন স্বজন হারানো শোকে শোকাহত, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার অভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিয়োজিত। তখন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এনজিও গুলোর ভূমিকা ছিল ভিন্নমুখী। এ বিষয়ে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ০৬ ডিসেম্বর ২০০৭ সংখ্যা ৩২৮ এর প্রথম পাতার খবর 'এক দিকে ঋণের সুদ মওকুফের চিন্তা অন্যদিকে কিস্তি আদায়ে দুর্গতদেরকে এনজিওর চাপ'। উক্ত সংবাদপত্র থেকে উদ্বৃতি- 'সিডর উপদ্রুত উত্তর আমানতগঞ্জ এলাকার ঋণ গ্রহীতাদের সাপ্তাহিক কিস্তির জন্য এনজিও কর্মীরা চাপ

দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার ব্র্যাক, হিলফুল ফুজুল ও আশা থেকে ঋণ গ্রহীতা ওই এলাকার ১০টি পরিবার ওইসব এনজিওর সাপ্তাহিক কিস্তির চাপ থেকে মুক্তি পেতে লিখিত আবেদন জানিয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছে। তারা জানায়, ঘুর্ণিঝড় ঘরবাড়ি, গাছপালাসহ বিভিন্ন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তারা। এমতাবস্থায় ঘরবাড়ি মেরামত করবে না কিস্তি পরিশোধ করবে এনিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ওইসব পরিবার'।[১] এই সংবাদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এনজিও গুলো সামাজিককল্যাণ সাধন, আর্তমানবতার সেবাদান, সহমর্মিতার চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

২৪ নভেম্বর ২০০৭, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে উদ্বৃত- 'খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় জাতীয় ও অঞ্চলভিত্তিক কয়েকটি এনজিও ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি ঋণের কিস্তি আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো সম্প্রতি তাদের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি এবং যাবতীয় সহায় সম্পদ হারিয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় কালাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিস্তি আদায়ের এই নির্মম কর্মসূচী এই পরিবার গুলোকে আরো দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এবং পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানোর দরুন ঘরদুয়ার পুনর্গঠনেও তারা মনোযোগ দিতে পারছে না'[২]।

০২ ডিসেম্বর ২০০৭ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ শিরোনাম "ত্রাণের চাল বিক্রি করেও এনজিও ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে"। পত্রিকার রিপোর্ট থেকে উদ্বৃতি- 'সুপার সাইক্লোন সিডর আক্রান্ত এলাকায় এনজিও গুলোর শীর্ষ পর্যায় থেকে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায়ের স্থগিতাদেশের ঘোষণা জোর দিয়ে প্রচার করা হলেও মাঠ পর্যায়ের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। সেখানে খেয়ে না খেয়ে ধারদেনা

Dhaka University Institutional Repository

করে এমনকি ত্রাণের চাল বিক্রি করেও কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রাহকরা। সর্বস্ব হারানোর সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধে অসমর্থ্য হলেই তাদেরকে আলটিমেটাম দেয়া হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনার এবং পটুয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সব এনজিওর ক্ষেত্রে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। ক্ষুদ্রঋণ নেয়া গ্রাহকরা জানিয়েছেন, কয়েক দিন অভূক্ত থাকার পর যখন ত্রাণ হিসেবে খানিকটা চাল পাওয়া গেল পর মুহূর্তেই আবার সে চাল বিক্রি করে দিতে হয়েছে বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদের চাপে'[৩]।

ঋণ আদায় সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তাই বলেছেন, পত্র-পত্রিকায় ঋণের কিস্তি আদায়ের স্থগিতাদেশের খবর তারা পেয়েছেন। কিন্তু ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস থেকে তাদের কাছে কোন নির্দেশনা যায়নি । সে কারণে তারা নিজেরা কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও হিসেবে নিজেদের দাবি করা ব্র্যাক এর বরগুনা সদর উপজেলা এরিয়া ম্যানেজার কামরুজ্জামান মাসুম জানান, ভবিষ্যতে প্রমোশন এবং অন্য সুবিধার কথা চিন্তা করেই তাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে । সে কারণে সাপ্তাহিক কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কোন ছাড় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। একই কথা বলেছেন আশার বরগুনা গৌরীচন্নী গ্রামের শাখা ব্যবস্থাপক শাহ জামাল মিয়াও। তিনি জানান, সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আশার কিস্তি স্থগিতাদেশের খবর পেয়েছেন। কিন্তু কোন নির্দেশ না থাকায় তার কাজ তাকে করেই যেতে হচ্ছে।

দূর্গত মানুষের প্রতি কিছু কিছু এনজিওর এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত অমানবিক ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ এনজিওকে কেউ কেউ এধরনের আচরণের কারণে বেনিয়া ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে তুলনা করে থাকেন। তাদের শোষণ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে সাধারণ

মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মেছে দারিদ্র্য বিমোচন নয়, দারিদ্র্য নিয়ে ব্যবসায় করাই তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণা জন্মবার কারণ যে অবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের কিস্তি আদায় স্থাগিত, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সুদ ও আসল মওকুফ এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের দিকে নজর দেয়া এনজিও গুলোর কর্তব্য ছিল; সে অবস্থায় তা না করে উল্টো কিস্তি আদায়ের চাপ দিয়ে উপদ্রুত মানুষের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়েছে।

৩ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনাম "এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, চরম ক্ষতিগ্রস্তরাও রেহাই পাচ্ছেন না" । উক্ত পত্রিকা থেকে উদৃতি- 'বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণের ওপর সরকারের কোন পর্যায়েই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একারণেই সিডরের মতো প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের পরেও সরকারের পক্ষে এনজিও গুলোকে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ করার মতো কোন নির্দেশ জারি করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিও (এমআরএ) স্বীকার করেছে যে এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরকারের এনজিও ব্যুরোও হাতে গোনা কয়েকটি এনজিওকে নিয়ে বৈঠক করে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। মৌখিকভাবে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ করার অনুবোধ জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি তারা। সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে এনজিওগুলো নিজেদের মতো করে যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে'[৪] ।

অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত বলেছেন "জনকল্যাণের কথা বলেই এনজিও গুলো ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা যদি সত্যিই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে না করে জনকল্যাণের জন্য এ কার্যক্রম চালায় তাহলে তারা খানিকটা ঝুকি নিয়ে ঋণ মাফ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা হচ্ছে কোথায়"[৫]?

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমূহের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা হতে পারে না। এনজিও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ বা দেখাশোনা করার জন্য এনজিও ব্যুরো কিংবা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর কাছে ক্ষমতা, দায়িত্ব বা বিধি থাকা একান্ত জরুরী। এ পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবেই এমনটি হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের পাশাপাশি শক্তিশালী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নইলে অদূর ভবিষ্যতে এনজিও গুলো রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক নীতি, আদর্শ নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠবে। যা স্বাধীন দেশের জন্য মোটেও কাংখিত নয়।

প্রলয়ঙ্করী সিডর আঘাত হানার প্রায় একমাস পর মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) বৈঠকে দুর্গত এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায় আগামী ৩ থেকে ৬ মাস স্থগিতের সিদ্ধান্ত হয়। এনজিও ব্যুরো, গ্রামীণ ব্যাংক, পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, সিডিএফ, এফএনবি, এনজিও ফাউন্ডেশন টিএমএসএস সহ ৩০ এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন[১]।

এ সিদ্ধান্তটি নেয়া হলো প্রায় একমাস পর। অথচ সিডর আঘাত হানার পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হতে পারতো। অথচ সব হারানো চরম ক্ষতিগ্রস্থ মানুষগুলো এতদিন এনজিও কর্মীদের দ্বারা কতইনা নাজেহাল হয়েছে। এনজিও গুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকার অন্যতম কারণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার এনজিও গুলোর প্রতি সমর্থন ও সাহায্য। '১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে সিডর আঘাত হানার পর ১৯ নভেম্বর সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। ঘুর্ণিদূর্গতদের জন্য বিদেশী ত্রাণ সাহায্য সরাসরি সরকারের মাধ্যমে দেয়ার আহবানে দাতাদের সাড়া মিলছে না। সরকারের পক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এ ব্যাপারে একের পর এক আহবান জানানো হলেও কোনো ইতিবাচক মনোভাব দেখায়নি অধিকাংশ দাতাদেশ ও সংস্থা । তারা সরকারী চ্যানেলে দূর্গতদের সহায়তা করতে আগ্রহী নয়। এনজিওদের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তায় তারা বেশি আগ্রহী'[৭]।

'দেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব সরকারের হাতে। এক কথায় সরকারই দেশ চালায়। তারপরও বিদেশী দাতারা যে সরকারের চেয়ে এনজিও গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা সরকারের প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাসের প্রতিফলন। এ ব্যাপারটা দলমত নির্বিশেষে এ দেশের কোনো মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়'[৮]।

দেশে কর্মরত হাজার হাজার এনজিওর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি এনজিও সিডর আক্রান্ত এলাকায় ঋণ কিস্তি মওকুফের ঘোষণা দিয়েছে। 'বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দূর্গতদের প্রায় ১শ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ মওকুফ এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে আগামী মার্চ পর্যন্ত কিস্তি আদায় কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'[৯]।

এনজিও গুলোর একমাত্র কাজ হলো অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা । কিন্তু বাস্তবে তার কতটুকু পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জিজ্ঞাসা সাধারণ মানুষের। 'এনজিও গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের আড়ালে তাদের ব্যবহার করে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা চালাচ্ছে । রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রথা চালু হয়েছে'[১০]। এনজিও গুলোর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ থাকলে ও শিক্ষিত বেকাদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। মূলত: সিডর পরবর্তী এনজিও কর্মকান্ড অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০০৭ ও ডিসেম্বর ২০০৭ এর বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে । আলোচনার শেষ প্রান্তে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

১. বর্তমানে কর্মরত এনজিও সমূহের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ অথবা তদারকী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এলক্ষ্যে এনজিও ব্যুরো ও মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কে পুণর্গঠন বিধি প্রণয়ন ও শক্তিশালী করতে হবে।

২. দুর্যোগকালে এনজিওদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সংগৃহীত ত্রাণ বা সাহায্য সম্পর্কে সরকারেকে প্রতিবেদন উপস্থাপনের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। কোন সূত্রে কত সাহায্য পেল এবং সেগুলো কিভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তার একটা স্বচ্ছতা থাকা দরকার সরকারী ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় দূর্দশা গ্রস্থ মানুষকে ক্ষুদ্রঋণ কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগ করা যাবেনা। এই মর্মে সরকারকে কঠোর হতে হবে। সরকার ও এনজিও প্রতিনিধি সমন্বয়ে বৈঠকে এ বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. সরকারী পর্যায়ের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে সচল ও কার্যকর করতে হবে। সেবার মান বাড়াতে হবে। সরকারীভাবে তদারকী জোরদার করতে হবে।

৫. সমাজকল্যাণমূলক কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা উপজেলা পর্যায়ে সরকারের সমাজসেবা বিভাগ, প্রশাসন, এনজিও প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে। যাতে সেবা পাওয়ার উপযোগী প্রতিটি মানুষ সমানভাবে যথাসময়ে প্রাপ্য সেবা হাতে পেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ গবেষণালব্ধ ফলাফল

০১. সেবা গ্রহণকারীদের বয়স ঃ সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে সাধারণত ২০ বছরের নীচে এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক মহিলা পুরুষ শিশু কিশোর সেবা গ্রহণ করে থাকে। মূলত এই বয়সের মানুষের জন্যই সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে হবে।

০২. সেবার মান ঃ সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গুলোতে সেবার মান যথেষ্ট সন্তোষজনক। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো সেবার মানে তুলনামূলক ভাবে কিছুটা এগিয়ে। অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ উন্নত। তবে ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন ও সেবার মান আরো উন্নত করা একান্ত অপরিহার্য।

০৩. সেবাদানে আন্তরিকতা ঃ গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনকালেও দেখা গেছে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলো যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গুলোর সেবাদানে আন্তরিকতা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। তবে আরো আন্তরিক হলে সেবাদান কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হতে পারে।

০৪. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই বললেই চলে। আধুনিক ও যুগোপযোগি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্চনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

০৫. আর্থিক সমস্যা ঃ সরকারীভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে (প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠানবাদে) নিয়মিত মাসিক বরাদ্দ থাকে। মাঝে মাঝে অর্থ সংকট থাকলেও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিয়মিত হয়। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক সময় সেবাদান কার্যক্রম দারুন ভাবে ব্যাহত হয়।

০৬. পরিকল্পণা প্রণয়ন ঃ সরকারী পর্যায়ের ৭০% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের বা সরাসরি সেবাদানে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছ থেকে কখনোই মতামত নেয়া হয় না। বেসরকারী পর্যায়ের চিত্র কিছুটা ভিন্ন।

০৭. মহিলা কর্মকর্তা- কর্মচারী নিয়োগ ঃ সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী কোটা অনুযায়ী মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। বেসরকারী পর্যায়ে এমন কোন কোটা পদ্ধতি নেই। তবে কিছু দেশী বিদেশী এনজিও যারা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে তারা মহিলা কর্মী নিয়োগে ভূমিকা রাখে।

০৮. প্রেষণার অনুপস্থিতি ঃ সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেষণার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রেষণার প্রতি গুরুত্বহীনতার কারণে সেবাদান কার্যক্রমে গতিশীলতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

০৯. মনিটরিং ব্যবস্থা ঃ সরকারী পর্যায়ের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম স্ব স্ব প্রধান কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় থেকে মনিটরিং করা হয়। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম স্থানীয় সমাজসেবা অফিস সীমিত আকারে মনিটরিং করে থাকে। এটা আরো জোরদার করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১০. শ্রম আইনের প্রয়োগ ঃ সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ পরিপূর্ণভাবে হচ্ছে না। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রম আইনের প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক অবশ্য শ্রম আইন সম্পর্কে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর স্বচ্ছ ধারণাও নেই।

১১। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরী বিধি অনুযায়ী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর বলে ৭০% উত্তরদাতা মতামত দিয়েছেন। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বেসরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারনত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কার্যকর।

১২. পেশাগত প্রশিক্ষণ ঃ সরকারী পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে সকলেই প্রশিক্ষিত নয়। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

১৩. কার্য পরিবেশ ঃ সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে সাধারনত কার্য পরিবেশ মিশ্র। নারী পুরুষ সকলে একই কর্মস্থলে কাজ করছে। এ বিষয়ে কারো কোন আপত্তি নেই।

১৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বর্তমান কার্যক্রম/ কর্মসূচীসমূহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তবে কার্যক্রমগুলো আরো কার্যকর ও সময়োপযোগী করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ঃ দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ক্ষেত্র বিশেষে অবদান রাখছে। তবে সামগ্রিক দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা নিয়ে বির্তক রয়েছে তবে ঋণ গ্রহীতারা সাধারণত নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে থাকে। তবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পূর্বক সম্প্রসারণ করা উচিত বলেই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ভাতা প্রদান কর্মসূচী ঃ ভাতা প্রদান কর্মসূচী দরিদ্র, অসহায়, জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তবে ভাতা প্রদান কর্মসূচীতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

১৭. সামাজিক সমস্যা হ্রাস করনে পদক্ষেপ ঃ নানাবিধা সামাজিক সমস্যা হ্রাসকরণে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালায়। তবে তা যথেষ্ট নয়। বেসরকারী পর্যায়ে কিছু এনজিও রয়েছে যারা সংগঠিত ভাবে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে।

১৮. অর্থের উৎস ঃ সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাধারণত জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা পরিচলিত হয়। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সহায়তা ও সরকারী অনুদান দ্বারা পরিচালিত হয়। মোট ব্যয়ের ২০% থেকে ২৫% সরকারী অনুদান থেকে আসে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে ব্যয়ের ১০০% নিজেরাই সংগ্রহ করে। বিদেশী এনজিও গুলো সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে না। মোটামুটি এ ভাবেই চলছে এ দেশের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

১৯. ব্যবস্থাপনা নীতিমালার ব্যবহার ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মান যথেষ্ঠ উন্নত, নিয়মতান্ত্রিক। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ঠ কার্যকর। কারণ সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা রয়েছে। যার মধ্যে খুটিনাটি সকল বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। ফলে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক বা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বেগ পেতে হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্রকল্প কার্যক্রমের সমস্যা ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকার নির্ধারিত প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অনেক প্রকল্প সরকাব বন্ধ করে দেয়। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকার ভোগীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। সেবাদান কার্যক্রম মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে উপকারভোগীদের জন্য নিয়মিত অর্থসরবরাহ থাকলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা অনিয়মিত হয়ে যায়। ফলে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমান চাকুরীর ছেড়ে চলে যায়। কর্মরতরা অনেক সময় কাজে উৎসাহ বোধ করেন না। সরকার এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

২১. কার্যকালের স্থায়ীত্ব বিধানের নীতি ঃ সরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য চাকরীর কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধানের নীতি কার্যকর। তারা এটাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও সরকারী অন্যান্য চাকুরীর মতোই। ফলে তাদের কাজে যেমন গতিশীলতা আছে তেমনি সংখ্যায় কম হলেও কেউ কেউ এটাকে শ্রেফ চাকুরী মনে করেন। দায়িত্বের বাইরে কাজ করতে চান না। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে Henry fayol প্রদত্ত ব্যবস্থাপনার ১৪টি মূলনীতির অন্যতম নীতি চাকুরীর কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধানের নীতি তেমন এটা কার্যকর নয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধানের নীতিকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না।

২২. রাজনৈতিক দর্শনের ভিন্নতা ঃ রাজনৈতিক দর্শনের ভিন্নতার কারণেও কার্যকর ও সফল অনেক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এতে উপকারভোগীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেবাদান কার্যক্রম ব্যবহৃত হয়। যেমন

Dhaka University Institutional Repository

কল্যাণরাষ্ট্রের মহান ব্রতী হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, রক্ষনাবেক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণও পুনর্বাসনের জন্য যে অনন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তা "শান্তি নিবাস" নামে পরিচিত। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভূক্ত হয়। যার মেয়াদ ২০০০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ০৬টি বিভাগে ০৬টি শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্পভূক্ত ছিল। প্রতিটি শান্তি নিবাস ১০০ আসনের যার মধ্যে ৬০টি বৃদ্ধা এবং ৪০টি বৃদ্ধদের জন্য নির্ধারিত ছিল। অনেক ঘটা করে শুরু হওয়া শান্তি নিবাস প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩.৫৪ কোটি টাকার প্রকল্প বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আর্থিক ক্ষতি যেমনটি হয়েছে। তেমনি এ শান্তি নিবাস নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেছিল তারা অশান্তিতে নিপতিত হয়েছে। তাই এধরনের ব্যয় বহুল প্রকল্প গ্রহণের আগে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিৎ।

২৩. ব্যাপক প্রচারণা ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তরের এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোর আয়তন বিশাল, ভবন বহুতল, কর্মকর্তা, কর্মচারী পর্যাপ্ত, সুযোগ সুবিধাও যথেষ্ট কিন্তু সে তুলনায় উপকারভোগীর সংখ্যা খুবই কম। এর পিছনে বড় কারণ প্রচার-প্রচারণার অভাব। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধানণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালানো উচিৎ। যাতে অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে উপকার লাভ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা নির্দেশিকা

১. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১ ।

২. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, সম্পাদকীয়, ২৪ নভেম্বর ২০০৭, পৃ-৯

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

৫. দৈনিক ইত্তেফাক ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১৫

৬. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

৭. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০৭, পৃ-১

৮. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০০৭, ২০০৭, পৃ-১

৯. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০৭, পৃ-১৫

১০. দৈনিক যায়যায়দিন , ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ-৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

৬.১ উপসংহার

৬.২ সুপারিশমালা

৬.২.১ সেবামূলক তৎপরতার জন্য সুপারিশমালা

৬.২.২ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ উপসংহার

বাংলাদেশের নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সহ বেশ কিছু মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর সরকারী পর্যায়ে কাজ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবামূলক অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, অবহেলিত এবং উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, উন্নয়ন এবং পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণকে উৎপাদনের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণ এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনে ব্যাপক ভাবে সহায়তা করে থাকে।

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিরোনামে গবেষণার প্রয়োজনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্ষেত্রকে সরকারী ও বেসরকারী দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। সরাসরি সরকারীভাবে পরিচালিত নয় এমন প্রতিষ্ঠান ও দেশী বিদেশী সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, দেশী বিদেশী এনজিও কর্তৃক যে সব সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম বা কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় তাদেরকে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম ব্যাপক ও বিস্তৃত। জাতীয় বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাতে বরাদ্দ করা হয়। সরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রম ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে সমাজসেবা অধিদপ্তর। সেবামূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর কার্মসূচীগুলোকে পনের (১৫)টি ভাগে ভাগ করে কর্মসূচী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, আল নাহিয়ান ট্রাষ্ট, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

বেসরকারী পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেনী বিভাগ বা কার্যক্রমভূক্ত করা যায়নি। কারণ বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় নেই। সমন্বয়কারী কোন কৃর্তপক্ষও নেই। একারণে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, দাতাসংস্থা বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূক সেবাদানকারী ক্ষেত্রকে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে একক নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয়ভাবে , এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন ও তা কার্যকর করতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে ৭৩% উত্তরদাতা উপকারভোগীর বয়স ১০ থেকে ২০ বছর এবং ২১ % উত্তরদাতা উপকারভোগীর বয়স ৬০ বছরের বেশী। মূলতঃ এ বয়সের জনগোষ্ঠীই অসহায় অবস্থায় থাকে। এদের জন্যই মূলত সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বেশী কার্যকর। ব্যবস্থাপনা তথা সেবার মান, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, সেবাদানের আন্তরিকতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি, জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সম্পর্কে বড় কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই অপর্যাপ্ত। উপকারভোগীদের জীবন মান উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদন মুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী।

তবে সরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বেশী সংখ্যক (৯৪%) উত্তরদাতা সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ সেবাদানের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক বলে মত

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনকালেও দেখা গেছে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বেসরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ঠ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাদানে আন্তরিকতা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। তবে আরো আন্তরিক হলে সেবাদান কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হতে পারে।

গবেষণাকালে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ২১ জন উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই ২১ জন বা ২১% উত্তরদাতা বেসরকারী বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের উপকারভোগী এবং এদের সকলের বয়স ষাটের উপরে। এদের মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তি বাছাই করে স্বল্প পরিশ্রমের উৎপাদনমূখী কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে তাদের বিরক্তিকর অলস সময় সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে আনন্দময় হতে পারে।

ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিকল্পনা। যে কোন ধরনের কাজের শুরুতেই পরিকল্পনা সামনে এসে উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ব্যবস্থপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উত্তম ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মাঠ পর্যায়ে যারা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে তাদের প্রতিনিধিকে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অংশ গ্রহনের সুযোগ দিতে হবে। অথবা কর্মীদের মতামত যাচাই পূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ (৭০%) কর্মকর্তা কর্মচারী মতামত প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা প্রণয়নে কখনোই তাদের মতামত নেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির এটাই বাস্তব চিত্র।

প্রায় ৭০% উত্তরদাতার মতে প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম পরিচালনায় মাঝে মাঝে অর্থ সংকটে পড়তে হয়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই কার্যক্রম ব্যবহত হয়। ৯৫% ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা কর্মচারীর কার্য পরিবেশ মিশ্র। তারা এক সাথেই কাজ করেন। এটা লক্ষ্যণীয় একটি বিষয়। এনিয়ে তাদের কোন আপত্তি বা সমস্যার কথা কেউ প্রকাশ করেননি। সরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মপরিধি কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে। এ কারণে তাদের করণীয় নির্ধারণে কোন সমস্যা দেখা দেয় না। ৬০% উত্তবদাতা বলেছে কোন ধরনের প্রেষণা তারা পান না। প্রেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলেও সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশে তথা বিশ্বে আলোচিত একটি বিষয়। বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের মাধ্যমেও সরকারী ভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের এতো বেশি বিস্তার ঘটেছে যে বর্তমানে এটি নিয়ে নানামুখী বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে ঋণের টাকা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে না পারার কারণে অনেক সময় নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারেনা । তবে কিস্তি পরিশোধ করে না এমনটি নয়। এর আর একটা কারণ হলো একই ব্যক্তি একাধিক সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করে; যার সবটুকু লাভজনক ভাবে বিনিয়োগ করতে পারেনা। গ্রাম এবং শহরের দারিদ্য পীড়িত অঞ্চলে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এ চিত্র দেখা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দেশে প্রচলিত শ্রম আইন মোটমুটি ভাবে কার্যকর লক্ষ্য করা গেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই অর্থ সংকটের কারণে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা বাধাগ্রস্থ হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারী ভাবে সাধারনত মাত্র ২০% থেকে ২৫% অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। সরকারী পর্যায়ে যারা কাজ করে তারা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী। একারণে তাদের চাকুরীর স্থায়ীত্ব বিধান নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্যকালে স্থায়ীত্ব বিধানের নীতি অনেকাংশেই অকার্যকর। সরকারী পর্যায়ে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে। তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সরকারী পর্যায়ের অধিকাংশ উত্তরদাতাই মত প্রকাশ করেছেন কোন প্রকার প্রেষণা দেয়া হয় না। কিন্তু বেসরকারী পর্যায়ের ৬৫% উত্তরদাতাই উত্তর দিয়েছে অনার্থিক প্রেষণা দেয়া হয়।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে মোট জাতীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বরাদ্দ করা উচিত। অথচ বিগত সাত বছরের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের অংশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে কোনো অর্থ বছরে মোট বাজেটের শতকরা ১ (এক) ভাগও এখাতে বরাদ্দ করা হয়নি। আরো লক্ষ্যনীয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ কখনও দেখা গেছে খুব কম, কখনও বরাদ্দ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে জাতীয় বাজেট বরাদ্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন সন্তোষজনক চিত্র পাওয়া যায় না। এটা ন্যায় বিচার ও সুষম বন্টন ও সমসুযোগ দানের পরিপন্থী। আগামী অর্থ বছর থেকে জাতীয় বাজেটে এক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাহলে প্রতিবন্ধীদেরকে অর্থনীতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্য দক্ষ ও যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম যথাযথ সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেলে এবং প্রক্রিয়াগত মডেলে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.২ সুপারিশমালা

সমগ্র গবেষণাটি সমাজকল্যাণ তথা সমাজসেবাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে সমাজকল্যাণ ও ব্যবস্থাপনার সমন্বিত চর্চা করা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক কার্য প্রক্রিয়া এবং নীতির ছকে ফেলে সমাজকল্যাণকে কাজে লাগালে কার্যকর ফল লাভ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি গবেষণার প্রতিটি স্তরে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও ব্যবস্থাপনার সমন্বিত কোন বিষয়ে চর্চা বা উচ্চতর গবেষণা হুবহু এই বিষয়ে জানামতে ইতোপূর্বে করা হয়নি। এ পর্যায়ে যে সব সুপারিশ উপস্থাপন করা হচ্ছে তা দু'টি গোত্রভূক্ত। তাই এ বিষয় গুলো দু'টি ভাগে আলোচনা করা হলো।

৬.২.১ সেবামূলক তৎপরতার জন্য সুপারিশমালা

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কার্যকর প্রয়োগ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার শেষ স্তরে এসে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ সুপারিশ গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলে সরকারের সেবাধর্মী বিভাগ হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তর অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

আরো বেশী ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে গবেষকের বিশ্বাস। সুনির্দিষ্ট সুপারিশালা তুলে ধরা হলো।

১. সমন্বিতভাবে সমাজকল্যাণমূলক সেবাদান

সেবা পাওয়ার উপযোগী প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় সেবাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব । এ জন্য রয়েছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর বিভিন্নভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে বিশৃংখলা যেমন দেখা দেয় তেমনি একই এলাকায় একাধিক সেবামূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। অন্যকোন এলাকায় হয়তো এমনটি হচ্ছে না। একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করছে। এমনটি সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনার দূর্বলতাই প্রমাণ করে। একারণে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ের সকল সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম এককভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। অথবা যে সব মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর সামাজিক কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সে সব মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের প্রতিধিনি সমন্বয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সারা দেশের জন্য সমান ভাবে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

২. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ

বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আরো অনিয়ন্ত্রিত অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে। রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব সামাজিক সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, তথা সামাজিককল্যাণ নিশ্চিত করা । সুতরাং সরকার তথা রাষ্ট্রকে এ ধরণের কার্যক্রম পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমাজকল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে সমাজসেবায় আগ্রহী, ধন্যাঢ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখতে চাইলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে অবদান রাখতে পারে।

৩. প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন

সরকারী শিশু পরিবার কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তরের অন্যতম বৃহত্তম সেবা তৎপরতা বলা চলে। বেসরকারী পর্যায়েও ব্যাপকভাবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে এতিম ও দুঃস্থ মেয়েদের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে মেয়েদের জন্য যে ক'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই নেই পুনর্বাসন ব্যবস্থা। আঠার বছর বয়স হলে মেয়েদেরকে এতিমখানা ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী ইচ্ছা অনিচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়ে বিপথগামী হয়। এর পিছনে আর সব কারণের সাথে জীবনের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তাও একটি বড় কারণ। সরকারী-বেসরকারী সমাজসেবা কর্মকান্ডের উপকারভোগীদের উপযুক্ত কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ।

৪. প্রেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রেষণা একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেষণা আর্থিক অনার্থিক দু'ধরনের হতে পারে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণার ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জণে প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেষণার মাধ্যমে একজন কর্মীকে দিয়ে তার কাজ সুচারুভাবে আদায় করে নেয়া সম্ভব। বর্তমান গবেষক সমাজকল্যাণমূলক সেবা কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক অনার্থিক উভয় প্রকার প্রেষণার ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে।

৫. মটো (Motto) নির্ধারণ

সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক সেবা কর্মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনের ব্রত বা মূল লক্ষ্য বা 'মটো' (Motto) হবে মানব সেবা । জাতীয় পর্যায়েও এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবায় জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলে যদি তাদের মটো (Motto) হিসেবে মানব সেবাকে গ্রহণ করে তবে তাদের কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ ও আন্তরিক হয়ে উঠবে।

৬. নীতি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞাদের অংশগ্রহণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রম দেশের পিছিয়ে পড়া, অসহায়, পরনির্ভরশীল, প্রতিবন্ধী, এতিম, অনাথ ও ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণে গ্রহীত হয়। সব কার্যক্রম যথাযথ ফল লাভ করতে পারে না। এর কারণ এ বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গের সমাজকল্যাণ তথা সমাজকর্ম বিষয়ক জ্ঞানের অভাব। একারণে বর্তমান গবেষকের সুপারিশ হলো সমাজকর্ম পেশায় বা এ ধরনের কাজে যারা দীর্ঘ দিন জড়িত আছেন, যাদের এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী আছে তাদেরকে নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক শাখায় যাদের সহকারী সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনকে চাকুরী জীবনে অন্যকোন বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ে বদলী না করে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা শাখায় বদলী করা যেতে পারে। যাতে চাকুরী জীবনের শেষ ধাপে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ পেয়ে সামজকর্মের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন।

৭. নির্বাহী পদে নিয়োগ

গবেষণা কালে পর্যবেক্ষণ অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ও অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান অংশ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত মহাপরিচালক সহ পরিচালকবৃন্দ সাধারণত প্রশাসনের অন্যকোন বিভাগ অথবা মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। যাদের চাকুরী জীবনে সমাজসেবার সাথে সংশ্লিষ্টতা অথবা সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম বিষয়ক উচ্চতর লেখাপড়া হয়তো নাও থাকতে পারে। এতে তাদের কাজে কিছুটা হলেও অদক্ষতার ছাপ দেখা যায়। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ পদোন্নতির মাধ্যমে পরিচালক বা মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এতে তারা হতাশা গ্রস্থ হয়। অনেক সময় কাজে উৎসাহ পায় না। সরকারের নীতি নির্ধারকদেবকে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি গুরত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে ।

৮. দূরদর্শি দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে অনানুষ্ঠনিক আলোচনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রস্তাব বা প্রকল্প সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অথবা সমাজসেবা

Dhaka University Institutional Repository

অধিদপ্তরে প্রেরণ করলে তার গুরুত্ব ও বাস্তবতা অনুভবে ব্যর্থতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। কারণ মাঠ পর্যায়ে যারা কর্মরত তাদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক লেখা পড়া ও দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী। তা সত্ত্বেও তাদের অনেক ভালো উদ্যোগ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বোধগম্যতার অভাবে অথবা অদূর-দর্শিতার কারণে মাঠে মারা যায়। এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

৯. পেশাগত সংগঠন

যে কোন পেশার উন্নয়ন ও বিকাশে পেশাগত সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। পেশাগত সংগঠন ব্যতীত কোন পেশাই বিকাশ লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিতদের আজ পর্যন্ত কোন পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠেনি। ১৯৭৬ সালে "বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি" গঠন করা হলেও তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে সমাজকর্মের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। তাই পেশাদারী মনোভাব ও দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে একটি পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলা উচিৎ বলে বর্তমান গবেষক মনে করে। তাহলে সমাজকর্মে তথা সমাজসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে নতুন ধারণা, মতবাদ ও দর্শনের উদ্ভব হতে পারে। যা সামাজিক কল্যাণ ও সমাজকর্মের বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে বর্তমান গবেষকের বিশ্বাস।

১০. পদক প্রদান

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাজসেবা পদক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সমাজের বিত্তবানরাও সমাজসেবায় উৎসাহিত হবে। সমাজসেবায় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠবে। ফলে সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. কর্মসূচী সম্প্রসারণ

প্রবীণ, অসুস্থ্য, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে প্রভৃতি ধরনের অক্ষম দরিদ্রদের সরকারী দায়িত্বে ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসনে দু:স্থ নিবাস ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এ ধরনের জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যার তুলনায় খুব কম সংখ্যকই উপকৃত হচ্ছে। এ ধরনের কর্মসূচীর আরো সম্প্রসারণ হওয়া উচিৎ । ভরণ-পোষণের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উপযোগী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও স্থায়ী পূনর্বাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা বাঞ্চনীয়। এতে ভিক্ষাবৃত্তি কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

১২. ব্যবস্থাপনাগত দূর্বলতা দূরীকরণ

বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গুলোতে গবেষণাকালে সুষ্ঠু তদারকীর অভাব দেখা গেছে। ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা রয়েছে। জেলা বা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এ ব্যাপারে সাহায্য করলে বেসরকারী পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গুলো আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বর্তমান গবেষক মনে করে।

১৩. অর্থ সংকট দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ

বর্তমানে শুধু ধর্মীয় অনুভূতি থেকে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না । এজন্য ব্যাপক টাকা প্রয়োজন হয় । বেসরকারী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই অর্থ সংকটে পড়ে। ফলে সেবাদান কার্যক্রম মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়। সমাজের বিত্তবান, দানশীল ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব এলাকার এধরনে প্রতিষ্ঠান গুলোর আর্থিক সমস্যা লাঘবে সাহায্য করতে পারে। এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়ী তথা নিয়মিত আয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক লাভজনক সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এতে অর্থ সংকট কিছুটা হলেও দূর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সমাজসেবা অধিদপ্তর পুনর্গঠন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের আওতায় সারাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শাখা অফিস (উপজেলা, শহর, জেলা) গুলো পুনর্গঠন ও পরিমার্জন করতে হবে। জনবল কাঠামো, অবকাঠামো, বেতন কাঠামো, কার্যক্রম, কর্মসূচী সমূহ পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা বাঞ্চনীয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের সাথে আধুনিক ধ্যান ধারণা ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। বর্তমান সময়ের সাথে উপযোগী নয় এমন পদ বিলুপ্ত করে কর্মরতদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন ভাবে পদায়ন করা যেতে পারে। সাথে সাথে এলাকাভুক্ত সেচ্ছাসেবী সংগঠন, দেশী বিদেশী এনজিও কার্যক্রম যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্থানীয় সমাজসেবা অফিসকে দেয়া যেতে পারে।

১৫. শান্তি নিবাস কার্যক্রম পুনর্রুজ্জীবিত করণ

কল্যাণ রাষ্ট্রের মহান ব্রতী হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, রক্ষনা-বেক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণও পুনর্বাসনের জন্য যে অনন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তা "শান্তি নিবাস" নামে পরিচিত। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভূক্ত হয়। যার মেয়াদ ২০০০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ০৬টি বিভাগে ০৬টি শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্পভূক্ত ছিল। প্রতিটি শান্তি নিবাস ১০০ আসনের যার মধ্যে ৬০টি বৃদ্ধা এবং ৪০টি বৃদ্ধদের জন্য নির্ধারিত ছিল। অনেক ঘটা করে শুরু হওয়া শান্তি নিবাস প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩.৫৪ কোটি টাকার প্রকল্প বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আর্থিক ক্ষতি যেমনটি হয়েছে। তেমনি এ শান্তি নিবাস নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেছিল তারা অশান্তিতে নিপতি হয়েছে। তাই এধরনের ব্যয় বহুল প্রকল্প গ্রহণের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্নবান হওয়া

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। সে হিসেবে মোট জাতীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বরাদ্দ করা উচিত। অথচ বিগত সাত বছরের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের অংশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে কোনো অর্থ বছরে মোট বাজেটের শতকরা ১ (এক) ভাগও এখাতে বরাদ্দ করা হয়নি। আরো লক্ষ্যণীয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ কখনও দেখা গেছে খুব কম, কখনও বরাদ্দ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে জাতীয় বাজেট বরাদ্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন সন্তোষজনক চিত্র পাওয়া যায় না। এটা ন্যায় বিচার ও সুষম বন্টন ও সমসুযোগ দানের পরিপন্থী। আগামী অর্থ বছর থেকে জাতীয় বাজেটে এক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাহলে প্রতিবন্ধীদেরকে অর্থনীতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাবে।

১৭. অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি ও যথাযথ তদারকি

গবেষণাকালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করে প্রতীয়মান হয়েছে সরকারী পর্যায়ের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর অবকাঠামো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ঠ উন্নত এবং আধুনিক। অভাব সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, যথাযথ তদারকী এবং দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সাথে সাথে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না তা কঠোরতার সাথে তদারক করা। দুর্নীতি, অপচয়, অপব্যবহার রোধ করে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. শূণ্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচীতে জনবলের অভাব রয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচীর জনবল কাঠামোর অনেক পদ শূন্য রয়েছে। এর ফলে এক দিকে যেমন সেবা দান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অন্যদিকে কর্মরত কর্মীদের কাজের চাপ বেড়ে যায়। এতে প্রত্যাশিত দক্ষতার সাথে কার্যসম্পন্ন করতে পারেনা। যেহেতু সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম ও কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হয়। সেহেতু তারা যাতে আরো পিছিয়ে না পড়ে বা বঞ্চিত না হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯. প্রশিক্ষণ সিলেবাস পুনর্বিন্যাস

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের সিলেবাসে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, প্রেষণা তত্ত্ব, মনোবল, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয় সমূহ অন্ত র্ভূক্তির প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অন্তত একজন প্রশিক্ষককে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ব্যবস্থাপনা এবং সমাজকল্যাণের সমন্বিত চর্চার এখনই সময়।

২০. ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক সহায়তাদান

বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা উচিৎ। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরী এবং প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলোতে ব্যবস্থাপনাগত ও প্রশাসনিক সহায়তা সরকারের পক্ষ থেকে দিলে প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার সাথে সামাজিককল্যাণ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

২১. সিটিজেন চার্টার

সরকারী-বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান কার্যালয় থেকে সংবাদ মাধ্যমেও তা প্রচারের ব্যবস্থা করবে। জনগনের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সাহায্য পুষ্ট প্রতিষ্ঠান, এবং বেসরকারি ও বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দূর্নীতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সিটিজেন চার্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে যে কেউ জানতে পারবে। সেবা পেতে কোন সমস্যা হলো তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রস্তাবিত মডেলেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৬.৩.২ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশমালা

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। শাখা প্রশাখাও অনেক। বর্তমান গবেষণার সীমিত সময় ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে এই ব্যাপক বিষয়ের সকল ক্ষেত্রে গবেষণা আওতা বিস্তৃত করা সম্ভব হয়নি। তবে সমাজসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক গবেষণার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। এ গবেষণায় বাংলাদেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কাজ করতে গিয়ে পরবর্তীতে আর যে সব বিষয়ে গবেষণা বা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। পরবর্তী গবেষকগণ প্রতিটি বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

১. পৃথক গবেষণা পরিচালনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেখ জায়েদ বিন-সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন রয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে পরবর্তী গবেষকগণ পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণা করতে পারেন।

২. সামাজিক কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণ

দেশের সামগ্রিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের একক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠার উপায় ও গঠন প্রণালী নির্ধারণে করণীয় নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। যাতে সমাজকল্যাণমূলক সকল কার্যক্রম একক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে পারে। এ ব্যাপারে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল রাষ্ট্র ব্যবহার করতে পারবে।

৩. উপকারভোগীদের উপর গবেষণা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী হতে উপকারভোগীদের প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না বা কিভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা আরও সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে গবেষণা করা যেতে পারে।

৪. অধিক সেবাদানের উপায় বের করা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী ও কার্যক্রম দ্বারা মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কত অংশ উপকৃত হচ্ছে। এটা কিভাবে আরো বিস্তৃত করা যায়, স্বল্প ব্যয়ে অধিক সেবা কিভাবে দেয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা

উন্নত দেশ গুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম অনেক বিস্তৃত । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর আওতা আরও কার্যকর ভাবে বিস্তারের উপায় উপকরণ, কার্যকারিতা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক গবেষণা করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬. বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা

বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করা যেতে পারে।

৭. সেচ্ছাসেবী সংস্থার ঋণ কার্যক্রম

অনেক সেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে বা করছে কি-না তা নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৮. প্রতিবন্ধী সেবা সংক্রান্ত গবেষণা

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১০% অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধীতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এদের নিয়ে কাজ করে এমন সব দেশী বিদেশী সংস্থা প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নে কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে তা নিয়ে গবেষণা করার অবকাশ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

২. সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

৩. সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাজেট

৪. প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল

৫. প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থাপনা মডেল

৬. বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উৎস চিত্র

৭. তথ্যের উৎস চিত্র

৮. গবেষণা প্রকল্পের জীবনচক্র চিত্র

৯. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সামাজিক খাতে বরাদ্দের তথ্য সারণি

১০. বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

ক. উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

খ. কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নমালা

গ. বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নমালা

Dhaka University Institutional Repository

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংগঠনিক কাঠামো

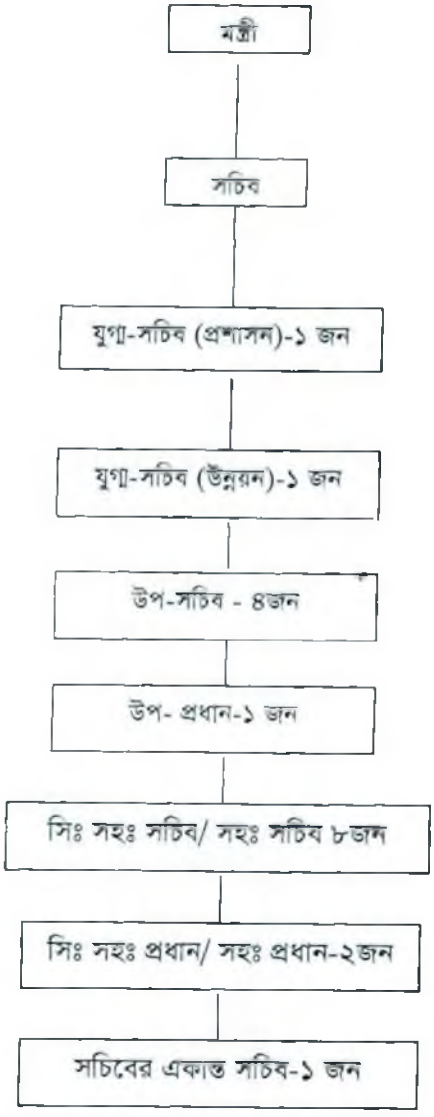

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮ এর ৪ পৃষ্ঠার তথ্যের আলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্রটি তৈরী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

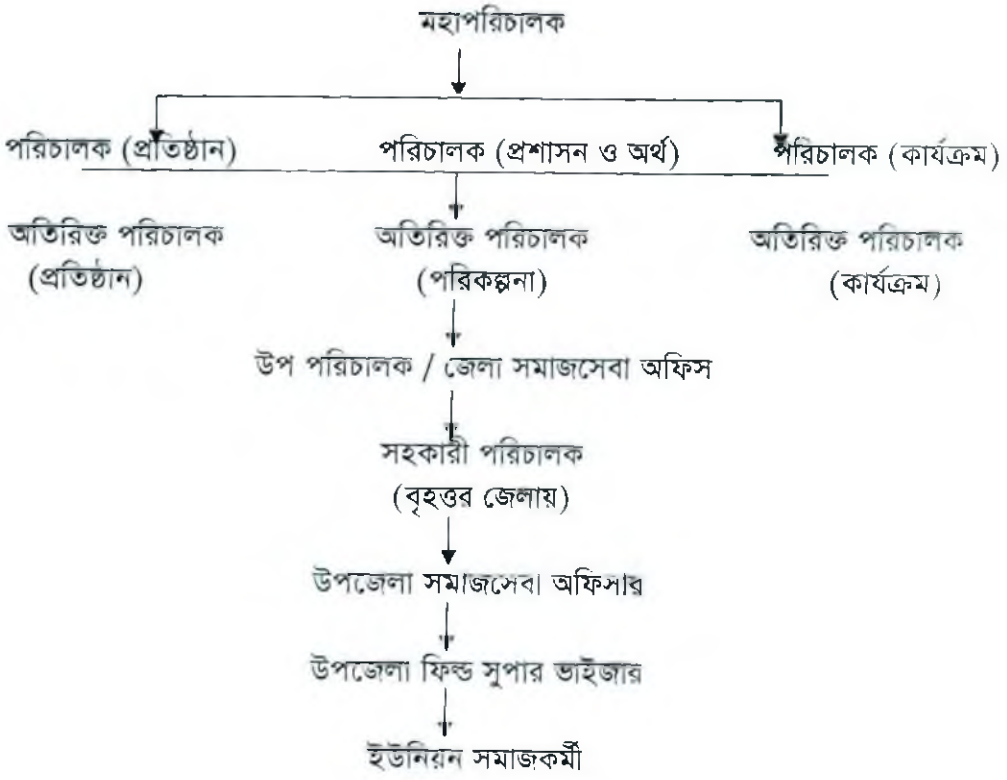

তথ্য উৎস ঃ

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ সমীক্ষন- ৩; সামাজিক উন্নয়ন: নীতি, পরিকল্পনা ও সেবা কার্যক্রম, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ:৭০৯ ।

২. সৈয়দ আবু হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সমাজসেবা অফিস, ফরিদপুর।

বি. দ্র. উপরোক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্রটি তৈরী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এক নজরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি

বিবরণ	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
সাংগঠনিক পুনর্গঠন কমিটি (এনাম কমিটি) সৃষ্ট স্থায়ী পদ	৭০৮	৭৬	৩০৪৫	১০৯৫	৪৯২৪
পরবর্তীতে সৃষ্ট স্থায়ী পদ	১০৯	৮৪	২১৬১	৮৪৬	৩২০০
প্রকল্প হতে স্থানান্তরিত/ অস্থায়ী সৃজনকৃত পদ	২০০	৭১	৬৫০	১৮৩৭	২৭৫৮
মোট জনবল	১০১৭	২৩১	৫৮৫৬	৩৭৭৮	১০৮৮২
কর্মরত	৮৮২	১৫০	৫০৯৫	৩৪৯০	৯৬১৭
শূন্য পদ	১৩৫	৮১	৭৬১	২৮৮	১২৬৫

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃ:-২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সমাজসেবা অধিদপ্তরের গত পাঁচ বছরের রাজস্ব বাজেটের তুলনামূলক লেখচিত্র

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

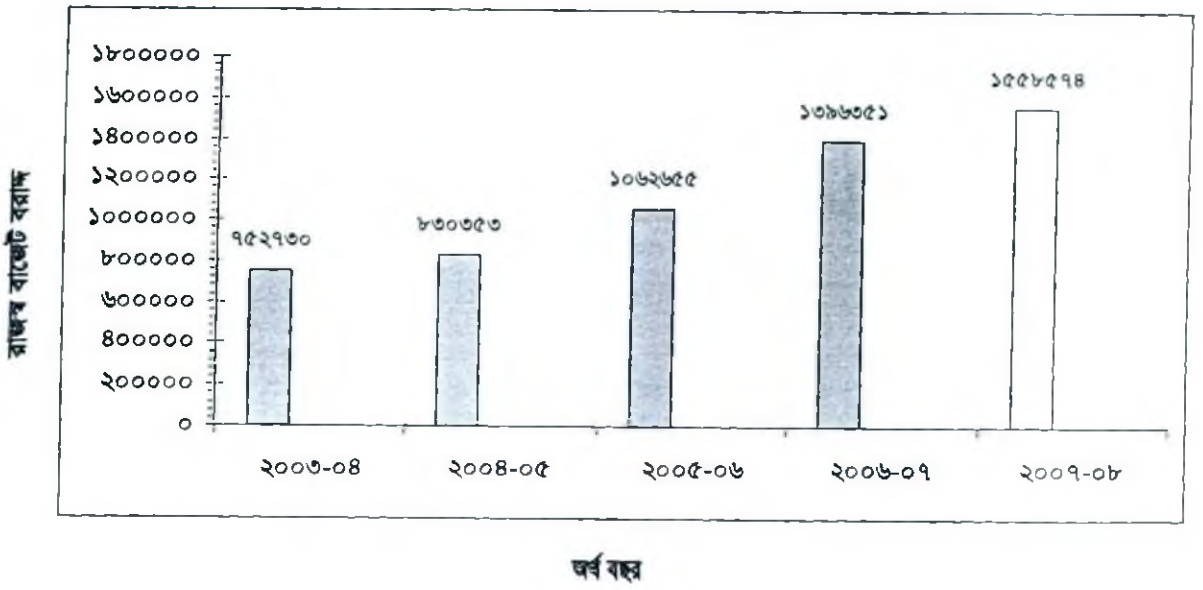

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, ঢাকা, পৃ:-২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল উপস্থাপন

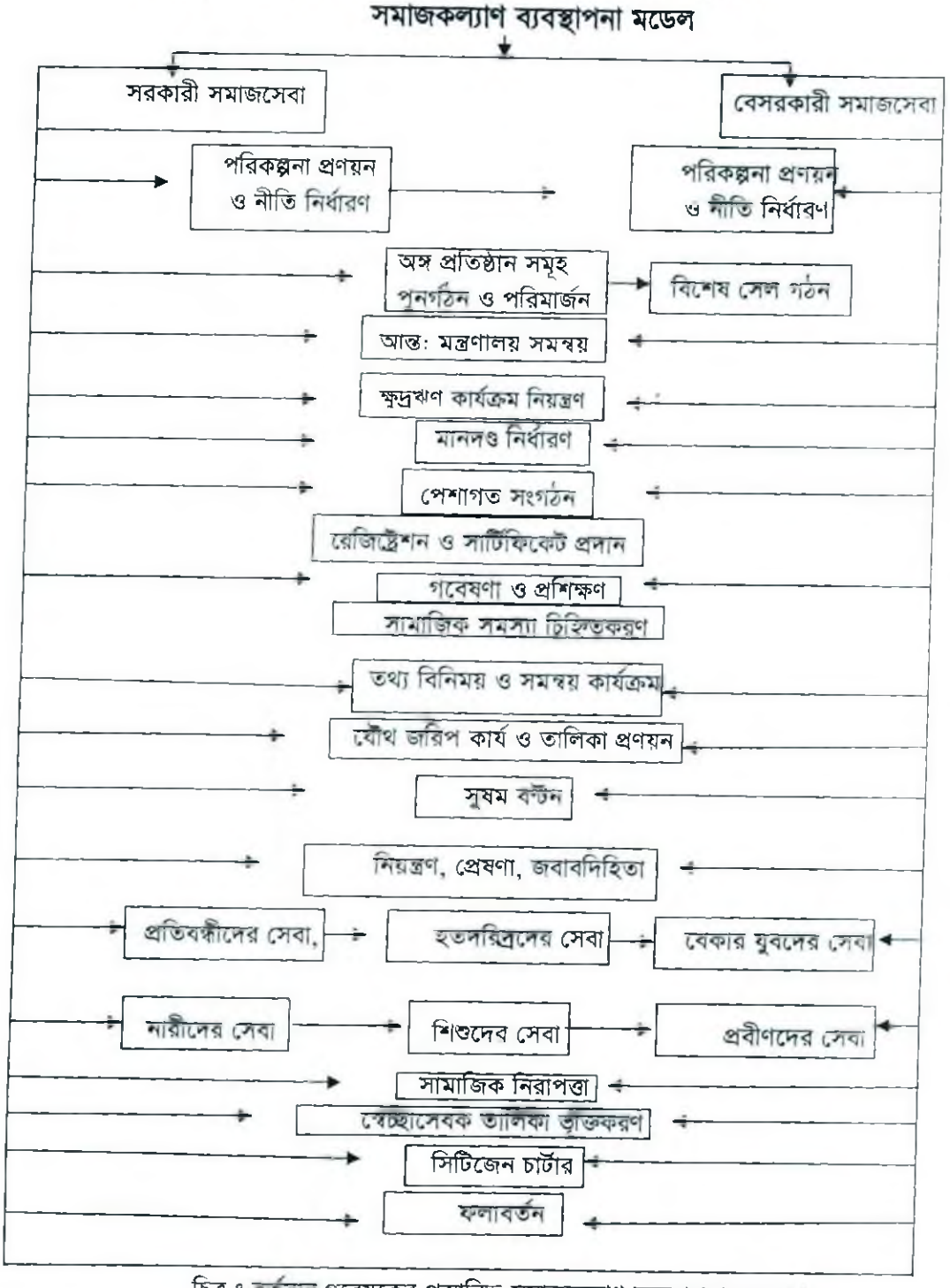

চিত্র ঃ বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থাপনা মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল উপস্থাপন

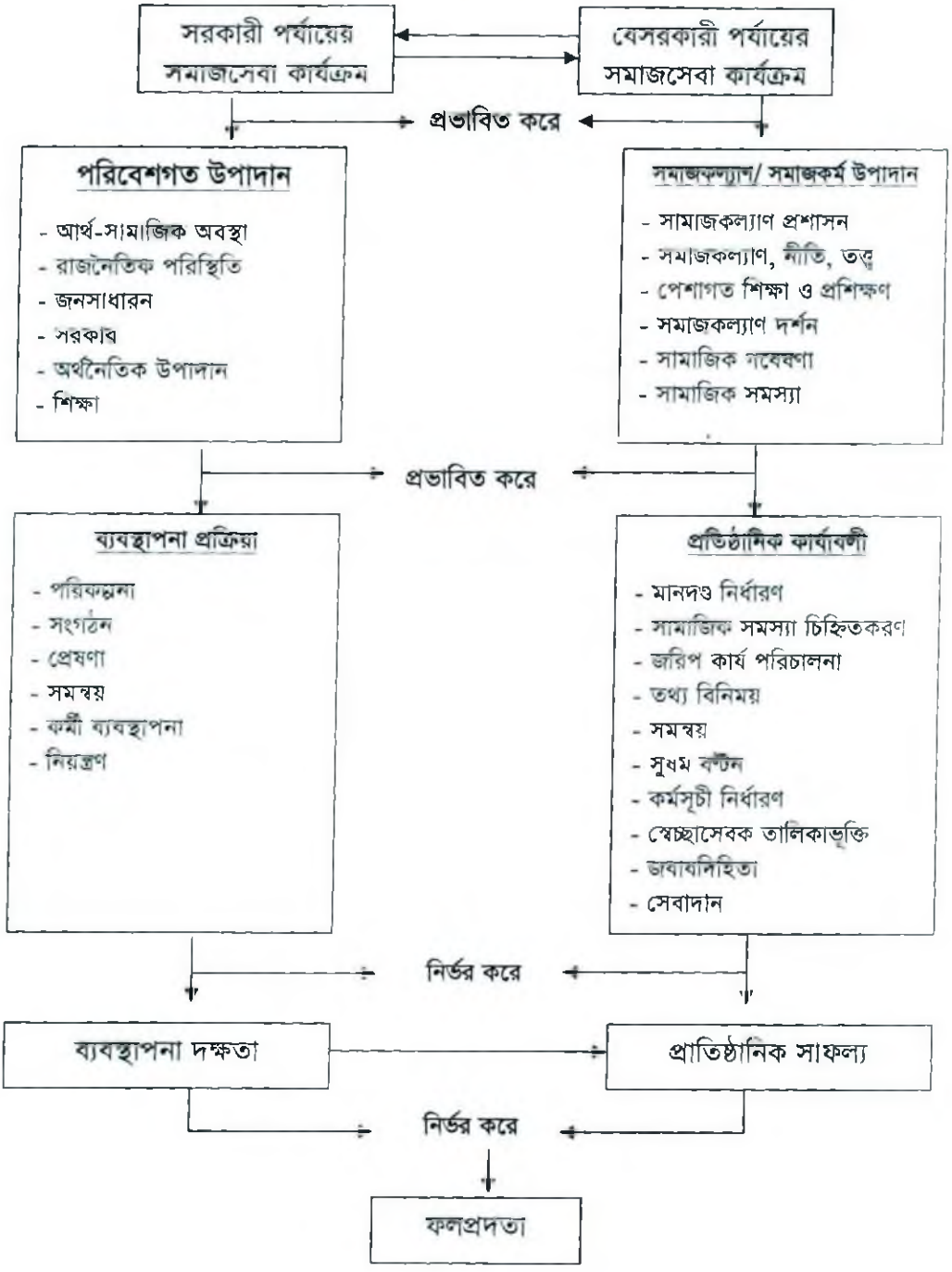

চিত্র ঃ বর্তমান গবেষকের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াগত মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

৬. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

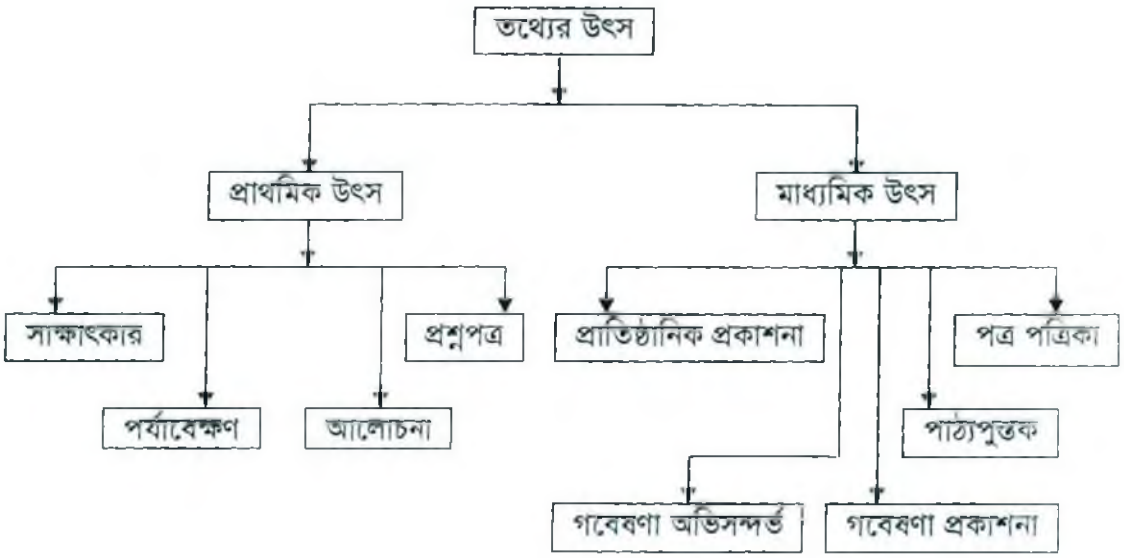

উৎস ঃ বর্তমান গবেষকের নিজস্ব নকশা।

Dhaka University Institutional Repository

৭.

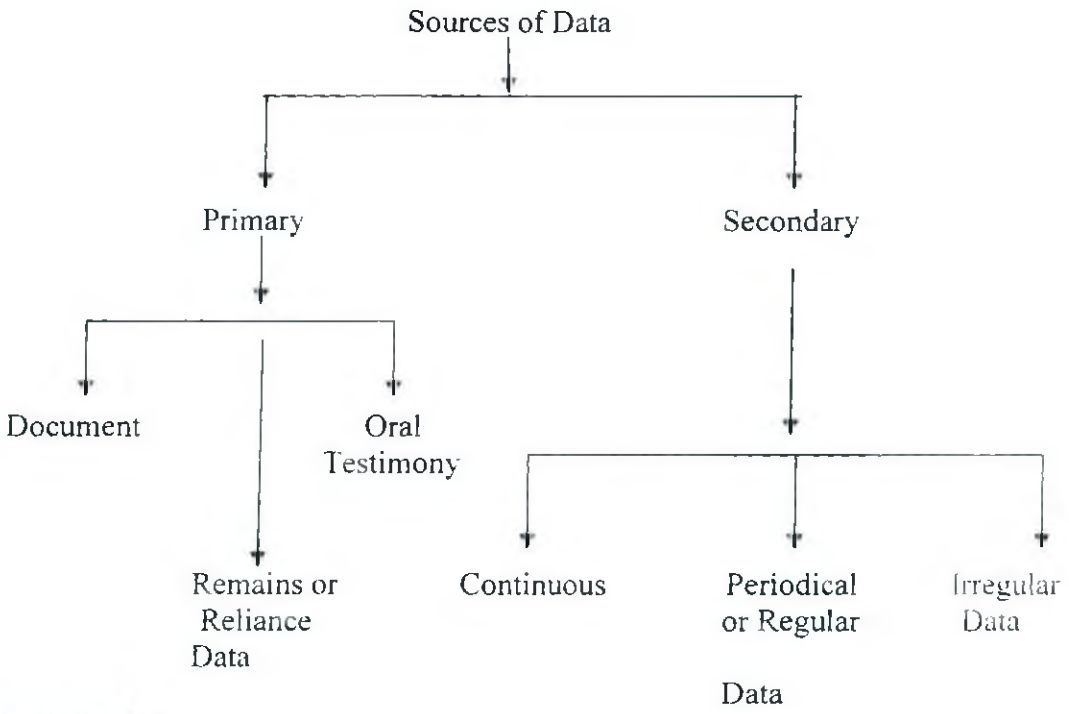

Source [<]

[<] Campbell, D. T. and Kweit, D. W., 1959, *Convergent and Discriminate Validation by the Multitraint Multimethod Matrix.* Psylogical Bulletin, U.S.A., p.56

Quoted by: Md. Amir Hossain, Loan and Investment Management Variety of Conventional and Islamic Banking in Bangladesh. M.Phil. Desertatin (Unpublished) 2001. Dhaka University. Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

৮.

Life Cycle of a Research Project

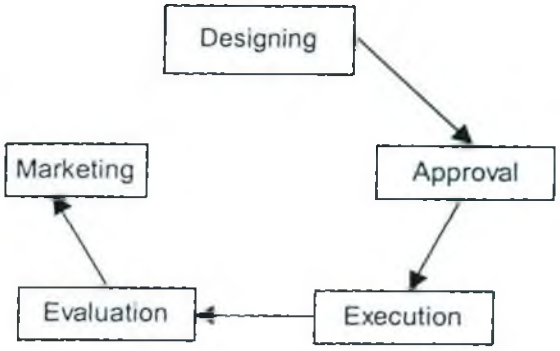

Source ''Abedin, Dr. M. Zainul, May, 1996,Op.cit., p.18

Quoted by: Md. Amir Hossain, Loan and Investment Management Variety of Conventional and Islamic Banking in Bangladesh. M.Phil. Desertatin (Unpublished) 2001. Dhaka University. Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

৯.

Table shows the total allocation in non-development and development budget (ADP) in the social sector during FY 1995-96 through 2004-05. It is evident from the table that the total allocation for the social sector in non-development and development budgets shows a secularly increasing trend during the past decade.

Table : Allocation in the Social Sectors of Selected Ministries

	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05
Education, Relgious Affairs and Science & Technology	3663.7	3961.3	4289	4850	5430	6079	6063	6736	4877.65	7999.18
Health and Family Welfare	1611.0	1834.2	1964	2080	2363	2627	2649	2797	3444.72	3808.31
Youth, Sports and Culture	120.63	193.23	191	176	224	248	217	253	256.64	242.72
Labour and Manpower	31.48	33.45	37	38	46	54	133	70	55.50	82.14
Social Welfare, Women's Affairs, Liberation War Affairs	152.34	187.92	199	255	294	322	354	484	712.60	1188.71
Chittagong Hill Tracts Affairs	--	--	168	74	178	205	201	183	162.64	263.54
Total Allocation (Non-Dev & Dev.)	5579.2	6210.1	6848	7473	8535	9535	9617	10523	11696.99	13624.60

Sources : Government of Bangladesh, Finance Division and Planning Commission, Ministry of Planning. Data are based on revised budgets. Data for 2004-05 are based on original budget.

Quoted by: Bangladesh Economic Review 2005, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Finance Division, Ministry of Finace, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ

এম.ফিল গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

বিষয় ঃ বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গবেষকের নাম ঃ মোহা ঃ মশিয়ার রহমান
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০১ - ২০০২ , রেজি নম্বর ঃ ৩৬০

তত্ত্বাবধায়কের নাম ঃ ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপকার ভোগীদের জন্য প্রশ্ন

- ❒ নাম : ....বয়স ঃ ....
- ❒ ধরণ/ অবস্থান : ....শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ.................
- ❒ বৈবাহিক অবস্থা :................................পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ....
- ❒ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ....
- ❒ কার্যক্রম / কর্মসূচীর নাম : ....

১। আপনি কতদিন যাবত সেবা গ্রহণ করছেন ?
(ক) ৩-৬ মাস (খ) ১-২ বছর (গ) ২-৫ বছর (ঘ) ৫-১০ বছর (ঙ) ১০-১৫ বছর

২। এখানকার ব্যবস্থাপনায় তথা সেবার মান বা প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধায় আপনি সন্তুষ্ট কি?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) অসন্তুষ্ট (ঘ) নিরুত্তর

৩। এই সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনি কোন চাপের সম্মুখীন হয়েছেন কি না বা হচ্ছেন কি ?
(ক) না (খ) হ্যাঁ (গ) নিরুত্তর (ঘ) অন্যমত

৪। সেবার বিনিময়ে অর্থ দেয়া হলে তার জন্য রশিদ বা মেমো দেয়া হয় কি-না।
(ক) রশিদ দেয়া হয় (খ) রশিদ দেয়া হয় না (গ) জমা খাতায় লিখে রাখে (ঘ) অর্থ লাগেনা

৫। আবাস স্থলের সুবিধায় আপনি সন্তুষ্ট কি ?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) অসন্তুষ্ট (ঘ) নিরুত্তর

৬। কর্তৃপক্ষ সেবা দানের ক্ষেত্রে কতটুকু আন্তরিক বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) খুবই আন্তরিক (খ) মোটামুটি আন্তরিক (গ) আন্তরিক নয় (ঘ) নিরুত্তর

৭। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আচার-আচরণে আপনি সন্তুষ্ট কি?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) অসন্তুষ্ট (ঘ) নিরুত্তর

৮। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?
(ক) পর্যাপ্ত (খ) অপর্যাপ্ত (গ) নিরুত্তোর (ঘ) অন্যমত

৯। কি ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
(ক) স্বল্প মেয়াদি (খ) দীর্ঘ মেয়াদি (গ) আয়বর্ধক (ঘ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না।

১০। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ কতদিন পরপর পরিদর্শনে আসেন ?
(ক) সপ্তাহে এক দিন (খ) মাসে এক দিন (গ) মাসে দুইদিন (ঘ) নিরুত্তর

অতিরিক্ত প্রশ্ন/ বিকল্প প্রশ্ন

১। পাঠদান উপকরণের সরবসাহ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
(ক) সরবরাহ পর্যাপ্ত (খ) সরবরাহ অপর্যাপ্ত (গ) সরবরাহ অনিয়মিত (ঘ) সববরাহ নিয়মিত

২। সরবরাহকৃত খাদ্য দ্রব্যের মান কেমন?
(ক) মোটামুটি ভাল (খ) উন্নত (গ) খারাপ (ঘ) অন্যমত

৩। প্রাপ্ত পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?
(ক) সরবরাহ পর্যাপ্ত (খ) সরবরাহ অপর্যাপ্ত (গ) সরবরাহ অনিয়মিত (ঘ) সববরাহ নিয়মিত

৪। প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা কেমন?
(ক) উন্নত (খ) অনুন্নত (গ) পর্যাপ্ত নয় (ঘ) অন্যমত

❒ গবেষকের মন্তব্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ

এম.ফিল গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

বিষয় ঃ বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গবেষকের নাম ঃ মোহা ঃ মশিয়ার রহমান
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০১ - ২০০২ , রেজি নম্বর ঃ ৩৬০

তত্ত্বাবধায়কের নাম ঃ ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মকর্তাদের জন্য

- ❒ নাম ঃ...
- ❒ পদবী ঃ.. কার্যকাল ....
- ❒ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ...
- ❒ প্রতিষ্ঠানেব নাম ও ঠিকানা ঃ ....
- ❒ কার্যক্রম / কর্মসূচীর নাম ঃ ....

১। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের মতামত নেয়া হয় কি-না?

(ক) সর্বদা আমাদেব মতামত নেয়া হয়, (খ) কোন কোন সময় নেয়া হয়।
(গ) কখনোই নেয়া হয় না (ঘ) অন্যমত

২। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে কারা ?

(ক) জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী (খ) উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী।
(গ) ইউনিয় / পৌরসভা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী (ঘ) সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী

৩। কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষেত্রে অর্থসংকটে পড়তে হয় কি না ?

(ক) সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয় (খ) অর্থ সংকটে পড়তে হয় না।
(গ) মাঝে মাঝে অর্থ সংকটে পড়তে হয় (ঘ) অন্যমত

৪। মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কার্য পরিবেশ কি রকম?

(ক) পৃথক (খ) পৃথক নয় (গ) মিশ্র (ঘ) অন্যমত

৫। কর্মকর্তা, কর্মচারীর কর্মপরিধি কিভাবে নির্দিষ্ট করা হয় ?

(ক) কেন্দ্রীয়ভাবে । (খ) কেন্দ্রীয়ভাবে নয়।
(গ) স্থানীয়ভাবে (ঘ) অন্যমত

৬। কর্মী প্রেষণা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ?

(ক) আর্থিক প্রেষণা দেয়া হয় (খ) অনার্থিক প্রেষণা দেয়া হয়।
(গ) আর্থিক-অনার্থিক উভয় প্রেষণা দেয়া হয় (ঘ) প্রেষণা দেয়া হয় না।

৭। কেন্দ্র থেকে জেলা বা থানা পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয় কি ?

(ক) সব সময় মনিটরিং করা হয় (খ) মনিটরিং করা হয় না।
(গ) মাঝে মাঝে মনিটরিং করা হয়। (ঘ) নিরুত্তর

৮। প্রকল্পের কার্যসমূহের সমন্বয় সাধনের কাজ কে করেন ?

(ক) প্রধান কার্যালয় (খ) জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
(গ) কর্মসূচী / প্রকল্প প্রধান (ঘ) উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

৯। কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাব ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ করা হয় কি?

(ক) সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।
(গ) প্রয়োগ করা হয় না। (ঘ) অন্যমত

Dhaka University Institutional Repository

১০। নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ?

(ক) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (খ) আর্থিক নিয়ন্ত্রণ

(গ) উভয়টি (ঘ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর নেই।

১১। পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি?

ক) হ্যাঁ প্রশিক্ষণের নাম .....

খ) না

১২। স্থানীয় বেসরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজসেবা অফিস সহযোগিতা করে কি?

ক) সহযোগিতা করে খ) সহযোগিতা করে না

গ) সহযোগিতা চায় না ঘ) নিরুত্তর

১৩। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী সমূহ কতটা কার্যকর বলে মনে করেন?

ক) যথেষ্ট কার্যকর খ) মোটামুটি কার্যকর

গ) তেমন কার্যকর নয় ঘ) মোটে ও কার্যকর নয়।

১৪। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের ভূমিকা কি রকম?

ক) সম্পূর্ণ সম্ভব খ) আংশিক সম্ভব

গ) দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয় ঘ) নিরুত্তর

১৫। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের কোন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?

ক) আয় বর্ধক খ) স্বল্প মেয়াদী

গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঘ) প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। (ঙ) নিরুত্তর

১৬। ঋণ কিস্তি পরিশোধের ধরণ কি রকম?

ক) নিয়মিত খ) অনিয়মিত

গ) কিস্তি পরিশোধ করে না ঘ) নিরুত্তর

১৭। ভাতা প্রদান কর্মসূচী জীবন মান উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করে?

ক) গুরুত্বপূর্ণ খ) মোটামুটি

গ) তেমন নয় ঘ) নিরুত্তর

১৮। সামাজিক সমস্যা হ্রাস করনে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?

ক) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি খ) প্রচারণা চালানো হয়

গ) প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়া হয় ঘ) কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

১৯। দারিদ্র হ্রাসে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

ক) সম্প্রসারণ প্রয়োজন খ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ

গ) সম্প্রসারণ প্রয়োজন নেই ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাতিল করা উচিৎ

২০। আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনে আপনার পরামর্শ কি?

ক) বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিৎ

খ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা উচিৎ

গ) উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিৎ

ঘ) সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিৎ

❐ গবেষকের মন্তব্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ

এম.ফিল গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

বিষয় ঃ বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মূলক সেবার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গবেষকের নাম ঃ মোহা ঃ মশিয়ার রহমান
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০১ - ২০০২ , রেজি নম্বর ঃ ৩৬০

তত্ত্বাবধায়কের নাম ঃ ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য

- ❒ নাম ঃ.....
- ❒ পদবী ঃ..... কার্যকাল .....
- ❒ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ.....
- ❒ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ .....
- ❒ কার্যক্রম / কর্মসূচীর নাম ঃ .....

১। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নীতি প্রণয়ন করেন কারা ?
(ক) পরিচালনা কমিটি (খ) সরকারের সমাজসেবা অফিস
(গ) পরিচালনা কমিটি ও সমাজসেবা অফিস যৌথভাবে (ঘ) অন্যমত

২। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষেত্রে অর্থসংকটে পড়তে হয় কি না ?
(ক) সর্বদা অর্থসংকটে পড়তে হয় (খ) অর্থ সংকটে পড়তে হয় না।
(গ) মাঝে মাঝে অর্থ সংকটে পড়তে হয় (ঘ) অন্যমত

৩। কর্মীদের চাকরীর / কাজের কার্যকালের স্থায়ীত্ববিধান নীতি প্রয়োগ করা হয় কি?
(ক) প্রয়োগ করা হয় (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়
(গ) প্রয়োগ করা হয় না (ঘ) বিশেষ কোন নীতি প্রয়োগ করা হয় না।

৪। সুবিধা ভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত কত?
(ক) ৮ ঃ ২ (খ) ১৫ ঃ ৫ (গ) ৫০ ঃ ৫০ (ঘ) .....

৫। মহিলা ও পুরুষ কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কার্য পরিবেশ কি রকম?
(ক) পৃথক (খ) পৃথক নয় (গ) মিশ্র (ঘ) অন্যমত

৬। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য দাতাদের চাপের সম্মুখীন হতে হয় কি?
(ক) সব সময় চাপের সম্মুখীন হতে হয় (খ) মাঝে মাঝে চাপের সম্মুখীন হতে হয়
(গ) কোন চাপ আসে না (ঘ) অন্যমত

৭। কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে প্রচলিত শ্রম আইনের প্রয়োগ করা হয় কি?
(ক) সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।
(গ) প্রয়োগ করা হয় না। (ঘ) অন্যমত

৮। নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ?
(ক) প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (খ) বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ তথা আর্থিক নিয়ন্ত্রণ
(গ) উভয়টি (ঘ) অন্যমত

৯। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মোট ব্যয়ের সরকারী ও বেসরকারী উৎসের অনুপাত কত?
(ক) ২৫ ঃ ৭৫ (খ) ৫০ ঃ ৫০ (গ) ৭৫ ঃ২৫ (ঘ) .....

১০। কর্মী প্রেষণা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ?
(ক) আর্থিক প্রেষণা (খ) অনার্থিক প্রেষণা ।
(গ) আর্থিক-অনার্থিক উভয় প্রেষণা (ঘ) অন্যমত ।

❒ গবেষকের মন্তব্য ঃ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

1. Chamber's Century Dictionary, The Dryden Press, New York, U.S.A, 1986 P-810.

2. Cooper, Donald R. & Schindler, Pamelas. Business Research Methods, McGraw-Hill International Ediltion, published by tata McGraw-Hill publishing company limited, New Delhi 2003, P-278, 176.

3. Kothari, C.R, Research methodology methods & techneques, New age International (p) limited, publishers, New Delhi, India, 2005, P-55.

4. Robbins, H. stephenp. & Coulter Mary, Management, published by pearson Education(Singapore) Pvt. Ltd. India Branch, New Delhi First India Reprint, 2002, P-110, 148.

5. Tracey, W.R., Designing training and development system, American Management Association, New York, U.S.A, 1971, P-4.

6. Weihrich, Heinz & Koontz, Harold, Management A global pe rspective, McGraw-Hill, Inc. Singapore, International Edition 1994. Reprint 2004, P-57, 355.

৭. ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল, সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইসলাম, মোঃ সাইফুল, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ,২০০০।

৯.ইসলাম,ড.মোঃ নুরুল,সামাজিক প্রশাসনও কর্মী ব্যবস্থাপনা,তাসমিয়া পাবলিকেন্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ-৪৬,৪৭,৭১।

১০. খালেক,ড.আব্দুলও অন্যান্য, সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

১১. বেগম, নাজমীর নূর, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, নলেজ ভিউ, ঢাকা ১৯৮৮।

১২. বন্দোপাধ্যায়, ড. সুরভি, গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , বৈশাখ ১৪০২, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ-২২৬-২২৭।

১৩. মিএগ্রা, মুহাম্মদ আলী ও মিয়ান, মোঃ আলিম উল্যা, পরিসংখ্যান পরিচিতি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ-৮৭, ৮৮।

১৪.রহমান,মোঃআতিকুর,সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন,অর্নাস পাবলিকেশন্স,ঢাকা,২০০১,পৃ-৮৩।

১৫. রহমান, ড. মোঃ আতাউর ও ইসলাম, নজরুল, ব্যবস্থাপনা নীতি- পদ্ধতি ও সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা, চিত্র লেখা বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ-১৬, ২৮১।

১৬. রহমান,ড.মোঃ আতাউর আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনা,উত্তরা পাবলিকেশন্স,ঢাকা-২০০০, পৃ-৩৪-৩৯

১৭. রহমান, এ, এস, এম, আতীকুর ও শওকতুজ্জামান সৈয়দ, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ-৫১, ৫৩, ৫৪।

১৮. রহমান, মুহাম্মদ হাবীবুর, সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯২।

১৯. শওকতুজ্জামান সৈয়দ, সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ-৩, সামাজিক উন্নয়ন: নীতি, পরিকল্পনা ও সেবা কার্যক্রম, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ- ৭০৯।

Dhaka University Institutional Repository

২০. শওকতুজ্জামান, সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, পরিকল্পনা ও সেবা কার্যক্রম, রোহেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ- ৩১৪, ৩২২।

২১. হক. এ. কে. এম. জিয়াউল, আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনা ও শিল্প সম্পর্ক, মির্নাভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

২২. হাবিবুল্লাহ, মোহাম্মদ ও অন্যান্য, ব্যবস্থাপনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত , ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-৫৯-৬২।

২৩. হোসেন, মোঃ জাকির, শিক্ষামূলক গবেষণা, মেট্রো পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ-২৯.

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

1. Hussain, sabbir, An Analysis of the efficacy of microfinance Institution in reaching the hardcore poor-the case of Bangladesh. Phd Desertation (Unpublished) ,Dhaka university, 2001.

2. Islam ,Mrs. Humaira, Rural Development programs and the status of women-the decision making factor, Mphil Desertation(Unpublished) , Dhaka university, 1991.

3. Hossain,Amir, Loan and Investment Variety of Conventional and Islamic Banking in Bangladesh,Phd.Thesis ,Dhaka University, 2001.

৪. আহমদ, নেসার, দুঃস্থ মানব কল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থা সমূহ ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আহমদ, হাফিজ মুজতবা রিজা, ইসলামী ব্যাংকিং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনঃ বাংলাদেশ এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৪।

৬. ইউসুফ, মুহাম্মদ আবু, বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ- এর ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা, এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৯ ।

৭. রশিদ, মোহাম্মদ হারুনুর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম: একটি সমীক্ষা,এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ-৫৫।

৮. মোর্শেদ, মোহাম্মদ, এনজিও কর্ম এলাকায় দারিদ্র বিমোচন: দু'টো নমুনার আলোকে, গবেষণা অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত),ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯৯ ।

৯. সুলতানা শাহিদা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ওয়াকফ এষ্টেট: একটি সমীক্ষা, এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০২, পৃ-৭২ ।

সরকারী প্রকাশনা

1. Bangladesh economic review-2004, Economic Adviser's wings, Finance division, Ministry of finance, Government of the peoples republic of Bangladesh, Dhaka, 2004.

2. Bangladesh economic review-2005, Economic Adviser's wings, Finance division, Ministry of finance, Government of the peoples republic of Bangladesh, Dhaka, 2005. p-164.

Dhaka University Institutional Repository

3. Bangladesh economic review-2007, Economic Adviser's wings, Finance division, Ministry of finance, Government of the peoples republic of Bangladesh, Dhaka, 2007.

4. Statistical pocket book Bangladesh- 2006, Bangladesh bureau of statistics, planning division, Ministry of planning, Government of the peoples republic of Bangladesh, Dhaka, 2007, p-269.

৫. 'ছোটমনি নিবাস' কার্যক্রম শীর্ষক স্যুভেনিয়র, বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, মার্চ ২০০৩।

৬. জাতীয় অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড, বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, জুলাই ২০০১, পৃ-৭, ১৮, ১৯, ২১।

৭. সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, প্রকাশনা শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাও, ঢাকা- ১২০৭, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ.-২।

৮. স্মরনিকা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ৫৪।

৯. সরকারী শিশু সদন/শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, প্রকাশনা শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা- ১২০৭, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ.-১, ৫৪-৫৯।

ইন্টারনেট

1. www.msvu..ca/library/grossary.asp

2. www.perdnacollege.com/library/glossary.htm.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা

১. চৌধুরী, ড. এ.এম. এমরান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কিছু প্রস্তাব, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৬ এপ্রিল-২০০৮, পৃ-৬।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০০৪, পৃ-৭৩, ৭৮।

৩. মৃন্ময়, সনদর্শন, উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ-৪।

৪. মামুন,আজমাল হোসেন,ফিচার:প্রতিবন্ধী নারীর বিয়ে,দৈনিক ইত্তেফাক,ঢাকা ২১ডিসেম্বর-২০০৬ ।

৫. রাজ, শহীদুজ্জামান, "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নীরব সেবার নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠান", দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'ছুটিরদিনে' সংখ্যা ১৮২, ঢাকা, ২৪অক্টোবর ২০০২,পৃ-৪।

৬. প্রতিবন্দীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক,ঢাকা, ২১ জুলাই ২০০৪, পৃ: ৪।

৭. প্রসঙ্গঃ কিশোর অপরাধীদের সংশোধন, সম্পাদকীয়,দৈনিক ইত্তেফাক,১৫ অক্টাবর ২০০৪.পৃ৪।

৮. অভীষ্ট লক্ষ্যপথে যাত্রা, সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক,ঢাকা. ১৫. কার্তিক, ১৪১১ সন. পৃ: ৪।

৯. প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ান, সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৯ জুন ২০০৪, পৃ: ৪।

১০. নারী শ্রমিকদের মজুরী বৈষম্য, সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা,১৫ কার্তিক ১৪১৩.পৃ: ৪।

১১. আহছান, শামীম, ফরিদপুর মুসলিম মিশন, একটি মহৎ কাজের চমৎকার উদাহরণ, সাপ্তাহিক খোয়াই, হবিগঞ্জ, ২০-২৬ জানুয়ারী, ২০০৪, পৃ: ৪।

১২. এতিমদের জন্য অনুদান, তথ্যবিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশ সবকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, পৃ: ৩।

১৩. চৌধুরী, ড. এম, এম, এমরান, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কিছু প্রস্তাব, প্রবন্ধ, দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৬ এপ্রিল, ২০০৮, পৃ: ৬।

১৪. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ০৬ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা সম্পাদকীয়, ২৪ নভেম্বর ২০০৭, পৃ-৯

১৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ৩ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

১৮. দৈনিক ইত্তেফাক ঢাকা ৩ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১৫

১৯. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা ১২ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ-১

২০. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০৭, পৃ-১

২১. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০০৭, ২০০৭, পৃ-১

২২. দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০৭, পৃ-১৫

২৩. দৈনিক যায়যায়দিন , ঢাকা ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ-৪

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা

১. বার্ষিক প্রতিবেদন, ফরিদপুর মুসলিম মিশন, ফরিদপুর, ৭ সেপ্টেম্বর-২০০৭ ।

২. বার্ষিক প্রতিবেদন, আরামবাগ ইয়াতিম খানা, ফরিদপুর, ২০০৭ ।

৩. মুকুল, খতিব আব্দুল জাহিদ, বশিপুক বিচিত্রা, উত্তরা, ঢাকা, ০১ জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ১৫।

৪. লিপা,মাছুমা খাতুন,বশিপুক বিচিত্রা,বয়স্কও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র,ঢাকা,০১জানুয়ারী২০০৮.পৃ.- ১৫।